হামি'উস্ সুন্নাহ কামি'উল বিদ'আহ মুফতিয়ে আযম আল্লামাহ ফয়জুল্লাহ সাহেব চাটগামী রহঃ -এর সুযোগ্য খলীফা হযরতুল আল্লাম মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব হাতিয়ার হযরত রহঃ -এর

নসিহত সমগ্র ২৬

হেকমতের বানী

عليك بمجالس العلماء

মাজলিসে উলামা

নির্দেশনায়

হযরতুল আল্লাম মুফতী নূর আহমদ সাহেব (রহঃ)
প্রধান মুফতি , হাটহাজারী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদনায়

বান্দা আব্দুর রাজ্জাক
আড়োরদাহ মাদ্রাসা, চৌগাছা যশোর

সংকলনে

মাহমুদুল হাসান নড়াইলী
নাযিমে তা'লিমাত, আড়োরদাহ, নিমতলা, চৌগাছা, যশোর

ও

কদ্বীম ফারেগীন হযরতগন
হামীউস সুন্নাহ আড়োরদাহ মাদ্রাসা চৌগাছা যশোর

প্রকাশনা
সালে আওয়ালে দারুল মুতালায়া
১৪৪৪_১৪৪৫হিঃ মোতাবেক ২০২৩ ইসায়ী সন

মাজলিসে উলামা

নির্দেশনায়: হযরতুল আল্লাম মুফতী নূর আহমদ সাহেব রহ.

সম্পাদনায়: বান্দা আব্দুর রাজ্জাক

সংকলনে: মাহমুদুল হাসান নড়াইলী ও কদ্বীম ফারেগীন হযরতগন

প্রকাশনায়: সালে আওয়ালে দারুল মুতালায়া ১৪৪৪-১৪৪৫হিঃ

পরিবেশনায়: মাকতাবায়ে সাইফিয়া

আড়ারদাহ নিমতলা চৌগাছা যশোর

মোবাঃ: ০১৭৩৮৮৭২৪৫৪- ০১৯৮৩০২৭১৭১

প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২৩ ঈসায়ী

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

حامدا و مصليا و مسلما

অধুনা সংস্কৃতির ছোঁয়ায় প্রগতির আবহে স্বকীয়তা বিবর্জিত মানুষ যখন বিজাতীয় সভ্যতার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয় তখন প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করা, ও অসত্যকে অনুধাবন ও তার বর্জন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তদ্রূপ এই জাগতিক শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও দ্বীন বর্জিত নীতিহীন রাজনীতির ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা পশ্চিমা সমাজের অশ্লীল কৃষ্টির মোহগ্রস্থ হয়ে ইহকালীন ও পরকালীন ধ্বংসের অনুভূতিও খুইয়ে বসেছে। তেমনিভাবে আপমর জনসাধারণ স্বীয় পার্থিব কর্মব্যস্ততা ও জীবিকার তাগিদে লিপ্ত থেকে দ্বীনদারগণের সাহচার্যে আসা ও দ্বীন শেখা হতে বঞ্চিত হচ্ছে, ফলে ক্রমেই জাহালিদ অমানিশায় বুঁদ হয়ে পড়েছে গোটা সমাজ। এহেন পরিস্থিতিতে জাতির মুক্তির লক্ষ্যে এমন কিছু লেখনী প্রয়োজন, যার মাধ্যমে খুঁজে পাবে তাদের হারানো চেতনা যে অনবদ্য রচনা হবে তার সংকটময় মূহুর্তের সাথী অচেনা পথের দিশারী এবং যার আলোকে স্রোতের প্রতিকূলে, ইসলামের চাহিদাকে সামনে রেখে শত ঘাত-প্রতিঘাতকে উপেক্ষা করে জীবনকে করতে পারে মহিমান্বিত এবং অর্জন করতে পারে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা ও কামিয়াবী। বর্তমানে ধর্মদ্রোহিতা, ফেত্না-ফাসাদ ও বেহায়াপনার তান্ডব, প্লাবনের ন্যায় বিস্তার লাভ করেছে। পক্ষান্তরে মন্দের প্রতিবাদ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন কচ্ছপ গতিতে ঠেকেছে। অপরদিকে যারা দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিখানোর কাজে ব্যস্ত, গ্রন্থনা ও সম্পাদনার কাজে দিন-রাত মশগুল এবং দ্বীন প্রচার-প্রসারের কাজে নিয়োজিত তারা আত্মশুদ্ধি ইবাদত, পরিশ্রম ও সাধনার পরিমন্ডলে কাজের জন্য তেমন সময় করতে পারে না। অথচ এখলাস, তাকওয়া, পরকালের ভাবনা, জীবন ও উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন আমলের উদ্দীপনার এই গুণগুলো হল শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য এবং শরীয়তের রূহ। কিন্তু এগুলো থেকে মানুষ আজ বিমুখ অথচ দ্বীনি দৈন্যতা আস্তাকুড় হতে মুক্ত হয়ে আসমানী জ্ঞানের সফল সোপানে

আরোহণ ব্যতীত মানবতার মুক্তি ও ইহ- পরকালীন কল্যাণ সমৃদ্ধি অসম্ভব ত্যাগ, সাধনা, ধৈর্য্যর মাধ্যমে যখন খোদাভীতি, তায়াক্কুল, অশ্রুবিসর্জন স্বর্ণ সিড়িতে পদার্পন করা যাবে। তখনি সম্ভব হবে একটি হতাশামুক্ত স্বর্গীয় পরিবেশ। আর এ সমস্ত উদ্দেশ্য সামনে রেখে অন্যায়ের বেড়াজাল ছিন্ন করে কলুষমুক্ত স্বচ্ছ জীবন লাভ করতে যে অমীয় বাণীর অভাব রয়েছে; তারই ক্ষুধা নিবারণের প্রয়াসে এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। যার আলোকে চললে আশা করি পথিক তার হারানো পথ খুঁজে পাবে, চেতনাহীন ব্যক্তি ফিরে পাবে তার হারানো চেতনা, গড়ে তুলতে সক্ষম হবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও হতাশামুক্ত রাষ্ট্র। আর বয়ে আনবে আখেরাতের সফলতা ও কামিয়াবী। বিশেষ করে ত্বালিবুল এলেমদের জন্য এই পুস্তকের প্রতিটি নসীহত মুক্তির দিশারী ও হেদায়াতের আমলের দিক নির্দেশক। জীবনের প্রতিটি পদে ধাক্কা ও ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ সহযোগী ও উপকারী। এই গ্রন্থটির নসীহতপূর্ণ অমীয় বাণী তার বারিধারায় অবগাহনের মাধ্যমেই সুশীতল করে দেবে আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত। প্রাণ খুঁজে পাবে সব জড়-অচেতন পদার্থ। উজ্জীবিত হয়ে উঠবে তার নিমজ্জিত জীবন। সাহসী ও কর্মঠ হতে থাকবে কাপুরুষ এবং অলসের দল। কেঁটে যাবে সব দূর্বলতা এবং পরিণত হবে মজবুত আল্লাহভীরু মানুষে। সৃষ্টি হবে তায়াল্লুক মায়াল্লাহ আর পূর্ণ হবে দিলের সকল তামান্না আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন “আমীন”

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: মাজলিসে উলামা

দ্বিতীয় অধ্যায়: দারুল উলুম দেওবন্দের মূলনীতি

তৃতীয় অধ্যায়: دعوت میں فلاحت ہے اور سیاست میں ہلاکت ہے

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده مصليا و مسلما بافتتاح هو المستغاث

امابعد :- الحمد لله رب العالمين اهد ناالصراط المستقيم

প্রথম অধ্যায়

عليك بمجالس العلماء

মাজলিসে উলামাকে আকড়িয়ে ধরো

قال الله تَعَالٰى وَمَن يّؤْتَ الحَكْمَةَ فَقَد أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا البقرة ـ ص ٤٦ ـ ايت ٢٦٩ ـ

অর্থঃ-আর যাকে জ্ঞান দান করা হয়, তার বিপুল পরিমাণে কল্যাণ লাভ হয় [1]

عن ابي امامة رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لقمان رض قال لابنه يا بني **عليك بمجالس العلماء** واستمع كلام الحكماء فان الله يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الارض الميتة بوابل المطر ـ سنده ضعيف[2]

طبراني جـ٨ صـ١٩٩ ح٧٨١٠ كنز العمال جـ١٠ صـ٧٤ حـ٢٨٨٧٧ مجمع الزوائد جـ٢ صـ٣٨ حـ ٥٢٤

'মাসলাকুস সুনানের বাৎষরিক উলামায়ে কেরামগনের মাজলিসে হযরতের কিছু নসিহত।

মুআজ্জায মুহতারাম ক্বাবেলে ছদ এহতেরাম উলামায়ে কেরাম,

হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতুবী (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামগনের হুবহু নকশা ও নমুনায় যে দ্বীনি মেহনত ও তালীমাত দেওবন্দের বুকে আল্লাহ-তাআলার ইচ্ছায়,মদদ,নুছরত,ও তাওফীকের মাধ্যমে চালু রেখে গিয়ে ছিলেন। তারই ফলশ্রুতিতে শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ)এর দুয়া ও সহযোগিতায় দেওবন্দের এক শাখা হিসেবে থানাভোনে হাকীমুল উম্মত আল্লামাহ আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) মুসতাগনী আনিন-নাস হয়ে থানাভোনে তালীম ও তারবীয়াতের যে নকসা চালু করেন। তারই এক শাখা নোয়াখালী জেলা বটতলী এলাকায় জনাব

[1] আল বাকারা - ২৬৯

[2] হাদিসটি আমল যোগ্য

ওয়ালা আল্লামা মাওলানা কুব্বাদ সাহেব (রহঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার তাওফীকে চালু হয়। সেটারই হুবহু নকশা ও নমুনা এবং বাংলাদেশের সর্ব প্রথম শায়খুল হাদিস আল্লামাহ মুহাদ্দিস সাঈদ আহমদ সন্দীপী (রহঃ) এর দুয়া ও সহযোগিতায় মুজাদ্দীদে মিল্লাত মুছলেহে উম্মত হামিউস সুন্নাহ কামিউল বেদআহ আল্লামাহ মুফতীয়ে আ'যম ফয়জুল্লাহ (রহঃ) কর্তৃক ভিত্তি স্থাপিত ।এবং মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব (রহঃ) (হাতিয়া হুজুর) কর্তৃক বাস্তবায়িত মাসলাকুস্ সুনান তথা তরিকায়ে সলফে সালেহীনের নমুনাকে তামাম আলমে আম করার লক্ষ্যে এবং সুন্নাত তরিকায় তালীম,ও তাবলীগ তথা এলেম প্রচার-প্রসারের জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এন্তেখাব করেছেন বলে আশা রাখি। সুতরাং আমরা সকলেই সবর ও এস্তেকামাতের সাথে নিম্ন লিখিত উমুরগুলি নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলে আল্লাহ তায়ালা সফলতা দান করবেন। ইনশাআল্লাহু তায়ালা।

মাসলাক

আমাদের এই মাসলাক বা মেহনতের পদ্ধতির নামকরণ করা হয় মাসলাকুস সুন্নাহ তথা মাশরাবে মুফতীয়ে আজম নাওয়ারাল্লাহু মার কাদাহ, আমাদের এই মাসলাক যোগ্যতার বলে, অর্থের বলে, ক্ষমতার বলে, বলিয়ান হলেই চলবে এমন নয়। ইচ্ছাধীন চলাও এই মাসলাকের পরিপন্থী ।এই মাসলাক চলে শুধুমাত্র ইখলাসের বলে। ইখলাছে যে যত মাজবুত হবেন তার মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা এই মাসলাককে জিন্দা রাখবেন। এই মাসলাকে চলতে হলে নিজেকে মাশওয়ারার মাধ্যমে চালাতে হবে,মাশওয়ারার তাবেঈ বানাতে হবে। ইচ্ছাধীন চলা এই মাসলাকের জন্য অত্যান্ত ক্ষতিকর।

এই মাসলাকের পূর্ণ নাম

মাসলাকুস সুন্নাহ তথা মাশরাবে মুফতীয়ে আজম বা মানহাজে হুজ্জাতুল ইসলাম আলা মাজহাবে ইমামে আজম আহলুস সুন্নাতে ওয়াল জামায়াহ, বা তুফাইলে ইবনে মাসউদ (রাঃ) আলা তরীকাতে সায়্যেদিল মুরসালিন

মুহম্মাদিনীল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মাসলাকুস সুন্নাহ তথা মেখল ত্বরজ বা হাতিয়া ত্বরজ বলতে দ্বীনি "হায়সিয়াতে চার জিনিসকে বুঝায়।

১) ঈমান-আকীদা সহিহ করা ,আদব আখলাক ঠিক রাখা। তথা শিরকমুক্ত ঈমান, বেদআত মুক্ত ইবাদত ও ইখলাছ যুক্ত আমল করা।

(২) আলমী ফিকির মাথায় রেখে হযরত ইলিয়াস সাহেব (রহঃ) এর মেজাজের উপর দাওয়াতের মেহনত করা।

(৩) সকল মানুষের বিষয়ে দিল সাফরাখা এমনকি কাফের, মুশরিক কেও ঘৃনা না করা।বরং তাদের নিকটও দ্বীনি দাওয়াত পৌঁছানো।

(৪) তালীমাতের দিক হতে প্রত্যেকটি ত্বলেবে ইলেম কে মুসতায়িদ বানাতে চেষ্টা কোশেষ করা। হাতের লেখা সুন্দর করা, পড়াশুনা ও সংরক্ষণে মাজবুত করে কুরআন - হাদিস নিজে পড়ে বুঝে নেয়ার যোগ্য - বানানো, মুতালায়া, মুজাকারা, মুফাকারা ও মুরাজায়ার মাধ্যমে। মাসলাকুস সুন্নাহ তথা মেখল ত্বরজ বা হাতিয়া ত্বরজ জরুরতের দিগ হতে তিন নিয়মের যে কোন এক নিয়মে পুরা করতে চেষ্টা করা। এই তিন নিয়মের বহিরাগত নিয়ম হতে দূরে থাকা।

১। ছেলেদের খেদমতের মাধ্যমে। তথা জমিন চাষ ইত্যাদি৷

২। ছেলেদের থেকে ইয়ানত গ্রহণ করে। এক কালীন বা মাসে-মাসে গ্রহন করে।

৩। পূর্বের দুটি সম্ভব না হলে একজন-বা দু'জন মুহিব্বিনের হাতে মাদরাসার জরুরতের কথা বুঝিয়ে দিয়ে,আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করে তালীমাত চালাতে থাকা। প্রয়োজনে বদিল্লা দেয়া,তাও কারোনিকট হাত না পাতা, সওয়াল না করা, সওয়ালের ভানও না ধরা নিজে বেতনভূক্ত না হওয়া, নিজের বেতন নিদৃষ্ট না করা। তাকওয়া, তায়াক্কুল আদব সবর ও ইসতেগনার সাথে লেগে থাকা। তবেই আল্লাহ-তায়ালার মদদ ও নুসরতের আশা করা যায়। ইনশাল্লাহু তাআলা।নিজস্ব জমি থাকলে তথায় বসে যাওয়া।

সম্ভব না হলে সরকারী রাস্তায় বা কারো কবরস্থানে সুযোগ বুঝে বসে যাওয়া। এবং দাওয়াতের মেহনতে লেগে থেকে চার তবকায় মেহনত করা

১.আওয়াম যুবক বৃদ্ধ ওছোট ছেলেদের নিয়ে। ২.খাওয়াছ। ৩.আখাচ্ছুল-খাওয়াছ ৪.মাসতুরাত দের উপর মেহনত করা তবেই মাসলাকে টিকে থাকা সম্ভব হবে ইনশা- আল্লাহু তায়ালা।

সংক্ষিপ্তাকারে বলা হয়ঃ- (১) সহিহ আকীদা (২) সহিহ নিয়্যত (৩) সহিহ ইলেম (৪) সহিহ আমল (৫)ছহী তরীকার (৬) সহিহ মেহনত জিন্দা করার চেষ্টা কোশেষ করায় এই মাসলাকের কাম।

হযরত মাওলানা আল্লামা শাহ আহমদ শফী সাহেব (রহঃ) এর মাকুলা

হাটহাজারী মাদ্রাসার মাহফিলে উলামা মাজলিসে উলামা হজরতগন শিরিক, বেদআত করবেন না, ওরশ করবেন না ওরশে শরীক হবেন না।

ফাতেহা শরীফ ও অগয়রার নাম দিয়ে শিরিক, বেদআত, করবেন না। কিয়াম মিলাদ যা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে ইয়া,,নবী সালামু আলাইকা পড়ে, এটা করবেন না।এটা দূরূদ নয়!আমরা দূরূদ পড়তে নিষেধ করি না।রাসুলল্লাহ (সাঃ) এর পক্ষ হতে যে দূরূদ শরীফের প্রমান সহিহ হাদিস শরিফে আছে সে সকল দূরূদ শরীফ পাঠ করবেন। তারা আমাদেরকে ওহাবী বলে আমরা আহলুস সুন্নাতে ওয়াল জমায়াহ। যেটা আমাদের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যাক্ত করেছেন। যদি আল্লাহ তাআলা কায়দায়ে বুগদাদী, নূরানী- নাদিয়া পড়াইবার তৌফিক দান করেন, তাহলে বুঝবেন আপনার ইলেম আল্লাহ তাআলার দরবারে মাকবুল হয়েছে। আর যদি তা না হয় তাহলে মনে করবেন আপনার ইলেম আল্লাহ তাআলার দরবারে মাকবুল হয় নাই।

তালীমাতে লেগে থাকবেন, শিরিক, বেদআত, করবেন না। প্রয়োজনে মাটি কেটে বদিল্লা দিয়ে হলেও চলবেন।তাও শিরিক, বেদআত, করবেন না।পারবেন তো ইনশাআল্লাহু তায়ালা? আপনাদেরকে আলেম ও মৌলুভী

বানিয়ে দেয়া হলো ইলেমের ইজ্জত করবেন। শিরিক বেদআত করে চলবেন না। বর্তমানে যত বেদআতী আছে তারা প্রায় সকলেই মুশরিক। আমরা যখন কোন এলাকায় যায় তথাকার ত্বলাবা ও উলামাগন আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে লজ্জা বোধ করেন। তাই আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন না এমন করবেন না এমন করবেন না তো? ঘরের দরজায় একটা ছোট কুড়ে ঘর বেঁধে নিয়ে এলাকার ছোট ছেলেদের পড়াবেন আল্লাহ তাআলা অভাব দূর করে দেবেন তথাপিও শিরিক বেদআত করবেন না মুশরিক ও বেদআতী দল চির জাহান্নামী।

আমার শায়েখ হাতিয়ার হযরত রহঃবলেন:- ১। আপন আপন ইলমী ও আমলী ইস্তে দাদ নিয়ে নিজ নিজ দ্বীনি মেহনতের ময়দানে এক নম্বর তরিকায় ছবর ইসতিখলাস ইস্তেগনা ও এছতেক্বলালের সাথে জমে বসে থাকার চেষ্টা করা। কোন অবস্থায় এর থেকে বিন্দু মাত্রও না হটা।

২। ইস্তেদাদ অনুযায়ী মাকতাবে সাবাহী, কিরাত খানা, উর্দু খানা, জামায়াত খানা, আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে পড়াতে থাকা।

৩। আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে তালীম ও তাবলীগে লেগে থাকা, সম্ভব হলে কিছু কাছবে হালালের(হালাল উপার্জন) ব্যবস্থা রাখা।

৪। উস্তাদের বেতন নিদৃষ্ট না করলে ভালো হয়, প্রত্যেকেই ইস্তেদাদ অনুযায়ী, শক্তিমত মেহনত করা। কেহ যদি এখলাছের সাথে লিওয়াজহিল্লাহ মেহনত করতে চান,তাকে মাহরুম না করা।তবে যিনি লিওয়াজহিল্লাহ তালীমাতে লেগে থাকবেন,তার সার্বিক দায়ভার জরুরত মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ নিজ জিম্মাদারীতে নেয়া একান্ত জরুরী।নইলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট পাকড়াও অবশ্যই হতে হবে।যার নজির ও প্রমান পৃথিবীতে বহু বিদ্ধমান। যথাঃ শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহঃ এর বেতন নির্দিষ্ট ছিলোনা। এবং তার উস্তাজে মুহতারাম মোল্ল্যা মাহমুদ রহঃ ও নির্দিষ্ট বেতন ভুক্ত দেওবন্দের কর্মচারী বা উস্তাদ ছিলেন না।তথাপিও হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতুবী রাঃ মোল্ল্যা মাহমুদ রহঃএর জরুরত পুরা করতেন। এবং পরবর্তীতে শাইখুল হিন্দে রহঃ এর জরুরত ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য

রাখতেন। এবং তা পুরা করতে চেষ্টা করতেন।এটাকেই বলে সলফ ও নমুনায়ে আসলাফ ও সাহাবা নমুনা। তথাঃ

احب لأخيك ما تحب لنفسك

নিজের জন্য যা ভালোবাসো''অপরের জন্য ও তাই ভালোবাসবে'

وَيُؤثِرُونَ عَلٰى اَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ الحشر ـ ص ـ ٥٤٣ ـ آيت ٩

অর্থঃ-অভাব গ্রস্থ অবস্থাও আরাম ভোগে অপরকে প্রাধান্য দেয়।যদিও নিজে অত্যন্ত অসহায়।[3]

এটাকেই বলে উম্মাতের কল্যান কামনা ও আসলাফের নমুনা।আর এর বিপরীতটাকে বলে খলফ। এজন্যই তো মুফতি আযম বাংলাদেশী হযরত রহঃ মেখলের বড় হুজুর আল্লামাহ শাইখুন নাহু রহঃ কে দিতেন প্রতি মাসে দশ টাকা যার মূল্য বর্তমান ২০২৩সালে হয় ৩২হাজার টাকা।আর হাতিয়ার হযরত এবং অন্যান্য উস্তাদদের কে দিতেন পাঁচ টাকা যার মূল্য বর্তমানে আসে ১৬হাজার টাকা।এটাই ছিলো আমাদের পূর্ব পুরুষদের গোপনীয় সহযোগিতা যার নামের উপর বলছি মোরা আসলাফের নমুনা।এর পরও সতর্ক থাকতে হবে যেন উস্তাদদের দিল হতে আল্লাহ তায়ালার তাওয়াক্কুল হটে না যায়। এবং পর নির্ভরশীল হয়ে না পড়ে, তাই আল্লাহ-তাআলাই ব্যবস্থা করেছেন,আল্লাহ তাআলাই তাওফীক দিয়েছেন,তাই ব্যবস্থা হয়েছে।এই এক্বীন থেকে যেনো দিল হটে না যায় সেদিকে গভীর নজরদারী করতে হবে আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে কোন পরীক্ষা আসলে যেনো ভেঙ্গে না পড়ে, ও ঈমান হারা না হয়ে যায়। ধৈর্যের বাঁধ যেনো ভেঙ্গে না যায়, সেদিকে গভীর নজরদারী করতে হবে।

""তারাই মোদের পূর্ব পুরুষ'' পারলে দেখাও এমন মানুষ""

সকলেই করবেন কুরবানী ও মুজাহাদা।কেউ করবেন জান ও সময়ের কুরবানী।

[3] সুরা হাশর ৯নং আয়াত,৫৪৭নং পৃঃ

মালওয়ালা করবেন মালের কুরবানী ।এটাই ছিলো সাহাবাওয়ালী জিন্দেগী ।এর ই বিপরীত খলফের চাবিকাঠি ।

৫। ওস্তাদ ৬ গুনে গুনান্বিত হওয়া জরুরী (১) মোখ লাছ (২) মুত্তাকী (৩) ইনসান সাজ (৪) মুত্তাবিয়ে সুন্নাত (৫) মুস্তাকিম আলা ত্বরীকে সালাফে সালেহীন (৬) এযুগের প্রচলিত ত্বরীকা থেকে বিমুখ হতে হবে।

৬। ওস্তাদ ত্বলাবাদের জেন্দেগীর হেফাজত, আওকাতের হেফাজত, আমালের হেফাজত, ফিকিরের হেফাজত করা, সর্বাবস্থায় নিজ মুরব্বীর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে মাশওয়ারা করে চলা।

৭। তালিবে ইলমদের, তালীম, তাআলুম তারবীয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে হাকিকী আলেম ও মহল গড়ার তরীকা শিখাতে থাকা।

৮। ত্বলাবা গড়ে নিয়ে তাদের দ্বারা মাদ্রাসা চালানোর ফিকির রাখা।

৯। খালেছ নসিহাতের মাধ্যমে উস্তাদ ও ত্বলেবে ইলমদের দিলে ছলফে সালেহীনদের তরীকার আজমত বসাতে থাকা। যাতে সে মওত পর্যন্ত উহার উপর জমে থেকে দ্বীনি মেহনতের জন্য তৈরি হয়।

১০। ত্বলেবে এলমদের জন্য সহীহ তালাফফুজ, ইলতেজামে ক্বেরাত, তেলাওয়াত, তাহরীরের এহতেমাম করা।

১১। চার ছবকের এহতেমাম করানো, প্রত্যেক ছবকে চার তরতীবের সাথে মেহনাত করানো। ক) ইবারাত ছহীহ করে পড়া। খ) সালিস (সহজ) সহীহ তরজমা মুখে এবং কলমে আনা। গ) তারকীবের উপর নজর রাখা। ঘ) মতলব শোনা এবং শোনানো।

১২। পড়ার সময় চার জিনিসের রেয়ায়াত এবং এহতেমাম করা। ক) গাহরি (গভীর) নজরে দেখা। খ) দিল লাগিয়ে শোনা। গ) বুঝে শুনে বলা। ঘ) গাওর, ফিকিরের সাথে শোনা এবং বলা।

১৩। ইবতেদায়ী (উর্দুখানা থেকে শরহে জামি পর্যন্ত) তালিবে ইলমদের বেশি থেকে বেশি পড়া এবং লেখার মধ্যে মশগুল রাখা।

১৪। আওছাত দারজার (শরহে বেকায়া থেকে মেশকাত পর্যন্ত) তালিবে ইলমদের বেশি থেকে বেশি গাওর ও ফিকিরের মধ্যে মাসরুফ (লিপ্ত) থেকে আমিকুন্ নজর, সারিফুল ফাহাম, ওসিয়ুল খেয়াল হাসিল করনো।

১৫। কুতুববিনী ছাড়াও সর্ব সময় কিতাবের ফিকির করা, ফছল- ফছল, কিতাব কিতাব, ফন- ফন হিসেবে মেহনত করা।

১৬। তালিবে ইলমের জন্য দুনিয়ার ফিকির এবং তায়াল্লুকাতে দুনিয়াবী তরক করা আবশ্যক এবং তায়াল্লুকাতে মাহমুদ বাড়াতে থাকা। কোনো অবস্হার উপর মুতাআচ্ছির (প্রভাবিত) না হওয়া।

১৭। নিজ নিজ মেয়েদের নিজ ঘরে লেখা পড়া করানো। ছেলেদেরকেও নিজের কাছে অথবা সালাফে সালেহীনের তরীকায় রেখে গড়ানো।

,১৮। মহল্লার মহিলাদের মাঝে মাঝে নসিহতের মাধ্যমে দ্বীনদ্বার বানানোর ফিকির করা।

১৯। প্রত্যেক কাজে (আমলে) সুন্নাত ও তারীকায়ে সলফে সালেহীনকে সামনে রাখা।

২০। দ্বীনি খেদমত করে পয়সার ফিকির না করা। মালদার ও দুনিয়াদার থেকে দূরে থাকা একান্ত জরুরী

২১। উস্তাদ, ত্বলাবা ও মুহিব্বীনদেরকে মালদার ও দুনিয়াদার থেকে দূরে থাকা শিখানো।

২২। মহল ও এলাকা গড়ার লক্ষ্যে মৌসুমী মাহফিল যথা শীতকালীন আমল, কোরবানী, শবেবরাত, রমজান, ইতেকাফ, আশুরা ইত্যাদি বিষয়ে বয়ানের ব্যবস্থা করা।

২৩। প্রতিটি ঘরে দ্বীনি পরিবেশ হয় এর জন্য মেহনত করা অর্থাৎ ১)ঈমান, ইয়াকীন ২)ইলেম ৩)আমল ৪)ইখলাস ৫)আদব আখলাক ৬)তাকওয়া ৭)তাওয়াক্কুল ৮)ছবর -ইস্তেগনা ৯)ইস্তেকামত ১০)সুন্নত নামাজ, রোজা, তেলাওয়াত, তা'লিম, সালাম, ঢিলা কুলুখ, মেসওয়াক ইত্যাদি আমল জিন্দা করার কোশেষ করা।

২৪। যারা মাদ্রাসা ছাড়া অন্যস্থানে আছেন তারাও নিজ নিজ ইলেম আমল নিয়ে ঈমান ইয়াকীন ও ইখলাছের সাথে তা'লিম- তায়ালুম, দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে সুন্নতের মহল গড়তে থাকা।

দায়েমী ফিকির, দোয়া রোনাজারীর মাধ্যমে (খুছুছান শেষ রাতে) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন থেকে উল্লেখিত উমুর গুলি অজুদে আসার ফয়সালা চাইতে থাকা।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

হাকীমুল উম্মত হযরতুল আল্লাম আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)এর মাকুলা

মাদ্রাসার মুয়াল্লিম,মুতাআল্লিম ও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং মুহিব্বীনগণ ভুল হতে বেঁচে থেকে অধিক হারে কুরআন তেলাওয়াত,তাহাজ্জুদ,পাচঁ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে তাকবীরে ঊলা সহকারে আদায় করার ইহতেমাম করবে। এবং প্রত্যেকেই সুন্নাত মুতাবিক জীবন পরিচালনা করবে। তাহলে ইনশাআল্লাহু তায়ালা লোক সমাজের নিকট হাত পেতে কিছু চাওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা তাদের দিলের ভিতর তোমাদের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন।এবং আল্লাহ তায়ালার কুদরতি খাজানা থেকে জরুরত পুরা করার তাওফীক দেবেন। ইনশাআল্লাহু তা'আলা।দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সর্বপ্রথম চেষ্টা হবে নিজে যা পারি তা নিয়ে শুরু করা।

প্রথমতঃ রাত্রে আল্লাহ তায়া’লার থেকে নেবে দিনের বেলায় বান্দাদের মধ্যে বন্টন করবে।

দ্বিতীয়তঃ ত্বলাবাদের মাধ্যমে সামান্য খেদমত নেয়া।ত্বলাবাদের খেদমতের মাধ্যমে জরুরত পুরা করার চেষ্টা কোশেষ করা বা ত্বলাবা ও অভিভাবকদের নিকট হতে কিছু আর্থিক নুসরত কবুল করা।

তৃতীয়তঃ এটাও সম্ভব না হলে অর্থ সম্পদশালী আল্লাহ ওয়ালা এমন এক জন বা দুই জনের হাতে মাদ্রাসার সকল জরুরতের ভার দিয়ে নিজে ইনহিমাকের সাথে তালীমাতে লেগে থাকবে! আর আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা ও

তাওয়াক্কুল করে ইসতেগনা আনিন নাস হয়ে চলতে থাকবে! তাহলে জরুরত আল্লাহ তায়ালাই নিজ কুদরতের মাধ্যমে পূরণ করতে তাওফীক দিবেন! ইনশাআল্লাহু তাআলা।

উস্তাদগন সকলেই আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী হয়ে সুন্নত মুতাবিক জীবন পরিচালনায় অবশ্যই ঐক্যমত পোষণ করতে হবে।

ত্বলাবাদের বিষয় যোগ্য,পারদর্শী,দূরদর্শীরূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট ও যত্নবান হতে হবে। তাই লেখাপড়ার বিষয়ে (১) প্রত্যহ সবক নিতে হবে,দিতে হবে (২) ত্বলাবাদের দ্বারা সামনের ইবারত পড়াতে হবে (৩) সবকের পিছনের আমুখতার খবরদারী করতে হবে (৪) সবকের মাধ্যমে জাহিন-ফাহিম তুলাবাদের দিল তুষ্টি রাখতে হবে (৫) দূর্বল ও জঈফ ত্বলাবাদের যোগ্য বানাতে চেষ্টা কোশেষ করতে হবে (৬) ইবারতের তরজমা,তারকীব, মাফহুম বুঝে নিয়ে নিজ ভাষায় ত্বলাবাগণ প্রকাশ করতে সক্ষম হচ্ছে কি না তার নজরদারী করতে হবে, শুধুমাত্র ত্বলাবাদের পড়িয়ে ছেড়ে দিলে চলবে না। প্রত্যেকটি তুলবে ইলেম (ক) ঈমান ইয়াকীন(খ) ইলেম (গ) আমল (ঘ) আদব-আখলাক (ঙ) ইখলাস ও (চ)সুন্নাত মোতাবেক জীবন গড়ে ও মানুষের মত মানুষরূপে গড়ে উঠছে কি না তার নজরদারী আমাকে ও আপনাকে করতে হবে। কেননা,আত্বফালুল মুসলিমীন এবং আমওয়ালুল মুসলিমীন প্রত্যেকের নিকট আমানত। সেই আমানতের যথাযথ হেফাজত করাই হলো আমার-আপনার জিম্মাদারী। হে আল্লাহ তায়ালা আপনি তাওফীক দান করুন।

امين يا رب العالمين وما توفيقي الا بالله وعليه توكلت واليه انيب

আল্লাহ তাআলার উপর অগাধ বিশ্বাস তায়াল্লুক মাআল্লাহ ও তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ অন্তরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবং ইস্তেগনা আনিন নাস হয়ে থাকতে হবে।

আমার শায়েখ হযরতুল আল্লাম মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব রহঃ বলতেন মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দ বলতে পাঁচটি গুণকে বুঝাই।

এক, আল্লাহ তায়ালার মুহাব্বত এবং ইলেমের ও ইসলামের মুহাব্বত দিলে থাকতে হয়।

দুই, রাসুল (সঃ) এর মুহাব্বত সমস্থ মাখলুকের মুহাব্বত থেকে প্রাধান্য পেতে হয়।

তিন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে আলোকিত করতে হয়।

চার, সর্বদায় দ্বীন প্রচার ও প্রসারের চিন্তায় দিল মগ্ন রাখতে হয়।

পাঁচ, সকল প্রকার কুফরী, শিরক, বেদাআত, কুসংস্কার ও

কু প্রথা হতে নিজে বেঁচে থেকে তাওহীদে খালেছের উপর গভীর বিশ্বাস রাখতে হয়। এই পাঁচ গুণে গুণান্বিত উলামাগণকে উলামায়ে দেওবন্দ বলে।

আমার শায়েখ রহঃবলেছেন, হযরত আল্লামা মুফতীয়ে আজম ফয়জুল্লাহ রহঃ বলতেন

দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য দশটি।

এক)আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা।দুই) প্রত্যেকেই আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করা।তিন)দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা।চার) ইসলামী ইলমে দ্বীন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ আলেমে দ্বীন ও দায়ীয়ে ইলাল্লাহ তৈরি করা।পাঁচ)আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশুদ্ধ আকিদা ও বিশ্বাসের বাস্তবায়ন করা।ছয়)সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) গণ ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদ্বীনের গবেষণালব্ধ কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান-বিজ্ঞান ইলমে দ্বীন চর্চার মাধ্যমে দ্বীন সংরক্ষণ এবং বিশ্ববাসীর নিকট সুন্দর ও সাবলীল পন্থায় , হিকমাত, হুসনে তাদবীর, হুসনে আখলাক ও হুসনে কালামের মাধ্যমে তা উপস্থাপনা করা।

সাত)ইসলামী তাহজীব তামাদ্দুন বা কৃষ্টি কালচার ও ঐতিহ্যের হেফাজত করা।

আট) সকল ভ্রান্ত মতবাদ ও সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারের মূলতপাটন করা।নয়) ইসলামী সহীহ আকিদা ও বিশ্বাস জন সম্মুখে তুলে ধরা।দশ) সর্বোপরি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা ও বিশ্বাসের বিশ্বাসী হয়ে ইখলাস ও একনিষ্ঠতা এবং ঈমান ও ইহতেসাব তথা সওয়াব প্রাপ্তির মনোভাবাপন্ন হয়ে ইসলাম হেফাজতের লক্ষ্যে দাওয়াত ইল্লাল্লাহ ও তালিম লি-অজহিল্লায়ে নিয়োজিত আলেমে দ্বীনের জামায়াত তৈরি করা।যারা হবে রুহবানুল লাইল ও ফুরসানুল নাহার এর ন্যায় আলেমে দ্বীন।

হযরত আল্লামা মুফতীয়ে আজম ফয়জুল্লাহ রহঃ আরো বলতেন,
তালীম-তায়াল্লুম দরস-তাদরীস ইলেম শিখা এবং শিখানো মাদ্রাসার রূহ বা জান। মাদ্রাসা বড় বড় ইমারত ও দালান কোটার নাম নয়। সহীহ তরীকায় ইলেম শিখা- শিখানো এবং সুন্নতের উপর আমল যদি গাছের নিচেও হয় তাহলে তাকেই বলে মাদ্রাসা। যেমন হয়েছিল ডালিম গাছের নিচেই দেওবন্দ মাদ্রাসা।

হযরত আল্লামাহ মুফতীয়ে আজম (রহঃ) আরো বলতেন,কিতাবের তিন চার আঁকের মাঝে যে ইলেম আছে তাই ত্বলাবাদের জেহেনে কবুল করে নিলেই যথেষ্ট,আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায়।লম্বা লম্বা তাকরীর করে ত্বলাবাদের জেহেন বিক্ষিপ্ত না করা।কেননা, এক কিতাবের হাশিয়া ও শরাহ অন্য কিতাবের মতন। আর মতন অর্থ পীঠ বা মেরুদন্ড।যার মেরুদন্ড যত বেশি শক্ত সে ততো বেশি বোঝা বহন করতে পারে। তাই উপরের কিতাবের মতনের কথা নিচের কিতাবে মুজাকারা করা, সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মুফতীয়ে আজম (রহঃ) আরো বলতেন,
১)ঈমান,এক্বীন।২)ইলেম।৩)আমল।৪)তাকওয়া।৫)
তাওয়াক্কুল।৬)সবর।৭)
ইস্তেগনা-ইস্তেকামত।৮)ইখলাস।৯)আখলাক।১০)সুন্নত। এই দশটি গুণ একত্রে সমন্বয় করে মেহনত করার উদ্দেশ্যেই দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

হযরত জী আরো বলতেন, আমাদের দেওবন্দীদের মেহনতের মাকসাদঃ- আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হাসিল করা।

বিষয়বস্তুঃ- দ্বীনি-দাওয়াত, দ্বীনি- তা'লীম,তাজকীয়ায়ে নফস আত্মশুদ্ধির মেহনত।

গায়াত-গরজ ফায়দা ও লাভঃ- সফলতা অর্জন করা।

سعادة الدارين الفوز بالجنة والنجاة من النار

দুনিয়াতে শান্তি,আখেরাতে মুক্তি।

আমার শায়েখ হযরাতুল আল্লাম মুফতি সাইফুল ইসলাম সাহেব রহঃ (হাতিয়াবী হযরত) এর বাণী

১.সব কাম হয় ছলে বলে কলে কৌশলে, ইলমে দ্বীনের মেহনত হয়না কখনও আল্লাহ তায়ালার রহমত শামেলে হাল না হলে।

২.আল্লাহ তায়ালার রহমত পেতে হলে কুরবানী,মুজাহাদা,রোনাজারী,দোয়া দুরূদ,ইস্তেগফার করতে হয় সর্বকালে।

৩.কুরবানী,মুজাহাদা, রোনাজারী,দোয়া দুরূদ ইস্তেগফার এই উম্মতের সফলতার হাতিয়ার।

৪.সফলতা বলতে বোঝায় দুনিয়াতে শান্তি,আখেরাতে মুক্তি এটাই সকল আমলের ফায়দা বা লাভ।

৫.আমাদের সকল মেহনতের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন।

৬.প্রত্যেক আমলের বিষয়বস্তু আমল অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে,তবে সব আমলেরই মাকসাদ বা উদ্দেশ্য একটি,আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

৭.যেমন দ্বীনের বিষয়বস্তু দাওয়াত,তালীম,তাজকীয়া আর দাওয়াত তাবলীগের বিষয়বস্তু ৬টি ১.গাশত২.দাওয়াত ৩. তা'লীম ৪.মাশওয়ারা ৫.তাশকীল ৬.খুরূজ।

আর মাদ্রাসা ওয়ালাদের তা'লীমের বিষয়বস্তুও ৬টি

১.সবক নিতে হবে দিতে হবে।

২.ত্বলাবাদের দ্বারা সামনের ইবারত পড়াতে হবে।

৩.পিছনের লেখা পড়ার খবরদারী করতে হবে।

৪.সবকের মাধ্যমে জাহীন ফাহীম ত্বলাবাদের দিল তুষ্টি রাখতে হবে।

৫.দূর্বল ও জয়ীফ ত্বলাবাদের উঠাতে চেষ্টা কোশেষ করতে হবে।

৬.প্রত্যেক ত্বলেবে ইলেম ইবারতের তরজমা,তারকীব,মাফহুম বুঝে নিয়ে ত্বলাবাগণ নিজ ভাষায় বলতে পারছে কিনা তার নজরদারী করতে হবে।যেটাকে এক কথায় বলা হয়ঃ

فہمیدہ خوانید و ضبط کنید

ফাহমীদাহ খানেদ ও জ্ববত কুনেদ। অর্থাৎ বুঝে বুঝে পড়ুন এবং ইয়াদ রাখুন।

হাতিয়ার হযরত রহঃ আরো বলেছেন, মুফতিয়ে আজম সাহেব রহঃ **বলতেন,**লেখাপড়া মাদ্রাসার রূহ বা জান,জান না থাকলে যেমন বেঁচে থাকে না তদ্রুপ লেখা পড়া না থাকলে সেটাকে মাদ্রাসা বলা চলে না। তাযকীয়ে নফস বা আত্মশুদ্ধির মেহনতের বিষয়বস্তুও কমপক্ষে ৬টি। ১.ঈমান-ইয়াকীন ২.তাকওয়া ৩.তাওয়াক্কুল ৪.ইখলাস-আখলাক্ব ৫.সবর ও ইসতেক্কামাত ৬. সুন্নত।

দাওয়াত ওয়ালাদের মেহনতের ময়দান-৩ দলের মাঝে-বেদ্বীন/দ্বীন হীন,বদ দ্বীন ও বে-ত্বলব ব্যক্তি বর্গ ৩ মহলে-ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন,সামাজিক ও রাষ্টীয় জীবন এবং কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সকল উম্মত অর্থাৎ সর্বদায় তাদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে মেহনত করতে থাকা।

তা'লীম ওয়ালাদের ময়দানঃ বা-ত্বলব ব্যক্তি বর্গ অর্থাৎ ত্বলেবে ইলেম তথা তাদের সঙ্গেই সর্বদায় লেগে থেকে মেহনত করে নিজের এবং ত্বলাবাদের ঈমান-ইয়াকীন, ইলেম,আমল, এখলাস, আখলাক্ব, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল,সবর ইস্তেক্বামাত ও সুন্নতের উপর অটল ও পারদর্শীরূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া।

আর তাযকীয়ে নফস বা আত্মশুদ্ধি তথা পীর-মাশায়েখদের মেহনতের ময়দান সকল উম্মতে মুহাম্মাদী অর্থাৎ বেদ্বীন/দ্বীনহীন,বদ দ্বীন,বে'ত্বলব,বা'ত্বলব এবং কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সকল উম্মত ।তাই যিনি যখন যেই ময়দানে মেহনত করবেন তার বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে মেহনত করলে মেহনতের মাধ্যমে পরিপূর্ন ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবো ।ইনশা আল্লাহ তায়ালা।

মাসলাকুস্ সুন্নাহ তথা মাসলাকে মুফতীয়ে আজম অর্থাৎ মেখল-হাতিয়া মাদ্রাসার নিজস্থ কিছু বৈশিষ্টতা ও মূলণীতি আছে যা কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী এবং দেওবন্দের মূলণীতির সাথে মিল রেখে যেটা মূলণীতি অষ্টকের বর্ধিত অংশ বলে তথায় লেখা আছে। এবং আরো কিছু ণীতি মালা যা নিম্নরুপ জামা. টুপি.পাগড়ী.লুঙ্গী.দাঁড়ী.মেসওয়াক.ঢিলা কুলুখ.অবশ্যই সুন্নাত মুতাবেক হতে হবে। লেখা পড়ার জন্য উর্দূ খানায় কমপক্ষে ২৭ খানা কিতাব ভাল ভাবে পড়ে উর্দূ ভাষার উপর যোগ্যতা অর্জন করে মাস'আলা বুঝে নিয়ে ফার্সি খানায় তারাক্কী নিবে এরপর ফার্সি খানার ফার্সি পহলী.মাসদারে ফুয়ূজ.তাইসির ইত্যাদি কিতাব গুলো পড়ে ফার্সিভাষার উপর যোগ্যতা অর্জন হলে মিজান-মুনশায়িব কিতাব হাতে নিবে, এবং মিজান মুনশায়িবের মতন পড়তে ও তাকরার করার যোগ্য হয়ে যথাসম্ভব সহীহ ও তালীলের সিগা বুঝতে ও বলতে পারলে এবং তার সাথে গুলিস্তা.বোস্তা.মালাবুদ্দা মিনহু. পড়ে নিবে! এরপর নাহুমীর কিতাব শুরু করবে, নাহুমীর.জুমাল.তাতিম্মা.খুলাছা.ও শরহে মিয়াতে আমেল ইত্যাদি কিতাব পড়ার পর হেদায়াতুন্নাহু অগাইরা কিতাব পড়ে কাফিয়া জামাতে তারাক্কী নেবে ।তবে লক্ষনীয় বিষয় প্রত্যেকটি ত্বলেবে ইলেম যেন আরবী ইবারত

ইরাব দিতে পড়তে সক্ষম হয় ।এবং ইবারতের তরজমা তারকীব মাফহুম বুঝে নিয়ে নিজ ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয় ।এভাবেই শরহে জামী ,শরহে বেকায়া,হেদায়ায়ে আওয়ালাইন ,হেদায়ায়ে আখেরাইন,জামাত গুলো ভালো ভাবে যোগ্যতা অর্জন করে -করে পড়বে এরপর মেশকাত ও তাকমীলের জামাতে অংশ গ্রহণ করতে আশাবাদি হবে ।এটাও স্মরন রাখবে যে কমপক্ষে দশ প্রকার মালুমাতে যোগ্যতা ও পারদর্শীতা অর্জন ব্যতিত তাকমীল বা দাওরায়ে হাদিস শরীফে অংশ গ্রহণ করা পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। নাম কেনা ছাড়া আর কি হতে পারে?

দশ প্রকার মালুমাত তথা :-১ ।ইলমুল ক্বিরাত ২ ।ইলমুল লুগাত ৩ ।ইলমুস ছরফ ৪ ।ইলমুন নাহু ৫ ।ইলমুল মানতিক ৬ ।ইলমুল হিকমাত ৭ ।ইলমুল হিসাব ৮ ।ইলমুল আকাইদ ৯ ।ইলমুল উসুল , অর্থাৎ উসুলে ফেকাহ ,তথা কমপক্ষে উসুলে শাশী,নুরুল আনোয়ার, কিতাব পড়ে বুঝে নিবে ১০ ।উসুলুল হাদীস তথা কমপক্ষে নুখবাতুল ফিকার কিতাব টি পড়ে এবং বুঝে নিয়ে ,এর পর তাকমীল/দাওরায়ে হাদীসে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করবে। তবেই দ্বীনের হাকিকত বুঝতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ তায়ালা। এর পরে ত্ববীল সময় খরচ করে,বড়দের সোহবতে লেগে থেকে দারুল মোতালাআয় সময় দিয়ে হাদীস,তাফসীর,ফেকাহ,ফতুয়া,ফারায়েজে যোগ্যতা পারদর্শীতা দূরদর্শীতা অর্জন করে বিশ্বস্থ বলে গন্য হতে পারলেই দ্বীন -ঈমান রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায়,

এই সাথে মুফতীয়ে আযম (রাঃ)এর লিখিত রেসালা গুলো সদা সর্বদায় মোতালাআয় রাখতে চেষ্টা করা। তন্মধ্যে হতে

- حق کی رہنمائی ٢ اصلاح النفوس ٣پیروی سنت ٤ ادعیۂ ماثورہ ٥ طریقۂ نیت ٦ اظہار المنکرات الشائعہ فی المدارس و الجلسات الرائجہ

আরো অন্যন্ন রেসালা গুলো মোতালাআয় রাখা। এবং হাকীমুল উম্মাত হযরাতুল আল্লাম আশরাফ আলী থানবী (রা)এর লেখা العلم والعلماء কিতাব টি মোতালায়া করা ।সেই সাথে ইমাম আযম(রা)এর হায়রাত আনগীঝ ওয়াকিয়া

-কিতাব টি এবং ইমাম আযমের নসিহাত এক বিশিষ্ট শাগরেদের উদ্দেশ্যে কিতাব টি মুতালায়া করা।

দ্বীন ধরে রাখার লক্ষে প্রত্যাহ ফাজায়েলে আমল ,ফাজায়েলে ছাদাকাত,হায়াতুস সাহাবা,থেকে কিছু অংশ মুতালাআয় রাখা।

মুদ্দা কথা :- সকল বিষয়ের উপর যোগ্যতা অর্জন করা ব্যতিত দাওরায়ে হাদীসে অংশ গ্রহণ করা বৃথা। এজন্য ই দেওবন্দ দারুল উলুমে বলা হতো ,দাওরায়ে হাদীসের জন্য সুল্লাম ,মাইবুঝি,কিতাবদ্বয় মাওকুফ আলাইহি।

মেনওয়াল গঠন তন্ত্র ও সংবিধান

আদব আখলাকের বিষয়ে মাসলাকুস সুনান তথা মোখল ও হাতিয়া ত্বরজের মাদ্রাসার উসুল সমূহ

(১) সুন্নত মুতাবিক জীবন গড়তে হবে এবং সুন্নত মুতাবিকই জীবন পরিচালনা করতে হবে। বেদয়াত পরিহার করতে হবে। তথাঃ কুফরী, শেরেকী, হারাম, মাকরুহে তাহরীমি, মাকরুহে তানঝীহি, খেলাফে আওলা, খেলাফে শারাহ, এমনকি বর্তমান জামানায় মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত বড় বা ছোট মোবাইল এন্ড্রোয়েড সেট ব্যবহার নিষিদ্ধ। এরপরও কারো হাতে বা কোথাও ধরা পড়লে ফেরৎ তো পাবেই না বরং কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।কোন প্রকার অভিযোগ গ্রহনযোগ্য নহে!

(২)'কুরবানী, মোজাহাদা, চোখের পানি,থাকায় কষ্ট, খাওয়ায় কষ্ট, শত মসীবত। হবেই সুনিশ্চিত।

(৩) বৎসরের শুরুতে মাদ্রাসায় আসার পরে সর্বপ্রথম কাজ হলো উস্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা।

(৪) رسم الداخلة (ভর্তি ফি) বিদ্যুৎ বিল رسم الامتحان (পরিক্ষার ফি) পরিশোধ করা। একেবারে সম্ভব না হলে উস্তাদের সাথে পরামর্শ করিয়া দরখাস্ত জমা দেওয়া।

(৫) মোবাইল ফোন, সিম কার্ড, মেমরী কার্ড, ইত্যাদি ব্যবহার না করা। কেহ সাথে আনিয়া থাকিলে, উস্তাদের কাছে তাহা জমা দেওয়া।

(৬) মাদ্রাসা কর্তৃক নির্ধারিত মোবাইল, জরুরত ঘর, কুতুবখানা, বিকাশ ইত্যাদি থেকে জরুরত পুরা করা। বাজার ঘাট ও মাদ্রাসার বাহিরের দোকান পাটে না যাওয়া।

(৭) মাথার চুল চেঁছে (টাক) করা ছোট করে রাখা। সেলুন বা অন্য কোথাও না ছাঁটা। মোঁচ ছেঁটে রাখা ও হাত পায়ের নখ কেটে রাখা।

(৮) নির্ধারিত পাঁচ আমল তথা ১. মেসওয়াক ২.পাগড়ী ৩.তাহাজ্জুদ ৪.তাকবীরে উলা ৫.কুরআন তেলাওয়াত গুরুত্ব সহকারে আদায় করা। বাড়ী হোক বা মাদ্রাছা সর্ব জায়গায় মাসজিদে জামাতে উপস্থিত থাকা।

(৯) অন্য মাদ্রাসার দোষ ও খারাপী আলোচনা না করা।

(১০) ছোট-বড় তমীজ তথা পার্থক্য করে চলা। ছোট ছেলে নিজের জিম্মাদারীতে না থাকলে, তার সাথে কথা না বলা।

(১১) দাড়ি না উঠলে আতর-সুরমা, কালো পাগড়ী ইত্যাদি ব্যবহার না করা।

(১২) মাদ্রাসায় কোন প্রকার রাজনীতি দলাদলি ইত্যাদি না করা।

(১৩) মাদ্রাসায় রাজনৈতিক কোন আলোচনা না করা। প্রচলিত কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জড়িত না হওয়া। এবং তাঁদের মিছিল- মিটিং ইত্যাদিতে যোগদান না করা।

(১৪) টিভির ঘরে, বাইস্কোভে, কন- সার্টে, বা কোন প্রকার খেলা - ধুলায় অংশগ্রহন করা কঠিন অপরাধ।

(১৫) পেপার-পত্রিকা ইত্যাদি না পড়া।

(১৬) হাতে ঘড়ি, ব্যচলেট ইত্যাদি ব্যবহার না করা।

(১৭) খারাপ নেশাদার দ্রব্য ব্যবহার না করা।

(১৮) পরস্পর হাসি-তামাসা, অযথা গল্প গুজব ও অশ্লীল কথাবার্তা আলোচনা না করা।

(১৯) সাধারণ পাঁচকলি টুপি পরিধান করা।

(২০) অত্র মাদ্রাসায় পড়াশুনাকালীন অন্য কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে লেখা পড়া অথবা তথায় রেজিষ্টার হয়ে পরিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা না করা।

(২১) সব সময় মাথায় পাগড়ী রাখার চেষ্টা করা। বিশেষত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় (অবশ্যই) ব্যবহার করা।

(২২) কলার, উপরের পকেট, টিকেন, ও হাতের কফ, বিহীন نصف ساق তথা পায়ের অর্ধেক গোছা পর্যন্ত জুব্বা পরিধান করা।

(২৩) লাল রুমাল এবং মাফলার ব্যবহার না করা।

(২৪) লাল ও হলুদ রঙ্গের কোন প্রকার পোশাক ব্যবহার না করা।

(২৫) স্যান্ডোগেঞ্জি, কলারওয়ালা গেঞ্জি, কোন কিছু লেখাকৃত গেঞ্জি, ব্যবহার না করা।

(২৬) অনুমতি ছাড়া মাদ্রাসার সম্পদ যেমন, কুতুবখানার কিতাব, গাছের ফল, পুকুরের মাছ ইত্যাদি না ধরা।

(২৭) অন্যের মাল অনুমতি ছাড়া না ধরা এবং ব্যবহার না করা।

(২৮) বৃহস্পতি, শুক্র, শানি ও সোমবারে, ত্বলাবা গন কোন খেদমতের ফিকির না করা। তবে হাংগামী খেদ- মত (তথা কারণবশতঃ হঠাৎ কোন খেদমত) হইলে ভিন্ন কথা।

(২৯) (মৌখিক ছুটি নিলে চলবে না) বরং দরখাস্তের মাধ্যমে ছুটি নিতে হবে।

(৩০) মাদ্রাসার বাহিরে কোন দুষ্ট ও বকাটে ছেলেদের সাথে সম্পর্ক না রাখা।

(৩১) নয়টার পর হতে আছর পর্যন্ত কোন انفرادي তথা একাকী আমল না করা (বরং দরস এবং সাথীদের সাথে তাকরারে মশগুল থাকা)।

(৩২) সকল ত্বলেবে ইলেম দাওয়াতের নিসবতে কমপক্ষে আধা ঘন্টা সময় (১০ মি:মাশওয়ারা, ১০ মিঃ তালীম, ১০ মিঃ দাওয়াতে) ব্যয় করা।

(৩৩) মাদ্রাসা থেকে নির্ধারিত সময়ে ঘুম, রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া, গোসল ইত্যাদি জরুরত পুরা করতে চেষ্টা করা

(৩৪) বিনা অনুমতিতে মাদ্রাসা থেকে বাহির না হওয়া।

(৩৫) উসতাদদের ইজাযত (অনুমতি) ছাড়া মাদ্রাসা থেকে কোন দেশী বা সাথীর জায়গীরে অথবা বাড়িতে যাওয়া ও নেওয়ার অনুমতি নেই।

(৩৬) উস্তাদের অনুমতি ব্যতীত একে অপরের নিকট কোন কিছু ক্রয়-বিক্রয়, হাওলাত নেওয়া-দেওয়া, হাদিয়া লেন- দেন ইত্যাদি না করা।

(৩৭) জায়গীরের সাথীরা সকাল নয়টার পূর্বে মাদ্রাসায় উপস্থিত থাকা এবং আছরের নামাজের পূর্বে জায়গীরে না যাওয়া।

(৩৮) নির্ধারিত স্থান থেকে সাইকেল ব্যবহার করা।

(৩৯) জায়গীরের জিম্মাদারকে পরিপূর্ণ- ভাবে মেনে চলা।

(৪০) বাড়ি থেকে সরাসরি মাদ্রাসায় আসা। এবং উসতাদের সাথে সাক্ষাৎ ব্যতীত জায়গীরে না যাওয়া।

(৪১) জায়গীর খাছ বা নির্দ্দিষ্ট না করা, জায়গীরের সাথে দিল না লাগানো। বাড়ি থেকে কোন কিছু এনে নির্দৃষ্ট বাড়িতে না দেওয়া, এবং বাড়ির জন্য কিছু দিতে চাইলে তাহা গ্রহন না করা।

(৪২) বাড়ি, থেকে কেউ আসিলে জায়গীরে না নেওয়া (যেমন বাবা, ভাই, মা, ইত্যাদি) অনুরূপ ভাবে জায়গীর বাড়ির কাহাকেও নিজ বাড়িতে না নিয়ে যাওয়া।

(৪৩) জায়গীরের জিম্মাদারী كما حقه তথা পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করা।

(৪৪) মক্তবের ছাত্র ছাত্রীদেরকে না মারা। বড় মেয়েদেরকে জিম্মাদারীতে না রাখা।

(৪৫) জায়গীর পরিবর্তন হলে খুশি- মনে মেনে নেওয়া। পারিশানী না হওয়া। দিলে কষ্ট না আনা।

(৪৬) জায়গীরে কাপড় ধৌত না করা। গোসল না করা।

(৪৭) কোন ধরনের নবেল-নাটক ইত্যাদি বই পুস্তক উপন্যাস, এবং বাংলা জিহাদী রিসালাহ কাছে না রাখা হ্যাঁ উস্তাদগণ কোন রিসালাহ অধ্যয়ন করতে বললে তা রাখা যেতে পারে।

(৪৮) প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে সুন্নতের অনুসরণ করা। এবং উসতাদের মানশা তথা চাহিদা তালাশ করা। ও তার পরামর্শ অনুযায়ী চলা।

(৪৯) সর্বশেষ কথা উসতাদের পরামর্শ ব্যতিত মন গড়া চলা ফেরা না করা।

(৫০) সবার আগে সালাম দেওয়ার চেষ্টা করা।

(৫১) মুরুব্বিদের সম্মান করা, ছোটদের প্রতি জুলুম না করা, এবং বড়দের সাথে বেয়াদবী না করা।

(৫২) বাড়ীতে গেলে পিতামাতার খেদমত করা।

(৫৩) কাউকে কষ্ট না দেওয়া, ধোকা না দেয়া, কারো ক্ষতি না করা, সত্য কথা বলেও ভেজাল না বাঁধানো মিথ্যা কথা তো বলবোই না একজনের কথা অন্য যায়গায় লাগবো না, নালিশ দেবোওনা নালিশ শুনতেও যাবো না, যার জিম্মাদারী সেই আদায় করবে। অন্যের জিম্মাদারী নিয়ে টানা হেছড়া করবো না।

(৫৪) রাস্তায় চলা কালীন রাস্তার আদব মেনে চলা। রাস্তার আদব দশটি ১.নিচে নজর ২.ডান পার্শে, ৩.জিকির ও ৪.ফিকির ৫.নাহী আনিল মুনকার ৬.সালাম সবে লবো দিব ৭.রাস্তার উপর কষ্টের জিনিষ সরাব কুড়াই, ৮.লোক দেখিয়া সালাম দিবো ৯.করবো মুসাফাহ ১০.খোশ আলাপে মুয়ানাকা ঝরবে গুনাহ সফ সফা।

বি:দ্র:- ডান দিকে চলতে অসুবিধা হলে সরকারী নিয়মে সতর্ক হয়ে চলবে। আরাম ভোগে নিজে ঠকে থাকবো অপরকে প্রাধান্য দেবো তবেই আল্লাহতায়ালার রহমত শামেলে হাল হবে ইনশাআল্লাহু তায়ালা।

তিন যায়গা হতে অর্থ গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকলে ভালো হয়

১। সরকারী অনুদান গ্রহণ না করা।

২।বিদেশী সংস্থা থেকে অনুদান গ্রহণ না করা।

৩। শিল্পপতি, কোটিপতি হতে অনুদান গ্রহণ না করা। আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত কারো নিকট নিজের অভাব ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করবেনা। আল্লাহ তায়ালার উপর ভরষা করে নিজ জিম্মাদারী আদায় করতে থাকা। আল্লাহ তায়ালার গায়েবী খাজানা থেকে আল্লাহ তায়ালার রহমতে আল্লাহ তাআলাই জরুরত পুরা করার তাওফীক দান করবেন। ইনশাআল্লাহ তায়ালা

তবে গরীব, ফকির,হালাল উপার্জনকারী দ্বীন-দার, জনসাধারণ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হাদিয়া স্বরূপ কিছু পেশ করলে তা গ্রহণে কোনই দোষ নেই। কিন্তু নাম কেনার উদ্দেশ্যে কেউ কিছু দান করতে আসলে তথা থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরি।

(৩) সর্ব শেষ আমল কোন বৈঠক থেকে উঠতে মুখে মুখে এই দুয়া পড়তে হয়।হাত উত্তোলন ব্যতিত

سبحا نك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

উক্ত দোয়া মাজলিসের কাফফারা:-কোর আন মাজীদে আছে

وسبح بحمد ربك حين تقوم سورة الطور ـ ٤٨

অর্থ আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষনা করুন।যখন আপনি বৈঠক হতে উঠবেন।এই আয়াত ও হাদীস শরীফের আলোকে বিভিন্ন তাফসীর বিদগন বলেছেন যথা

হযরত মুজাহিদ ও আবুল আহওয়াস (রাঃ)বলেন حين تقوم শব্দের অর্থ যখন দন্ডয়মান হবেন। এর অর্থ এই যে যখন কেউ যে কোন মজলিস থেকে

উঠবেন,তখন ই উক্ত দোয়া পাঠ করতে করতে উঠে দাড়াবেন (ইবনে কাসীর)

এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি যে কোন মুজলিস ত্যাগ করার পুর্বে উক্ত দোয়া পাঠ করবেন। আল্লাহ তায়ালা ঐ মাজলিসের সকল ভুল ক্ষমা করে দিবেন।

১। তিরমিজী শরীফ হাদিস নম্বর ৩৪৩৩ /২খন্ড /১৮১ পৃঃ

২।আবু দাউদ শরীফ হাদিস নম্বর ৪৮৫৯/২খন্ড /৬৬৭পৃঃ /

উক্ত আয়াত ও হাদীস শরীফের আলোকে মাজলিস শেষে ওয়াজ মাহফিলের শেষে সম্মিলিত শেষ মুনাজাত হাত উত্তোলন পূর্বক বেদয়াত প্রমানিত হলো

وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

আজীব নসিহাত সব থেকে ক্ষতিকর বস্তু

১। আহমক ,নাদান,অগ্য ব্যক্তির সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া।

২।গুনাহে লিপ্ত থাকা ও তাওবা না করা।

৩। দ্বীনি সংশ্রবের তুলনায় মেয়েদের সাথে বেশি বেশি সময় ব্যয়করা।

৪। আল্লাহ তায়ালার থেকে গাফেল ব্যক্তি বর্গদের সংস্পর্শে সময় খরচ করা।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকল কে এসব ভুল থেকে রক্ষা করুন।

এ মাদ্রাসার মেহনত হবে। অর্থাৎ সুন্নাত ধরে রাখা এবং বেদ'য়াত মুছে দেওয়ার মেহনত! সুন্নাত বলতে সর্ন যুগে যে সকল নেক আমল চালু ছিলো সে গুলোকে ধরে রাখা! আর বেদ'আত বলতে সর্ন যুগের পর হতে নেক আমলের নাম দিয়ে সওয়াব হাসিল করার উদ্দেশ্যে যে আমল করা হয় অথচ তা স্বর্ন যুগে ছিলো না।যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর জুম্আ ও দুই ঈদের

পর ওয়াজ মাহফিলের শেষে মৃত ব্যক্তির জানাজা ও দাফনের পর সম্মিলিত মুনাজাত স্বর্নযুগে ছিলো না। তাই ইহা বেদ'আত ও বর্জনীয়! [4]

এ মাদ্রাসার বিষয় বস্তু হবে দ্বীনের জন্য যে তিনটি বিষয় বস্তু আছে হুবহু তাই অর্থাৎ দাওয়াত তা'লিম ও তাজকীয়ার মেহনত কে সমন্বয় করে নিয়ে চলবে এমন নয় যে এখানে এসেছি ইলেম শিখতে আমল করবো বাড়ী যেয়ে এমন কথা এ মাদ্রাসায় চলবে না।বরং পূর্বে বর্ণীত সকল গুন সমূহ মাদ্রাসায় পড়তে কালীন সময়ে হাসিল করতেই হবে ইনশাআল্লাহু তা'য়ালা

উস্তাদগণের উদ্দেশ্যে জরুরী নসীহত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم -اما بعد

০১. পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে দ্বীনি খেদমতের জিম্মাদারী পালন করা।

০২. মীরাছে ইলমে নবুওয়াতের জিম্মাদারী আদায়ে নিজেকে অযোগ্য জ্ঞান করে, অযোগ্য মনে করে যথাযথ আদব আমানত দারী রক্ষা করা।

০৩. ত্বলাবাদের প্রতি অন্তরে সদা নবীওয়ালা দরদ জাগ্রত রাখা।

০৪. ত্বলাবাদেরকে নিজ সন্তানের ন্যায় বরং তদাপেক্ষা অধিক স্নেহ-মমতা অন্তরে পোষন করা।

০৫. ত্বলাবাদের সর্ব বিষয়ে যোগ্য থেকে যোগ্যতর করে গড়ে তুলতে জান প্রাণ মেহনত করা।

০৬. মনে মনে এই দোয়া করতে থাকা যে, হে আল্লাহ এদেরকে আপনি আমার অপেক্ষা অধিক যোগ্য করুন।

০৭. মনে মনে এই চিন্তা করা যে, এসব ত্বলাবা আমার ঈমান,ইক্বীন,ইখলাস,আখলাক,,তাকওয়া , তাওয়াক্কুল,সবর,ইস্তেকামত, সুন্নত,ইলম,আমল,জিন্দা থাকার অছিলা স্বরুপ।

[4] যথা:- মেশকাত শরীফ ১৯৬ পৃষ্ঠা ২ নং টিকা মুসলিম শরীফ ১নংখন্ড ২১৮পৃঃ ৫৯১-৫৯২ হাদিস

০৮. এটাও মনে আশা রাখা যে, হতে পারে এরা আখেরাতে আমার নাজাতের অছিলা হবে এবং সদকায়ে জারিয়ার ফায়দা দিবে।

০৯. মুতালাআহ করে সবক পড়ানোকে ওয়াজিব মনে করা। অনুরুপভাবে জাতি আমল' তথা তেলাওয়াত, জিকির, অজিফা, তাহাজ্জুদ, এশরাক, মাসনুন দোয়া ও মুনাজাতে মকবুল প্রভৃতির উপর প্রত্যহ গুরুত্ব সহকারে আমল করা, কারণ নিজের তাকওয়া, ইত্তেবায়ে সুন্নাত ও আমলের তা'ছীরে তা'লীম নুরান্বিত হয়।

১০. রোগাগ্রস্থ মায়ের দুধ পানে সন্তান যেমন রোগাগ্রস্থ হয় তেমন রুহানী বা গোনাহের রোগে বেশুযূরী হাইছিয়াতে উস্তাদের পাঠ গ্রহণে ত্বলবাগন ও উক্ত সব গোনাহের রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। কারণ উস্তাদ যদি অহংকারী হয় তবে ত্বলাবাও হয় অহংকারী হয়। উস্তাদ গীবতের দোষে দোষী হলে ত্বলাবাও হয় গীবতকারী হয়। উস্তাদ হিংসুক হলে ত্বলাবা ও হয় হিংসাকারী হয়। উস্তাদ কু-দৃষ্টির রোগী হলে ত্বলাবা ও হয় কু-দৃষ্টির রোগে আক্রান্ত হয়। পক্ষান্তরে উস্তাদ যদি মুত্তাকী, সুন্নাতের অনুসরণকারী, বিনয়ী, প্রশস্ত দিলের অধিকারী, অন্যের স্বার্থকে প্রাধান্য দানকারী হয়,তাহলে ত্বলাবা ও এসব গুণে গুণান্বিত হয়। মোট কথা উস্তাদের দোষ-গুণ ত্বলাবাদের মাঝে সংক্রামিত হয়ে থাকে। কাজেই প্রত্যেক উস্তাদের জন্য জরুরী যে, নিজেকে গোনাহ মুক্ত রেখে অন্যকে ইলমে নবুওয়াতের শিক্ষা দান করা। তাওবা ,তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়া বা নিজের নফসের এসলাহে যত্নবান হওয়া।

১১. আপন এসলাহে নফসের জন্য নিজ শায়েখ ও মুসলেহের নিকট হালাত জানানো। তার পরামর্শ মুতাবেক আমল করা এবং নিয়মিত অবসর বা ছুটির সময় তাঁর সোহবত থেকে ফায়দা ও রুহানী শক্তি অর্জন করতে চেষ্টা কোশেষ করা।

১২. ত্বলাবাদের দিন-রাত কি ভাবে কাটছে, তারা ঠিকমত লেখাপড়া করছে কিনা ।কোনো প্রকার গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে কিনা, বিশেষ করে এশকে মাজাঝী বা সমকামিতার অভিশাপে আক্রান্ত কিনা এসব বিষয়ে তদারকি করাকেও নিজ গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারী মনে করা।

১৩. উস্তাদগণ সকলেই এক দেহ- এক মন তথা رحماء بينهم এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি হিসেবে পরস্পর মিল-মুহাব্বতের সহিত থাকা। একজন অন্যজনের জন্য হবেন দরদী, হিতাকাঙ্খী এবং অপরের স্বার্থকে প্রাধান্য দানকারী। কিবির ও হাসাদ সম্পূর্ণ রুপে পরিহার করে চলা আবশ্যক। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরস্পরে পরামর্শ করে চলা এবং পরামর্শের ফয়সালাকে অবশ্য পালনীয় মনে করা। তাহলেই আমাদের মাদরাসাগুলি হবে আসহাবে সুফ্ফার এক উজ্জ্বল নমূনা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমলের তাওফীক দান করুন, আমীন।

ربّ زدني علما

অর্থঃ- হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।[5]

وَاتَّقُوا الله وَيُعَلِيكُمُ الله والله بِكُلِّ شَيٍ عَلِيمٌ

অর্থঃ- আল্লাহকে ভয় কর তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সব কিছু জানেন[6]

দ্বীন

পূর্নাঙ্গ দ্বীন বলতে বুঝায়

ঈমানাত :- আল্লাহ তাআলার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে রাখা।
ইবাদাতঃ-আনুগত্য করা। **মুয়ামালাত :-** লেনদেন - হালাল রুজি গ্রহণ করা।
আদাব-আখলাক :- মুয়াশারাত হুকুকুল ইবাদ - আচার আচারন ও সুব্যবহার। **তাযকীয়াতুন নফস :-** আত্মশুদ্ধি লাভ করা

মাদরাসা

তথা খালেছ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে পরিপূর্ণ দ্বীনের ইলেম শিক্ষা দেওয়া হয়। তথা ঈমানের ইলেম, সুন্নাত তরীকার ইবাদাতের ইলেম, মুয়ামালাত,, রুজী-রোজগারের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের ইলেম, মুআশারাত আচার

[5] সুরা ত্ব-হা আয়াত নং ১১৪
[6] সুরা বাকারা আয়াত নং ২৮২

ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমস্ত মাখলুকের হক্ব কী, তার ইলেম, এবং দিল ও নফসের ক্ষেত্রে আত্মশুদ্ধির যাবতীয় ইলম। ইলমে দ্বীন, একজন আদর্শ ইলেম পিপাসু তথা পরিপূর্ণ দ্বীনি ইলেমের প্রতি আসক্ত ত্বলাবাকে

হাকীকি ইলেমের নূর হাসিলের লক্ষ্যে নিমোক্ত তিন ভাবে মেহনত করতে হবে।

অর্জনের পথ

১.নিয়ত ঠিক করবে কেন ইলম শিখবে? এবং একজন তালীমী মুরুব্বী নির্ধারণ করাকে জরুরী মনে করবে।

২. পুরা জীবনই কুরআন শরীফের নিম্নে বর্ণিত ৪টি হক্ব আদায় পূর্বক নিয়মিত তেলাওয়াত করবে।

৩.রাসূলুল্লাহ (স) এর নিম্নে বর্ণিত ৪টি হক্ব আদায় পূর্বক সমস্ত কাজ সুন্নাত তরীকা মুতাবেক করবে ও সকল মাসনুন দোয়া সমূহের আমল করবে।

৪.হিম্মতের সাথে সমস্ত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, এবং হাকীকী ইলম অর্জনের জন্য দিল থেকে দোয়া করবে।

৫.নিয়মিত সামনের পড়া মুতালায়া করে সবকে যাবে। এবং মনোযোগ সহকারে সবক শোনাকে জরুরী মনে করবে।

৬. নিয়মিত তাকরার করবে, এবং হিম্মত ও মুজাহাদার সাথে পড়া মুখস্থ করার আপ্রান চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।।

সংরক্ষণের পথ

১. কু-দৃষ্টি বর্জন করবে। ২.কু-ধারনা বর্জন করবে। ৩.কু-কথা বর্জন করবে। ৪. দাড়ী কাটা ছাটা বর্জন করবে। ৫. দিলের গুনাহ বর্জন করবে। ৬.টাখনুর গুনাহ বর্জন করবে তথা কাপড়, পায়জামা, জামা, কখনোও জেনে ইচ্ছা পূর্বক টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরীধান করবেনা।

উন্নয়নের পথ

১. আজীবন তাহাজ্জুদ আদায় করবে। ২.আজীবন তেলাওয়াত চালু রাখবে।

৩. আজীবন জিকির অব্যাহত রাখবে। ৪.আল্লাহ পাকের গভীর মুহাব্বত অর্জন পূর্বক দিলকে তাঁর মুহাব্বতে সর্বদা ডুবিয়ে রাখবে। ৫.সমস্ত কাজে আল্লাহ পাকের উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করবে। ৬.নিমোক্ত তিন ভাবে আজীবন সবর করবে।

١ ـ الصبر على الطا عات ـ ٢ ـ الصبر على المعصية ـ ٣ ـ الصبر على البلايا

১. মেহনত মুজাহাদায় ও ইবাদত করতে সবর ধরবে।২. গুনাহ বর্জনে সবর ধরবে,তথা গুনাহ করবেনা।৩. বালা-মসিবতে. সবর ধরবে, তথা বিচলিত ও পারিশানী হবেনা। বরং দিলে দিলে ধারনা করবে যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে উচ্চমাকাম দান করবেন তাই এই পরীক্ষা নিচ্ছেন।কেননা পরীক্ষা ছাড়া কাউকে পাশ করানো হয়না।

আল্লাহর তা'আলা**র হক ৪টি।** ১. ঈমানাত ২. ইবাদাত ৩. হালাল রুজী ৪. আত্মশুদ্ধি।

কিতাবুল্লাহর হক ৪টি। ১. ইজ্জত ২. মুহাব্বত ৩.তেলাওয়াত ৪.আহকামের হেফাজত।

রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) এর হক ৪টি। ১. জীবনী জেনেরাখা ২. মাসনুন দোয়া মুখস্থ করা। ৩. সুন্নাত মোতাবিক সমস্ত আমল করা। ৪. দুরুদ ও সালাম পাঠকরা। যেমন সলাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়া।

শায়েখের হক ৪টিঃ১. ইত্তেলা নিজের হালত ও অবস্থা উস্তাদ ও শায়েখ কে অবগত করা।

২. ইত্তেবা,কোরআন সুন্নাহ মুতাবেক উস্তাদের অনুসরন করা। ৩. ই'তেকাদ, উস্তাদ ও শায়েখের উপর ভালো ধারণা ও আস্থা রাখা।

৪. ইনকিয়াদ,কোরআন সুন্নাহ অনুযায়ী উস্তাদ ও শায়েখের অনুগত ও তাবেই হয়ে থাকা যেগুলো এক শায়ের এভাবে বলেছেনঃ-

چار شرط لازمی ہے استفادہ کیلئے ۔ اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد

অর্থ উপকৃত হওয়ার জন্য চারটি শর্ত জরুরী, ইত্তেলা, ইত্তেবা, ইতেক্বাদ ইনকিয়াদ।

ওলামাদের উদ্দেশ্যে খুছুছী বয়ান

১৫/০৮/১৪১৪ হিজরী (বাদ ফজর)হযরতের বয়ান

আড়ারদাহ দারুল উলুম সাইফুল ইসলাম হামিউস সুন্নাহ মাদ্রাসা, চৌগাছা, যশোর,

কামিয়াব হওয়া যায় কিরূপে

পৃথিবীর সকলেই কামিয়াবীর প্রত্যাশী। আর প্রকৃত কামিয়াবী হলো,পরকালে আল্লাহ্ তা'আলার দীদার, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভ করা। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّة فَقَدْ فَازَ ـال عمر ان ـ ایت ١٨٥ ط

অর্থঃ- অতঃপর যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম হবে।[7]

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا

অর্থঃ-সুতরাং যে-কেউ নিজ মালিকের সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং নিজ মালিকের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে [8]

আর এই কামিয়াবী অর্জন হবে ঈমান ও ইয়াক্বীনের সাথে৷ ইলমে দ্বীন অর্জনের পাশা পাশি কমপক্ষে ছয়টি গুণ নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারলেই।

[7] আলে ইমরান - ১৮৫

[8] আল কাহ্ফ - ১১০

(১) আদব-আখলাক (২) ত্বলব (৩) আমল, (৪) ইখলাছ (৫) তাকওয়া(৬) সুন্নত

১। আদব-আখলাক বলতে বুঝায়ঃ- বড়দের কথা অমান্য না করা ।অর্থাৎ শরীয়তের গন্ডির মধ্যে থেকে বড়দের মতামতকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা ।এবং কোন ক্ষেত্রে নিজের মতের বিপরীত হলেও তা অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করা।

ছোটদেরকে কষ্ট না দেয়া। অর্থাৎ ছোটদের মতামত ও কাজকর্মকে হেয় প্রতিপন্ন না করা ।বরং তা যদি কল্যাণকর হয় তাহলে উৎসাহিত করা।

২। ত্বলব বলতে বুঝায়ঃ- আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল(সঃ) এবং দ্বীনের মুহাব্বত অন্তরে থাকা ।ও নিজের অজ্ঞতা দূরীকরণে ওলামাদের স্মরণাপন্ন হয়ে বিষয়টির অস্বচ্ছতা নিরসনে সর্বদা সচেষ্ট থাকা।

৩। আমল বলতে বুঝায়ঃ- রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন সুন্নাহ রূপে দ্বীনের যে অংশটি পেশ করেছেন তা সর্বাত্বক রূপে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা। যে কোন আমলের শুরুতে তিনটি কথা স্মরণ থাকলে বুঝতে হবে আমার অন্তরে আল্লাহ তাআলার মুহাব্বত আছে। এবং আমার আমল সুন্নত মুতাবিক হতে চলেছে।

(১) আমি যা বলছি আল্লাহ তাআলা তা শুনতেছেন। অর্থাৎ الله سميع

(২) আমি যা করছি আল্লাহ তা'আলা তা দেখতেছেন। অর্থাৎ الله بصير

(৩) আমার অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা'আলা তা জানেন। অর্থাৎ انه عليم بذات الصدور

এটাকেই বলে সহীহ নিয়ত। অর্থাৎ আমি যা করব একমাত্র আল্লাহ তা'আষলার সন্তুষ্টির জন্যই করব- আত্নশুদ্ধির, লক্ষ্যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ।ঐ সাথে আরো তিনটি কথা স্মরণ রেখে আমল করতে হবে ।আমল শুরু করার পূর্বে দেখতে হবেঃ- ১। সহিহ নিয়াত আছে কি-না? ২। এ আমলের বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার হুকুম কি?এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার হুকুম

আছে কি-না? ৩।এ আমলের বিষয়ে রাসুল সাঃ এর ত্বরিকা কি হবে তা জেনে নিয়ে সেই মুতাবিক আমল করা।

আল্লাহ্ তা'য়ালার মদদ ও সাহায্য একমাত্র খলীফাদের জন্য:- আমি খলীফা হতে চাই -বাদশা নয়। খলীফা বলা হয়, যে নিজের সকল কর্ম আল্লাহ্ তা'য়ালার উপর সোপর্দ করে চলে এবং জান-মাল ও সময় আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খরচ করে। বাদশা বলা হয়, যে ব্যক্তি সকল কাজ নিজের হাতে রাখে এবং জান মাল ও সময় নামের উদ্দেশ্যে খরচ করে। তাই খলীফার সাথে আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াদা ও মদদ থাকে। আর বাদশার সাথে তা থাকে না। এই জন্যই তো সকল কাজ-কর্ম পরামর্শ ভিত্তিক করতে হয়।

কোন অবস্থাতেই দ্বীনি পরিবেশ ও মাদ্রাসার পরিবেশ থেকে নিজেকে দূরে না রাখা এবং সর্বদাই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিজের মধ্যে ধারণ করা এবং তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকা।

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১) আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা। ২) প্রত্যেকে নিজের আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করা। ৩) দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। ৪) ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ

عالم دين ও داعي الى الله তৈরি করা।

৫) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ আকিদা ও বিশ্বাসের বাস্তবায়ন করা।

৬) সাহাবায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে মুজতাহিদ্বীন (রাঃ) এর গবেষণালব্ধ কোরআন সুন্নাহর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে দ্বীন সংরক্ষণ এবং বিশ্ববাসীর নিকট সুন্দর ও সাবলীল পন্থায় উপস্থাপন করা।

৭) ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুন বা কৃষ্টি-কালচার ও ঐতিহ্যের হেফাজত করা।

৮) সকল ভ্রান্ত মতবাদ ও সমাজের প্রচলিত কু-সংস্কারের মূলোৎপাটন করা।

৯) ইসলামী ছহীহ আক্বীদাহ ও বিশ্বাস জনসম্মুখে তুলে ধরা।

১০) সর্বপরি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে এখলাছ ও একনিষ্ঠতা এবং ঈমান ও ইহতেসাব অর্থাৎ ছাওয়াব প্রাপ্তির মনোভাবাপন্ন হয়ে ইসলামের হেফাজতের লক্ষ্যে সদায়

تعليم لوجه الله ও دعوات الى الله

এর কাজে নিয়োজিত আলেমে দ্বীনের একটি জামাত তৈরী করা যারা হবে

فرسان النهار ও رهبان الليل

(রাতে কায়মনোবাক্যে ক্রন্দনরত ও দিনের বেলায় অশ্বারোহী যুদ্ধরত সৈনিকের ন্যায়) বীর পুরুষ।

যাকে এভাবে বলা চলে যথাঃ-

١ـ توحيد خالص يعنى توحيد بارى تعالي ٢ـاتباع سنت رسول الله ٣ـ تعلق مع الله ٤ـ اعلاء كلمة الله هي العليا ٥ـ دعوت الى الله ٦ـ الجهاد في سبيل الله كيساته تعليم لوجه الله ـ

এর কাজে নিয়োজিত থাকা।

মসলকে সুন্নাহ্ তথা মসলকে মুফতীয়ে আজম (রহঃ) এর মূলনীতি

(১) মানুষের গুণ দেখা-দোষ চর্চা না করা।

(২) বড়দের দোষ না খোঁজা ও ভুল না ধরা। সম্ভব হলে তাঁর সাথে একাকী আলোচনা করা-নতুবা চুপ থাকা

(৩) ছোটদেরকে তুচ্ছ না করা বা হেকারতের নজরে না দেখা। বরং তাদের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা

(৪) নিজেকে বড় মনে না করা-আত্মসমালোচনা করা। নিজের দোষ দেখা অপরের গুণ দেখা।

(৫) আল্লাহ্ তা'য়ালার হুকুম কে রাসূল(এ) এর তরীকায় পালন করা।

(৬) সার্বিক ভুল হতে বেঁচে থাকা। অর্থাৎ

كفري - شركي - بدعت - حرام - مكروه تحريمي - مكروه تنزيهي - خلاف شرع - خلاف اولي - خلاف وقار - خلاف موضوع -

ইত্যাদি ভুল হতে বেঁচে থাকা ।

چند نصائح برائے مہتمین حضرات

بقية السلف حجت الخلف فقيہ الزمان حضرت علامہ مفتى سيف الاسلام صاحب بانى ہاتيہ فيض العلوم اسلاميہ مدرسہ نلچيرا

افاضیہ ہاتیہ بنگلہ دیش کے چند نصائح برائے مہتمین حضرات

مدت طویل تک جمکے رہے بجز ضرورت ۱

شدید کے حتی الامکان کہیں نہ جاوے

۲ دن کو بندگان خدا کے لیے اور رات کو باری تعالیٰ کے لیے فارغ رکھے یعنی رات میں لیوے

اور دین کو حق تعالیٰ شانہ کے بندوں کو دیوے

بعد تہجد دربار خداوندی میں طویل وقت ۳

تک دعائے کرتے رہیں

٤ نونہال طالب علموں کو سمجھا سمجھا کر

روزآنہ سبق پڑھاتے رہیں کبھی سبق ناگہ نہ کریں

٥ طالب علموں کا دل خدائی زراعت گاہ ہے اس

زمین میں عقائد حقہ علوم نبویہ اور سنت سنیہ کی بیج بوتے رہیں ساتھ ساتھ عقائد فاسدہ اور منکرات شنیعہ سے دل کو پاک کرتے رہیں تاکہ علوم دینیہ اور اخلاق حمیدہ نشو نما پاتے رہے

٦ خود اور اپنے ماتحتوں کو بے ثبات دنیا کے

اسباب اور دنیا کی محبت اور عظمت سے دور رکھنے کی فکر مند رہیں

٧ سادگی اور کہنگی کو ہر کام میں اپنا نصب

العین بناوے

٨ دنیا سے اور دنیا والوں سے دور رہئے

دنیا والے جتنا بھی دیندار ہو ان کے دھوکہ میں نہ پڑے

٩ یہ دنیا مسافر خانہ ہے اس میں دل نہ لگاوے

١٠ ہر حال میں ہر مصیبت میں صاحب حال کو

دیکھیں حال کو نہ دیکھیں حال کا بال نہیں

حال کا قرار نہیں حال کا کمال نہیں حال کے علاوہ چارہ بھی نہیں حال آنا ضروری نہیں بھی

مشفق استاد کی صفاتیں

خیر خواہ ہونا نرمی صفت ولا ہونا نصیحت کی طبیعت والا ہونا ہمدردی والا ہونا معافی صفت والا ہونا

علم و عمل کی ترقی کا فکر کرنے والا ہونا ۔

ایسا صفت والا ہونا کہ طلباء استاد کے پاس جایا کرتے رہے۔

استاد اور طلباء باپ بیٹا جیسی صفت والی ہونا ۔دنیا پر دین کو ترجیح دینے والا ہونا۔

طبیعت شناس والا ہونا ۔کسی پر بدگمان کرنے والا نہ ہونا۔ علم نافع کے لیے دعا کرنے والا ہونا۔

طلبہ کے ظاہری باطنی امراض کی فکر مند والا ہونا ۔

طلباء کو درسا سبق کے طالب بنانا۔

طلبہ کی زندگی کے حال چال جننے والا ہونا ۔

طلبا کو بلا کر علم کی جذبہ دینے والا ہونا۔

طلبہ اور استاد کے درمیان تعلق پیدا کرنے والا ہونا ۔

مرغی جیسی صفت والی ہونا۔

استاد ۔ مربی اور مرشد کے ساتھ علماء اور طلباء کی ملاقات کے فوائد۔

بڑوں کی سنت زندہ ہوتی ہے ۔ محبت پیدا ہوتی ہے ۔بالا مصیبت سے حفاظت رہتی ہے ۔ اوقات کی حفاظت ہوتی ہے ۔ علم و عمل میں برکت ہوتی ہے۔۔دلی دعا حاصل ہوتا ہے ۔۔نظر اور شفقت پیدا ہوتی ہے ۔۔تکبر ختم ہوتی ہے ۔

سب سے بڑا فائدہ دینی دعوت کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ استاد مربی مرشد کی رہبری کرنا اسان ہوتی ہے ۔

علماء اور طلباء میں جتنا صفت پائی جاتی ہے اتنا ہی قیمت والی ہوتی ہے

مدرسہ والے کے لیے چند صفات ضروری ہے

اوپر کے طلباء جا کر نیچے والے طلباء کو جذبہ پیدا کرے ۱

۲ سنت کی عظمت بڑھاتے رہنا

۳ پانچ عمل مضبوطی کے ساتھ کرتے رہن

٤ مسجد ومدرسہ میں طلباء کے کتابی تدارک کرنا

گاہ گاہ سبق بند کرکے ذہن سازی کرنا ٥

٦ زیادہ سے زیادہ چھوٹے بڑے سب کو سلام کی رواج دینا

٧۔ مہمان کو تلاش کرکے مہمان داری کرتے رہنا

مصیبت والے کو ہمت دلانا یعنی تعزیہ کرنا ٨

٩ زیادہ سے زیادہ عفت طہارت کی خیال کرنا

١٠ حق تعالیٰ شانہ پر بھروسہ رکھ کر چلنا

عظمت علماء اور طلباء کو بڑھاتے رہنا ١١

مسجد کو کتاب حل کی جگہ بنانا ١٢

علم و عمل والے طلبہ کو ساتھی بنانا ١٣

١٤ اطاعت اور خدمت کو بڑھاتے رہنا

١٥ استخلاص اور اخلاص والے ہونا

١٦ مطالعہ و مطارحہ مذاکرہ کو بڑھاتے رہنا

মুফতি আযম সাহেবের সুযোগ্য ও সু দক্ষ খলীফা আল্লামাহ মুফতী নূর আহমদ সাহেব রহঃ এর মাকুলা

দ্বীনী বিষয়ে উম্মাতে মোহাম্মদী এর উপর দায়িত্ব বেশি অর্পণ করা হয়েছে তাই উম্মতে মোহাম্মদী পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ ।উম্মতি মোহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় বহু আয়াত ও হাদীস শরীফের মাধ্যমে যথাঃ-

كُنتُم خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِنَّاس- ١

تَأمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرْ وَتُؤمِنُونَ بِا ﷲ ال عمر ان ايت ١١٠

আল্লাহ তাআলা বলেন ,হে উম্মতে মোহাম্মদী! তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত,তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে, সৃষ্টি করা হয়েছে ,তোমাদের কাজ সৎ কাজ সমূহকে প্রচার করবে। অসৎ কাজ হতে সকলকে ফেরাতে চেষ্টা করবে।আর নিজেরা আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান ও বিশ্বাস রাখবে।[9]

٢ ـ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيْدًا عَلَيكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلٰى النّاس الحج ايت ٧٨

অর্থঃ-রাসুল (সাঃ)হবে তোমাদের জন্য সাক্ষ্য দাতা আর হে উম্মাতে মোহাম্মদী! তোমরা সাক্ষ্য দাতা হবে মানব মন্ডলীর জন্য।

এক হাদীস শরীফে আছে,

اَنْتُمْ آخرها وَ اَكْرَمُهَا عَلى الله تَعَالٰى طبرانى ـ ص ٤٢٤ ـ ج ١٩ ـ ح ١٠٣٠

হে উম্মাতে মোহাম্মদী তোমরাই সর্ব শেষ উম্মাত এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট তোমরাই সর্বাধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। ইবনে কাসির,মাজহারী

পূর্বের উম্মত এতিনটি বড় বড় নিয়ামত থেকে বঞ্চিত ছিলো। তথাঃ-

১।নিজে ঈমান এনে অপরকে সৎকাজের আদেশ করা।

২।নিজে ভুল থেকে বেঁচে থেকে অপরকে অসৎ কর্ম থেকে ফিরাতে চেষ্টা করা।

৩।কিয়ামতের ময়দানে মানব মন্ডলীর জন্য সাক্ষ্য দাতা হওয়ার সৌভাগ্যতা অর্জন করা।

এতিনটি গুন আসলেই প্রাপ্যছিলো নবী রাসুলগনের। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানী করে এ উম্মতের নৈকট্যশিল তথা সিদ্দীক, শুহাদা, সালেহীন,বা আল্লাহ তায়ালার অলীগনের জন্য প্রাপ্য বলে প্রকাশ করেছেন। এমনকি এ উম্মতের সাধারণ সাধারণ মানুষদের জন্য পরবর্তী নবী রাসুল গনের কামের

[9] আল ইমরান আয়াত ১১০

দায়িত্বভার অর্পন করেছেন ।যেটাকে এক কথায় বললে বলা হয় দাওয়াত ও তাবলীগ ।এই দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পুর্ব জামানায় এক মাত্র নবী রাসুলগনের উপর ই ছিলো । উম্মতের উপর এ দায়িত্বভার অর্পিত ছিলনা । কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদীর উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করে উম্মতে মোহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় করে দিয়েছেন,আল্লাহ তায়ালা নিজেই ।

এই কিতাব পড়লে পাবেন

বর্তমান করছি কী? হচ্ছে কী? করনীয় ছিলো কী? এখন তার সমাধান কী ?

উত্তরঃ- ভুল করেই চলেছি, তাই ধ্বংস হচ্ছি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর আদর্শে আল্লাহ তায়ালার অনুগত্য করায় ভুল থেকে ফিরে এসে তাওবা ও ইস্তেগফার করে রাসুল (সাঃ) এর আদর্শে আল্লাহ-তায়ালার আনুগত্ব্য ও মননিবেশ কারাই হবে সব সমস্যার সমাধান ।

উম্মতে মুহাম্মাদীর নাম, শ্রেষ্ট উম্মত, শেষ উম্মত, বিশ্ব উম্মাত, তথা বিশ্বের সকল মানব- মন্ডলীর সুপথ প্রদর্শনের জন্যই এ উম্মতের সৃষ্টি ।

এবং কিয়ামতের ময়দানে এ উম্মতই হবে সকল মানব মণ্ডলীর জন্য সাক্ষ্যদাতা, এটাই এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের কারন । এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ সমূহের মধ্য হতে আর একটি কারন ।

শিক্ষকতা, শিক্ষকতা এ উম্মতের একটি মহান পেশা' আর শিক্ষক বা উস্তাদের জন্য রয়েছে অনেক দায়বদ্ধতা । শিক্ষকের বা উস্তাদের জন্য দায়িত্ব শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা বিতরন করাই নয়! বরং একজন শিক্ষার্থী ও ত্বলাবাকে পরিপূর্ণ মানুষ রুপে গড়ে তোলার জন্য তার আচার- আচরণ, সুব্যবহার ও গুনগত পরিবর্তন সাধন, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি স্থাপন, করে দেয়াও উস্তাদ ও শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য । এজন্যই বলা হয় শিক্ষার মূল চালিকা শক্তিই হলো উস্তাদ বা শিক্ষক ।তাই বলা হয় ত্বলাবা বা শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব উস্তাদ বা শিক্ষকের । কেননা উস্তাদ বা শিক্ষক হলো সু-সমাজ ও আদর্শ দেশ ও দশ গঠনের মূল কারিগর, উস্তাদ নবীন প্রজন্মকে ইলেম দান করেন, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখান, বিশ্বাস ও

ঈমান- একীনের বীজ বপন করেন, যার ফলে নবীন প্রজন্ম সুশিক্ষায় শিক্ষিত, দক্ষ, যোগ্য করমট ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে। আমরা যদি পূর্ব সভ্যতার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই প্রতিটি সভ্যতা গড়ে তোলার পিছনে অনুপ্রেরনার কাজ করেছেন শিক্ষিত সমাজের সুশিক্ষক ও উস্তাদগন।

তাই উস্তাদ ও শিক্ষকের মান মর্যাদা ও জীবন মান উন্নয়নের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহন করা সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গদের জন্য একান্ত জরুরী ও কর্তব্য। আখেরী জামানার নবী ও রাসুল (স:) বলেন

بعثت معلما - ابن ماجه - ص ٢١ - ح ٢٢٩ - دارمي - ج ١ - ص ٩٥ - ح ٣٤٩ -

অর্থঃ- রাসুল(সঃ) বলেন আমি 'মুআল্লিম, শিক্ষক, উস্তাদ হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। রাসুল (স:) ছিলেন একজন সু শিক্ষক তাঁরই হাতে গড়ে উঠেছিলেন স্বর্ন যুগের মানুষ গুলো যাদের বলা হয়, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এবং তাদের সংস্পর্শে গড়ে উঠেন তাবেয়ীনগন। এভাবেই তাবে-তাবেয়ীন আইম্মায়ে মুজতাহীদ গন(রহঃ) এখনও যদি আমরা সেই আদর্শ ধরে চেষ্টা করতে থাকি তাহলে আমাদের হাতেও মানুষ গড়ে উঠবে। ইনশা-আল্লাহু তায়ালা।

শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষক বা উস্তাদের

আমার শায়েখ রহঃ কখনো কখনো বলতেন উস্তাদের জন্য কমপক্ষে ছয়টি গুন একান্ত জরুরি ১ ইস্তেদাদ ২।ছবর ও ইস্তেকামত ৩।তাক্বওয়া ৪।শফক্বত ৫ ইখলাস ৬।সুন্নাত।

মাদ্রাসায় ত্বলাবা বৃদ্ধি করা ও ধরে রাখার পদ্ধতি

আমার শায়েখ রহঃ বলতেন ত্বলাবা বৃদ্ধি করা ও ধরে রাখার পদ্ধতি ও পক্রিয়া নিম্ন রুপ

এক আজীব নছিহত ১

১. হাতের লেখা, লেখা পড়া, আদব, আখলাক, ঠিক রখা।

২. মাদ্রাসায় জমে বসে লেগে থাকা, কঠোর পরিশ্রম করে মেহনত করা দোয়া করা।

৩. কুরবানি মুজাহাদা ও চোখের পানি ঝরিয়ে ইখলাসের সাথে নেক আমল করা। অর্থাৎ মাদ্রাসার ত্বলাবা বৃদ্ধি করতে এবং ধরে রাখতে হলে ত্বলাবা ও উস্তাদের হাতের লেখা ভালো হতে হবে ।তার সাথে সাথে ত্বলাবা দের লেখা পড়া, আদব, আখলাক, সুন্দর ও পরিপূর্ণ করতে চেষ্টা কোশেষ করতে হবে উস্তাদ সদা সর্বদায় মাদ্রাসায় জমে বসে লেগে থেকে ত্বলাবাদের মানুষ রুপে গড়ে তোলার জন্য কঠোর পরিশ্রম ও মেহনত করতে হবে।আল্লাহ তাআলার নিকট ক্রন্দন করে চোখের পানি ঝরাতে থাকতে হবে। উস্তাদ নিজেই কুরবানী ও ত্যাগ শিকার করতে হবে। এসব কিছু এক মাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই হতে হবে।তবেই দ্বীনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হবে,ত্বলাবা উস্তাদ জমবে,এলাকা বনবে,সাথে সাথে এলাকায় দাওয়াতের নেজামে কাম করতে হবে।তবেই এলাকা আলোকিত হবে।

(ক) কাম কথার নাম নয়,মেহনতের নাম। (খ) কেননা অধিকার কেউ কাউকে দেয়না, অধিকার অর্জন করতে হয়। (গ) জীবন যতক্ষণ আছে, বিপদ ততক্ষন থাকবেই।ভয়পাওয়ার কছু নাই।

মেহনত ও পরিশ্রমের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি

আমার শায়েখ রহঃ আরো বলতেন মেহনত হবে চার প্রক্রিয়ায়

১. মুতালাআহ।২.মুজাকারা।৩.মুফাকারা।৪.মুরাজায়ার মাধ্যমে অর্থাৎ

১। মুতালায়া :- গভীর মনোনিবেসের সাথে কুতুব বিনী করা, কিতাব দেখা।

২।মুজাকারাঃ কিতাব মুতালায়া করে যেটা অর্জন হলো সেটা ত্বলেবে ইলেমদের সম্মুখে আলোচনা করা।

৩। মুফাকারাঃ- গভীর মনোযোগী হয়ে কিতাবী বিষয়টা নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করা।

৪। মুরাজায়াঃ- নিজে নিজে কিতাব দেখে চিন্তা-ভাবনা করে বিষয়টি অস্পষ্ট থাকলে নিজের থেকে পারদর্শী ব্যক্তির নিকট হতে ধরে নেয়া। চাই তিনি নিজের থেকে বড় হউক, বা ছোট হউক ।অথবা সমসাময়িক যে কেউ হউক

না কেন। তার থেকে ধরে নেয়ার ও বুঝে নেয়ার মনো মানসিকাতা তৈরী হলে বুঝতে হবে,নিজে মুখলাছ ও শয়তানী কুমন্ত্রনা থেকে দূরে আছি। আর যদি লজ্জার কারনে নিজের সমসাময়িক এবং ছোট ব্যক্তি হতে ধরে নিতে লজ্জা বোধ করে,তাহলে ধ্বংস অনিবার্য। কেননা ইলেম পায় নাঃ- অলস, বিলাস, উদাস, সবজান্তা লাজুক, আর ইলেমের নুর হতে মাহরুম হয়ঃ- বে-আদব, মুতাকব্বির, গুনাহে লিপ্ত যে।

খোলাসা কথা

দ্বীন জিন্দা করার সহজ পথ

খোলাসা কথাঃ- সকল দীনি মেহনতের উদ্দেশ্য, মানুষ হবো ।মোসলমান হবো ।, হালাল খাব,গোলাম হবো। আশেকে ইলাহী হবো ।নিজের মধ্যে দ্বীন জিন্দা করব। বিশ্বের সকল উম্মত এবং কিয়ামত অবধি সকল উম্মতের মাঝে দ্বীন জিন্দা করার চেষ্টা ও কোশেষ করব আশায় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করার মানসে এ মেহনত করছি। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

দ্বীন জিন্দা করার সহজ পদ্ধতি

১)প্রত্যহ কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা,দাওয়াত, তালীম, মশওয়ারা। ২) তিন তাসবীহ আদায় করা। ৩) তাকবীরে উলার ইহতেমাম করা ।৪) আখের রাত্রে বাদ

তাহাজ্জুদ রোনাজারী করা৫) সুন্নত মোতাবিক জীবন গড়া। ৬) প্রত্যহ কিছু না কিছু কুতুব বীনি করা। ৭) বেদআত থেকে দূরে থাকা। ৮) হালাল হারাম বেঁচে চলা। ৯) প্রত্যহ মেসওয়াক করা। ১০) সকল আমল বিসমিল্লাহ সহ, ডানদিক হতে ইখলাসের সাথে আমল করা। কুরবানী ও মুজাহাদার সাথে আমল হলে পরে, ইহাই হবে জীবনের শান্তি ও কামিয়াবির কুঞ্জি।

জিম্মাদারী

প্রত্যহ এই দশটি বিষয় মাশক করতে পারলে বুঝবেন আল্লাহ তাআলার রহমতে ও তৌফিকে আপনার মাধ্যমে দ্বীন জিন্দা হতে চলেছে।

এই আমল নিজে তো করবই এবং সকল উম্মতে মুহাম্মাদী এই আমলের উপর কিভাবে ইস্তেকামত অর্জন করতে পারেন তার জন্য চেষ্টা কোশেষ করবো ।তার সাথে সাথে কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা উম্মত কিভাবে এই আমলের সাথে জুড়ে যেতে পারেন তার ফিকির, চেষ্টা, নিয়ত, ও দোয়া করব। তবেই কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলার দরবারে মুলাকাতে লজ্জা পেতে হবে না বলে আশা রাখি ইনশাআল্লাহু তায়ালা ।এটাকেই বলে জিম্মাদারী।

ইসলাহের তিন পদ্ধতি

আত্মশুদ্ধি ও ইসলাহে নফসের জন্যে বর্তমান দুনিয়াতে তিন পদ্ধতি চালু আছে যার প্রত্যেকটি মাকবুল এবং আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণ যোগ্য বলে আশা রাখি যাকে تزكية نفسه لله বলে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

আত্মশুদ্ধির মেহনত

এক. কোন এক সাহেবে দেল, আল্লাহ ওয়ালার ইজাজত প্রাপ্ত হক্কানি রাব্বানী আলেমে দ্বীনের সোহবতে যেয়ে তার পরামর্শে জিকির আজকার নিয়ে, তাসবিহ তাহলিল

আদায় করতে থাকা ও দ্বীনের মেহনতের সাথে জুড়ে থাকা।

দুই. দাওয়াত ও তাবলীগের নেজামে হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহঃ) এর মেজাজে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত হক্কানী ও রব্বানী আলেমে দ্বীনের পরামর্শ ক্রমে করতে থাকা।

তিন. হযরত মাওলানা হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এর চিন্তা ধারার উপর বাংলাদেশী হযরত মুফতিয়ে আজম ফয়জুল্লাহ (রহঃ) এর পদ্ধতিতে এক মুহাক্কিক মুদাক্কিক হক্কানি রাব্বানী আলেমে দ্বীনের সোহবতে

পড়ে থেকে তাঁর পরামর্শ ক্রমে মানুষ হব,মোসলমান হব,গোলাম হব,ও আশেকে ইলাহি হব,আশায়,   ইখলাছের সাথে লেগে থেকে খেলাফে সুন্নাত ও গুনাহের প্রতি ঘৃণা তৈরি করে, ভুল হতে বেঁচে থেকে কুতুববিনীর এক মেজাজ তৈরি করে দ্বীনের মেহনতে ও দ্বীনের তালিম ও তাবলীগে লেগে থাকা।

সকল সালেকের জন্যই আল্লাহ তাআলার রহমত পেতে হলে নিজ জিম্মাদারী আদায় রত অবস্থায় চার গুন একান্ত প্রয়োজন।

١ـاجتناب عن النواهى ٢ـاخلاص ٣ـمشاوره ٤ـتوكل علي الله واستغناء عن الناس -

১) গুনাহ ছেড়ে তাকওয়া ইখতিয়ার করা। ২) ইখলাসের সাথে কাম করা। ৩) হক্কানি রাব্বানী এক আলেমে দ্বীনের সাথে পরামর্শ করে চলা। ৪) আল্লাহ তাআলার উপর অগাধ ভরসা রেখে মানুষের প্রতি আশাবাদী হওয়া ছেড়ে দেয়া তবেই আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সাহায্যের আশা করা যায়। ইনশাআল্লাহু তাআলা।

ত্বলাবাদের করনীয়। হযরতুল আল্লাম শাইখুল হাদীস শায়েখ আহমদ মুঃজিঃ(হাটহাজারী মাদ্রাসা)এর মাকুলা

ত্বলিবুল ইলেমদের জন্য প্রত্যহ করণীয় কাজ ও দেখার বিষয় হলো ৬টিঃ-

১) আঈনী সবক ইয়াদ হয়েছে কিনা? ২) পিছনের সবক ইয়াদ আছে কিনা? ৩) কাউকে শুনাতে পেরেছে কিনা? ৪) প্রত্যহ দরসে উপস্থিত হচ্ছে কিনা? ৫) প্রত্যহ কুতুববিনী ও সম্মুখের সবক মুতালায়া হচ্ছে কিনা? ৬) প্রতিদিন কিছু না কিছু লেখা-লেখি হচ্ছে কিনা?

হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহঃ এর মাকুলা

হাক্বীক্বি ত্বলেবে ইলেমের পরিচয়ঃ-কমপক্ষে চারটি গুনঃ- ১) মাদ্রাসায় থাকলে লেখা পড়া, উস্তাদের পরামর্শে চলা, উস্তাদের কথা মেনে চলা ।২) বাড়িতে গেলে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া,পিতা- মাতার খেদমত করা ।৩)সকলকে সালাম দেওয়া ।৪)বড়দের সম্মান করা, এবং সকলের থেকে দোয়া নেওয়া।

খোলাছা কথা। হযরতুল আল্লাম শাইখুল হাদীস আঃ আজিজ সাহেব রহঃ (হাটহাজারী মাদ্রাসা) এর মাকুলা

যে, যে স্তরের ত্বলেবে ইলেম তাকে প্রত্যহ দেখতে হবে আমার কি তারাক্বী ও উন্নতি হচ্ছে? না তানাঝ্ঝুলী ও অবনতি হচ্ছে?

উন্নতি ও অবনতি দেখব কমপক্ষে দশ বিষয়েঃ- (১) ঈমান (২) ইয়াক্বীন (৩) ইলেম (৪) আমল (৫) ইখলাছ (৬) আখলাক্ব (৭) তাক্বওয়া (৮) তাওয়াক্কুল (৯)ইস্তেক্বামত (১০) নামাজে একাগ্রহতা যাকে খুশু-খুজু বলে।

ত্বলাবাদের জন্য স্মরনীয় চারটি কথাঃ- ১)ভুল ছেড়ে দিয়ে সর্বদায় লেখা পড়া ও ইখলাছের সাথে নেক আমল করবে।২) **উস্তাদ** কোন পরামর্শ দিলে ও নসিহত করলে মেনে চলবে।৩) **উস্তাদ** বা কেউ ভুল ধরলে লক্ষ্য করবে সে ভুল নিজের মধ্যে থাকলে সংশোধন হবে।৪)ভুল নিজের মধ্যে না থাকলে শুকরিয়া আদায় করবে।

উস্তাদের জন্য করনীয় কাজ ৬টি। হযরতুল আল্লাম মাওলানা নোমান সাহেব রহঃ (মোহতামীম মেখল মাদ্রাসা)এর মাকুলা

(১) ত্বলাবাদের থেকে আঈনী সবক আদায় করা। (২) পিছনের সবক মুজাকারা ও ইজরা করা। (৩) প্রত্যহ দরসে উপস্থিত থাকাও দূর্বলদের খবর গিরী করা।(৪) কুতুববিনী ও মুতালায়া করে দরসে আসা। (৫) গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাঝে-মাঝে লেখানো।(৬) ইবারতের তরজমার পূর্বে মাতৃ ভাষায়

সংক্ষিপ্তাকারে বিষয়বস্তু আলোচনা করা যা পূর্বেই তাফাক্কুর করে নিজের জেহেনে সাজিয়ে নেয়া,যাতে ভুল না হয়। এবং দরসের পরে চিন্তা-ফিকির করে শুদ্ধ হলো কি ভুল হলো যাঁচাই করা।

বর্জনীয় বিষয় কমপক্ষে দশটি

(১) দরসে অনুপস্থিত না থাকা। (২) বিনা মুতালায়াই বা কমপক্ষে ফিকির না করে দরস্ না দেওয়া। (৩) অধিক না লেখানো, প্রত্যহ না লেখানো। এবং কিতাবের শরাহ সম্মূখে রেখে দেখে-দেখে শরাহ হতে না লেখানো।এতে ছেলেদের আস্থা এবং ইতেমাদ উস্তাদ হতে হটে যায়। আর উস্তাদের দরসী রওনকও খতম হয়ে যায়। (৪) প্রত্যহ দরসে একই ত্বলাবা কে শাস্তি না দেয়া।(৫) তড়ি-ঘড়ি তাড়াতাড়ি করে না পড়ানো, ছেলেরা যেন সবক বুঝে নিতে পারে তার চেষ্টা করা। (৬) কটাক্ষ ও ব্যংঙ্গ করে কথা না বলা কাউকে লজ্জা না দেয়া। (৭) আদব ও সাহিত্যের কিতাব পড়াইতে বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখা শাব্দিক তাহকীক ছেলেরা পারে কিনা তবে বেশী তাকরির ও তাহকীকের পিছনে না পড়া।যৎসামান্য তাহক্বীক করা ও বলা যা সচারচার ছেলেরা ইয়াদ রাখতে পারে। (৮) কিতাব শেষ করার উদ্দেশ্যেও মাকছাদ না বানানো বরং ছেলেরা মুসতায়ীদ হচ্ছে কিনা, দেখা। (৯) প্রত্যহ একই ত্বলাবা হতে সবক না শুনা বিভিন্ন ত্বলাবা হতে সবক শুনা। (১০) শুধু মাত্র আম ভাবেই সবক বলতে ও ইবারত পড়তে না বলা,বরং খাছ ভাবেও ধরা এবং ইবারত পড়তে বলা।তবেই সকল ত্বলাবাদের ইস্তেদাদ খুলবে।

তালীমের পদ্ধতি। হযরতুল আল্লাম মুফতী আহমাদুল হক সাহেব রহঃ (হাটহাজারী মাদ্রাসা)এর মাকুলা

ত্বলিবে ইলেমের মধ্যে প্রত্যেককে মুসতায়িদ ও যোগ্য বানাতে হলে শিক্ষার মান ভালো হতে হবে।

কমপক্ষে দশটি বিষয় স্মরন রেখে দরস দিতে হবে।

(১) প্রত্যেক কিতাবের মান বুঝে নিয়ে স্তরভেদে মান সম্মত ভাবে পাড়াবে। (২) যে কিতাব যে ভাষায় লিখিত ত্বলাবাদের মুখ হতে সেই ভাষা বের করাতে চেষ্টা করবে। (৩) যে কিতাবে যে কাওয়ায়েদ বা মজমুন ও বিষয় আছে ত্বলাবাদের মুখ হতে তা আপন ভাষায় বের করাতে চেষ্টা করবে। (৪) ত্বলাবাদের ইস্তেদাদ ও যোগ্যতানুযায়ী তাকরীর করবে ও সবক পড়াবে নিজের হাইসিয়্যতে পড়াবে না ।বরং ছাত্রদের হাইসিয়্যতে বুঝিয়ে-বুঝিয়ে সবক পাড়াবে। (৫) নিজের যোগ্যতা ও ইস্তেদাদ অনুযায়ী কিতাব গ্রহন করা ও কুতুববিনী করা। (৬) সচারচর ত্বলাবাদের সম্মুখে আরবী কিতাব মুতালায়া করা উর্দু-বাংলা কিতাব ত্বলাবাদের সম্মুখে মুতালায়া না করা। (৭) ইলমুল ক্বিরাত, উর্দু-ফার্সী, ছরফ, নাহু, মানতিক, হিকমত,বালাগাত,ইলমুল হিসাব, আকাঈদ, উসুল, ফিকাহ, তাফসীর হাদিসের কিতাব গুলো মাফহুম ও পরিপূর্ন মাকসাদ এবং হাকীকত বুঝতে চেষ্টা করা। তবে আদব বা সাহিত্যের কিতাব পড়াতে বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখা যেন শাব্দিক তাহক্বীক ত্বলাবাগন বুঝে নিতে পারে।

প্রত্যেক কিতাবে ত্বলাবাদের প্রতি কমপক্ষে ৬টি মেহনত করাবে।

১) ইবারতের উপর মেহনত। যাতে ঐ কিতাবের ইবারত সহীহ ভাবে পড়তে পারে। ২) সহীহ রুপে বাংলা তরজমা ।৩) সহীহ রূপে কাওয়ায়েদ ভিত্তিক উর্দু তরজমা ।৪) তারকীব ।৫) মাফহুম ও উদ্দেশ্য ভাল ভাবে বুঝাবে ।৬) সংক্ষিপ্তাকারে বাংলা ভাষায় কিতাবের মাসআলা বুঝিয়ে দেবে।

উর্দু জামাতের ত্বলাবাদের জন্য

১) উর্দু ইবারত সহীহ উচ্চারন। ২) বাংলা, সহীহ অর্থ। ৩) শব্দের বানান। ৪) শাব্দিক তরজমা। ৫) মাফহুম উদ্দেশ্য কি?সেটা বুঝাবে। ৬) সংক্ষিপ্তাকারে ইবারতের বাংলা শুনবে ও হাতের লেখা করাবে অবশ্যই।

درسی رونق

درسی رونق ہوتی ہے تین چیز عمل کرنے کے ذریعہ اور تین چیز کو چھوڑنے کے ذریعہ۔

مضمون کتاب کو اولا اپنی بادری زبان پر طلبہ کے سامنےپیش کرنے کے ذریعہ ۱

عبارت کا ترجمہ ثانیا الفاظ کی حیثیت سے کرنا ۲

অর্থাৎ শাব্দিক তরজমা করা।

۳ثالثاً اردو محاورہ پر ترجمہ کرتے ہوئے طلبہ کا ذہن نشیں کرانا۔ ہر طلبہ کے ذہن کی حیثیت سے۔

اور چھوڑنا تین چیز

۱ شروحات دیکھ کر تقریرات نہ کرنا اگر دیکھتے ہوئے تقریرات بیان کرنا ہوتو علحدہ طور پر ایک کاپی میں لکھ کر لے جانا

۲ تقریرات اگر لکھانے کو چاہو تو عام طور پر ہر روز تقریر نہ لکھانا بلکہ ہفتہ کے اندر دو ایک دن اخص الخواص تقریرات کو لکھانا جو عمیق غریق تقریرات ہو۔

(গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাঝে মাঝে লেখানো)

۳صرف ایک ہی شرح سے لکھکر نہ لیجانا بلکہ چاند شروحات مطالعہ کرتے ہوئے تفکر کے بعد اپنی طرف سے عبارت درست کرتے ہوئے لکھ لینا۔ یہ نظرداری کرنا کہ کسی شرح کے ساتھ بعینہ عبارت میں متفق نہ ہونا اور تسامح اور تصادم بھی نہ ہو۔

سہل طریقہ

استاد اور کتاب سے طلبہ علم حاصل کرنے کا سہل اسہل اور آسان طریقہ یہ ہے

۱ ہر شدید مضمون کو بھی آسان اور مختصر عبارت سے طلبہ کے سامنےپیش کرنا۔

۲ سبق جتنا ہی شدید مضمون ہو پڑھانے کے پہلے کبھی یہ تنبیہ نہ کرنا کہ یہ مضمون زیادہ سخت ہے بہت غور اور فکر کیساتھ پکڑو۔

۳ مضمون جتنا ہی شدید ہو خود استاد بھی اس کو آسان اور

اسہل ہونا مان لینا چاہیے۔

মাজমুন যতই শক্ত হউক না কেন ওস্তাদ নিজেই সহজ ভেবে ত্বলাবাদের সম্মুখে সহজ প্রক্রিয়ায় পেশ করবে। তবেই ত্বলাবাদের নিতে সহজ হবে। নতুবা ত্বলাবাগন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কিতাব পড়াই ছেড়ে দেবে।

কিতাব ইয়াদ রাখার উপায়

১) কিতাব প্রথমেই বুঝে বুঝে ইয়াদ করার চেষ্টা করা। সম্ভব না হলে বার বার ধরে নেওয়া ।বার বার পড়া। ২) সাথি সাথি বার বার মুজাকারা বা তাকরার করা। ৩) সাথি সাথি সেমাআত ও মুবাহাসা করবে। সময় সুযোগে উসতাদ কে শুনাতে চেষ্টা করবে। এই তিন আমল না করলে কিতাব ভুলে যাবে। একাকী যতই পড়োনা কেন কিতাব ইয়াদ থাকবে না।

" সকল ত্বলাবা কেন মুসতাঈদ হয় না ?

১) প্রত্যহ একই ত্বলেবে ইলেম ইবারত পড়া এবং সবক বলার কারণে। উস্তাদগন সকল ত্বলাবা হতে বারী বারী করে সবক না শোনায়,অনেকেই আছে হিম্মত হারা, তাদের কে সাহস দিয়ে অল্প অল্প সবক শুনলে একদিন সাহস বৃদ্ধি পায়,ইস্তেদাদ বেড়ে যায়।

২) উস্তাদের গদ বান্ধা কিছু তাকরীর করায় এবং উস্তাদ একথা নজর দারী করে না যে কে তার তাকরীর বুঝলো বা কে বুঝলোনা

৩) কে পারছে কে পারছে না তার খবরগিরী না হওয়ায়, কে দরসে উপস্থিত আছে বা কে উপস্থিত নাই তার নজরদারী না হওয়ায়,অনেকেই অলসতায় সবক ছেড়ে দেয়। লেখা-পড়া ছেড়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ায় তাই ইস্তেদাদ হারায়।

উস্তাদের করনীয়

১। উস্তাদগন সদায় মুসতাকিল মেজাজ নিজে সয়ং সম্পুর্ণ যোগ্যতা অর্জনের আশা নিয়ে আল্লাহ- তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে নিজ জিম্মাদারী আদায় করতে

থাকা।নিজ জিম্মাদারী,মুতালায়া,মুজাকারা।,মুফাকারা ও মুরাজায়া করতে থাকা।

২) বড়দের পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ না করা, বড়দের পক্ষ হতে যে আদেশ ও নিষেধ জারী করা হয় তা পূঙ্খানুপূঙ্খারুপে পালন করা।

৩) মাজবুতের সাথে কুতুববীনি করে বা কারো নিকট হতে ধরে নিয়ে এমন দৃঢ়তার সাথে দরসে সবক পড়াবেন যেন ত্বলাবাগন এমন এক্বীন করে নিতে পারে যে ইহাই সঠিক কথা ইহার বিপরীত আর কোন কথা হতেই পারে না।পড়াবার পূর্বে বা পরে নিজের কথার উপর কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ না করা এমনকি ইহাও না বলা যে,আমার যত টুকু সম্ভব ছিলো, আমি তাহক্বীক করেছি, বাকিটা আপনারা তাহক্বীক করে নেবেন, এমন কথাও দরসে না বলা। বরং বলবেন আপনাদের জন্যে এতটুকু তাহক্বীকই যথেষ্ঠ। এর থেকে বেশী তাহক্বীক উপরের জামাতে গেলে আরো পাবেন।ইনশা-আল্লাহ তাআলা। বর্তমান এতটুকুই ইয়াদ করেন। হ্যাঁ আপনার তাহক্বীকের মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ আপনার নিকট প্রকাশ পেলে আপনি পুনরায় আরো তাহক্বীক করে পরবর্তীতে ত্বলাবাদিগকে জানিয়ে দেবেন যে, এর আরও তাহক্বীক এমনও হতে পারে। তবে পূর্বের তাহক্বীক একেবারেই ভুল হলে আর পরবর্তী তাহক্বীক ঠিক প্রমান হলে, পরবর্তী তাহক্বীক দৃঢ়তার সাথে ত্বলাবাদের সম্মুখে দরসে পেশ করবেন, হেকমতে কথা বলবেন।

সাবধান!তাহক্বীক ব্যতীত ভুল পড়াবেন না।তাহলে পরবর্তীতে আপনার দরসী রওনক খতম হয়ে যাবে। আপনার নিকট কেউ সবক পড়তে ইচ্ছা পোষন করবে না।

প্রয়োজনে তাহকিক বলতে দেরী করবেন সবকের সাথে-সাথেই তাহক্বীক বলতেই হবে, এমন নয়! পরবর্তীতে তাহকিক করে এনে সঠিক তাহকীক বলবেন।

ত্বলাবাগণ প্রশ্ন করলে সকলের সম্মান বজায় রেখে জওয়াব দেবেন ।সম্ভব হলে জওয়াব দেবেন নতূবা তাহক্বীক্ব করে পরবর্তী দরসে সঠিক জাওয়াব দিতে চেষ্টা করবেন। তথাপিও ভুল তথ্য শুনাবেন না,মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না, বেঁধে যবেন।

৪) রাত্রে বাদ তাহাজ্জুদ আল্লাহ-তাআলার "নিকট কান্নাকাটি করে আল্লাহ-তাআলার নিকট হতে সব হাক্বীকত বুঝে নিবেন, আর দিনের বেলায় ত্বলাবাদের দেবেন।

قال بعض التابعين من عمل بما علم ورّثه الله علم مالم يعلم   ـ فى تفسير هذه الايه
والذين جاهدوا فينا لنهد ينهم سبلناـ العنكبوت آيت ٦٩

অর্থঃ- যে ব্যক্তি নিজের জানা বিষয়ের উপর আমল করে আল্লাহ- তাআলা তাকে অজানা বিষয়ের ইলেম দান করেন। তাফীরে মাজহারী

অতএব রাত্রে আল্লাহ তায়ালার নিকট কাঁদবে তাহলেই ত্বলাবাদের সকল মাসআলার হল করে দেয়া সম্ভব হবে ইনশা-আল্লাহ তায়ালা।

৫) ফায়দায়ে লাজেমী তথাঃ- নিজে শিক্ষা অর্জন করা এবং ফায়দায়ে-মুতাআদ্দী তথা অপরকে শিক্ষা দেয়া। ছাত্র জীবন ও শিক্ষকতা জীবন উভয়টি আল্লাহ তাআলার রহমতে নিজের কাম মনে করা তবেই লাভবান হতে পারবেন।

৬)প্রত্যেক ছেলেকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী- প্রশ্ন করে ইলমে দ্বীনের মেহনতে লাগিয়ে রাখার চেষ্টা করা।

এমন প্রশ্ন না করা যা তার সাধ্যের বাহিরে এখনও সে যে প্রশ্নের জওয়াব দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করিনি সেই প্রশ্ন ধরে তাকে লজ্জা না দেয়া, ত্বলাবাদের সম্মুখে ।আর বড়দের কে কখনও ছোটদের সামনে লজ্জা না

দেয়া। সাবধান কঠিন সতর্ক থাকতে হবে।নইলে মাদ্রাসা এবং দরস জমবে না।

ফলাফল

ত্বলেবে ইলেম যদি উস্তাদের পাঠদানের প্রতি খুশী থাকে তাহলে বোঝা যাবে যে, উস্তাদের মেহনত কার্যকারী হচ্ছে এবং মেহনত উসুল মোতাবিক হচ্ছে বলে আশা করা যায়, বাকী আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা।উস্তাদ ইজরার ঘন্টায় এসে সর্বপ্রথম কাজ করবেনঃ জায়েজা নেবেন খবরগীরি করবেন।

১) আজ সব সবক হয়েছে কি না?। ২) সকাল নয়টা হতে আছর পর্যন্ত ইজতেমায়ী আমল হয় কিনা? ইজতেমায়ী আমল তথা সেমায়াত, তাকরার, ও মুজাকারা, মুবাহাসা। ৩) তিন সবক তথা আয়নী সবক গত কল্যের সবক, সামনের মুতালাআহ উসুল মুতাবিক হচ্ছে কিনা ?। ৪) নয়টার পূর্বে মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়ে ছিলো কিনা? এসকল খবরগীরি বা কারগুজারী দুই এক জন হতে নেয়া। ৫) এবার যে কিতারের ইজরা করতেছে সেই কিতাবের হাইসিয়াতে ইজরা করা। তথাঃ সরফের ইজরা করতে গেলে মাসদার বলে সিগা বানাতে দেয়া বা সিগাহ, মাছদার, জিনস, ইত্যাদি জিজ্ঞেসা করা। কুরআন মাজিদ হতে আয়াত পড়ে সিগাহ ধরা। ৬) ইলমে নাহুর ইজরা হবে, কিতাব ইয়াদ করাবে এবং ইরাব দেয়া শিখাবে।মানতিক, বালাগাতের কিতাবে ইজরা কাওয়ায়েদ জারী করে দেখাবে।ম্যেসাল বানিয়ে বানিয়ে দেখাবে এবং ত্বলাবাদের বানাতে বলবে।

উস্তাদের জন্য উসুল

১) উস্তাদ প্রত্যেকদিন দরসে উপস্থিত হতেই হবে। শত অসুবিধায় কুরবানী করতে হবে। ২) প্রয়োজনে অন্য উস্তাদ হলেও দরসে থাকতেহবে। ৩) অন্য কোন জিম্মাদারী আদায় করতে যেয়ে দরসের নুকসানী না হয়,তার খেয়াল রাখা একান্ত জরুরী। ৪) অল্প-অল্প সবক দেবে। প্রথমে উসতাদ নিজে বোঝে নেবে, পরে ত্বলাবাদিগকে বুঝিয়ে-বুঝিয়ে পড়াবে। ৫) প্রত্যেক ত্বলাবার দিকে লক্ষ্য রেখে পড়াবে বরং দূর্বল ত্বলাবাদের দিকে নজর রেখে পড়ালেই

ভালো হয়। তারা যে পরিমান সাহস করে ততটুকুই সবক দেয়া উচিৎ। ৬) কয়েক দিনের সবক এক দিনে দেবে না ত্বলাবারা যতই বলুক না কেন।

ত্বলাবাদের উসুল

ত্বলাবাদের একটায় উসুল উসতাদ শরীয়ত সম্মত ভাবে যাই বলেন ত্বলাবাগন তাই মেনে চলবে তবেই মানুষ হতে পারবে।

لینے کا طریقہ

حضرت العلام قاری ابو البشر صاحب کو اکاٹا حضور کی نصیحت

١ ڈرتے رہو ٢۔بچتے رہو ٣۔مانگتے رہو ۴۔روتے رہو ۵۔ محنت کرتے رہو

٢ اللہ تعالی کو ڈرتے رہو ٢۔گناہ سے بچتے رہو ٣۔رب العالمین کے پاس مانگتے رہو ٤۔ہر طرح ہر وقت محنت کرتے رہو ۵۔ہر وقت گزشتہ غلطی و گناہ پر روتے رہو ٦۔ خبردار اپنے آپکو استقامت کے ساتھ رکھو

بننے کا طریقہ

١ جمکے بیٹھنا ۔ لگے رہنا ۔ ایک کو مانتے رہنا

জমে, বসে, লেগে থেকে, মেনে চললে,তবেই বনতে পারবো, মানুষ হতে পারবো,মুসলমান হতে পারবো,গোলাম হতে পারবো,আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা ও অলি হতে পারবো। উলামায়ে হক্কানী ও রব্বানী হতে পারবো। আদর্শ ত্বলেবে ইলেম হওয়া আশা করতে পারবো। ইনশাআল্লাহ তাআলা

وما توفيقي الا بالله وعليه توكلت و اليه انيب

ایں سعادت بزور بازو نیست ۔ تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

কর্মটি নি:স্ফল,

কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত হয়ে কুরআন-হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক হলে অগ্রহনযোগ্য ও বেদআত যা বর্জনীয়।

কর্মটি ফলদায়ক,

কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত নয় এবং কুরআন ও হাদিছ শরীফের সাথে সাংঘর্ষিকও নয় তা গ্রহনযোগ্য ও করনীয় আমল।

হযরতুল আল্লাম মুফতি সিদ্দিকুর রহমান সাহেব বাওফলী হুজুর দাঃবাঃ এর মাকুলা

খেলাফে সুন্নত বলতে :- কুফুর, শিরক, নেফাক, বেদাত,

হারাম, মাকরুহ অর্থাৎ সকল প্রকার অপ্রীতিকর এবং শরীয়ত বিরোধী সকল কর্ম কান্ড কেই বুঝায় যা পরিহার যোগ্য ও বর্জনীয়।

যেমনঃ-সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া ব্যবিচারী করা, জুলুম করা সন্ত্রাসী করা অন্যয়ের বিরুদ্ধে কথা না বলা, অন্যয়ের পক্ষপাতিত্ত করা, অন্যয়ের বিচার না করা, অন্যয়ের বিরুদ্ধে রুখে না দাড়ানো, এরুপ সকল অপকৌশল ও অপ কর্মকান্ড, ধোকা দেয়া, মিথ্যা বলা, কৃপনতা করা, মানুষ কে লজ্জা দেয়া, ঘৃণা করা ইত্যাদি ভুলে পতিত হওয়া। তথা আল্লাহ তাআলা ও তার রসুল সাঃ এর অপছন্দনীয় সকল কর্ম-কান্ডই খেলাফে সুন্নত বা বেদআত ও হারাম।যা পরিহার করা প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের জন্য একান্ত অপরিহার্য বিষয়।

একথা স্মরণ রাখা উচিৎ যে, মানুষ যখন কারো মুখ হতে শুনতে পায় খেলাফে সুন্নত তথা বেদআত পরিহার করুন নতুবা রাসুলাল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম কেয়ামতের দিবসে উম্মত বলে পরিচয় দেবেন না। হাউজে কাউছারের পানি পান করতে দেবেন না। ফেরেস্তারা এসে বাঁধা

দেবেন। বেদআতী, রাসুল (সঃ) পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। একথা শুনেই একদল লোক বলতে থাকে সমাজে কত অঘটন ঘটছে দিবা-রাত্র, সুদ ঘুষ ব্যাভিচারী, আরও কত অনিয়ম জুলুম ও ইসলাম বিরোধী কর্ম-কান্ড চলছে এ মৌলুভী সেসকল বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে এ্যাঁ শুধুমাত্র বেদআত বেদআত- বেদআতের বিরুদ্ধে কথা বলে কেন ?আর কোন অন্যয় সমাজে দেখেনা?আমি সে সকল মুমিন মুসলমান আল্লাহভীরু ওলীদেরকে হাতে পায়ে ধরে বলব হযরত বেদআত শব্দকে এত খাটো করে দেখবেন না

মেহেরবানী করে আপনার প্রশস্ত মনোভাব কে গভীর নজরে লক্ষ করুন!দেখবেন খেলাফে সুন্নত তথা বেদআত বলতে সমাজেরও রাষ্ট্রের, সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন,সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল অপকর্ম ও অন্যয় কর্মকান্ড কেই খেলাফে সুন্নত বা বেদআত বলে। আল্লাহ-তায়ালা ও রাসুল সাঃ যা করতে বলেননি, তা সবই বেদআত। কেননা সুন্নত বলতে রাসুল সাঃ এর ত্বরিকা তথাঃ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ , সুন্নতে ঝায়েদা, মুস্তাহাব,নফল ,সকল প্রকার আমলকেই বলা হয় ।আর এর বিপরীত কুফরী ,শেরেকী,মুনাফেকী,হারাম, মাকরুহ,ইত্যাদি ।সুদ,ঘুষ,ব্যভিচারী,সকল অপকর্মকান্ড কেই বেদআত বলা হয়,যা বর্জনীয়।

সহজ ভাষায় বেদআতের পরিচয়

যে কোন আমল করার পূর্বে তিনটি জিনিস প্রথমে দেখতে হয়। ১)সহীহ নিয়্যাত আছে কিনা? ২)আল্লাহ-তায়ালার হুকুম আছে কি? ৩)এ আমলে নবী কারীম সাঃ এর তরীকা কি?

সহীহ নিয়্যত না হওয়া সেটাওন বেদআত। আল্লাহ তাআলার আদেশের বিপরীত চলা অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম কান্ড করা বেদআত।

অনুরূপ আল্লাহ তাআলার হুকুম আছে সত্য কিন্তু রাসুল সাঃ এর তরীকায় কাজটি সম্পুর্ন হয়না ইহা ও বেদআত ।এমনকি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদার বিপরীত যতো আকীদা সবই বেদআত।

যথাঃ শীয়া, রাফেজী, খারেজী মুতাজিলা, জাবরীয়া কদরীয়া এসকল আক্বীদা পোষন কারী সকলেই বেদআতী। তাই বলব,সহীহ আক্বীদা, সহীহ নিয়্যত সহীহ ইলেম সহীহ আমল, সহীহ তরীকা, সহীহ মেহনতের বিপরীত সকল কিছুই বেদআত।তাই বড় বড় হযরতগন কে হাতে পায়ে ধরে বলছি বেদআত পরিহার করুন।নইলে কিয়ামতের ময়দানে রসুল সঃ উম্মত বলে স্বীকারুক্তি প্রকাশ করবেন না।আর কিয়ামতের ময়দানে রসুল (সঃ)যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে আর কোন দরবারেই স্থানের আশা করা যায়না।

আসুন মুমিন, মোসলমান প্রিয় ভায়েরা এক যোগে আওয়াজ তুলি এবং নিজেও সকল প্রকার অপকর্ম ছাড়তে আরম্ভ করি।তবেই একটি আদর্শ সমাজ উপহার দিতে সক্ষম হবো। ইনশা-আল্লাহু তায়ালা।তাই একজন আদর্শবান ত্বলিবুল ইলেম হতে হলে আকিদাগত বিদআদ ও আমলী বেদআত, এর সকল প্রকার কর্ম-কান্ড কে বুঝে নিয়ে আমাকে চলতে হবে।এমনকি বে-পর্দা চলা ফিরাও নিজে যাদের সাথে দেখা করা ইসলাম বিরোধী তাদের সাথে সাক্ষাৎ করাও এক জঘন্য বেদআত। ইহা হতে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী যদি হক্কানী-রব্বানী আলেম হতে চান।

যাদের সাথে দেখা করা হারাম

আমরা স্বাধারণত: মামী চাচি, ভাবী, খালাত বোন, মামাত বোন, ফুফাত বোন স্বত শাশুড়ী, জায়গীর ওয়ালী, বড় ছাত্রী, এবং মেয়েরা,খালু, ফুফাজীর সাথে দেখা দেওয়াকে কোনই দোষ মনে করিনা এটা জঘন্য অন্যায় এবং কঠিন বেদআত। ইহা একান্তই পরিহার যোগ্য নতুবা হক্কানি -রব্বানী আল্লাহ ওয়ালা আলেম হওয়ার চিন্তা ধারা সবই বৃথা হয়ে যাবে।

قال الله تعالي ـوذكر فإن الذكرٰي تنفع المومنين ـ ذارية ـ ايت ٥٥

অর্থঃ- মুজাকারা ও আলোচনা- করতে থাকুন এবং বুঝাতে থাকুন কেননা বার বার আলোচনা তাকরার ও মুজাকারা এবং বুঝানো মুমিনদের উপকারে আসবে।

কিতাব তাকরারে কমপক্ষে তিন ফায়দা

১) ঈমান তাজা ও মজবুত হয় ঈমানী নূর বেড়ে যায়, দেলের প্রশান্তি বৃদ্ধি পায়, ঈমানের দরজা বুলন্দ হয়।

সাবধান:- ঈমান বাড়েও না ঈমান কমেও না। ঈমানী নূর ও তাজাল্লী বেড়ে যায়।

২) ফায়দাঃ- যে,যে বিষয়ে বেশী-বেশী মুজাকারা করে তা, তার দেলে গেঁথে যায়।

ঈমানী মুজাকারা করলে ঈমান দেলে গেঁথে যায়।তদ্রুপ কিতাব বেশী-বেশী মুজাকারা হলে কিতাব দেলে গেঁথে যায় নতুবা ভুলে যেতে হয়? আরবী প্রবাদ বাক্য।

إذا تكرر علي اللسان ـ تكرر في القلب

যখন যে জিনিষ বেশী-বেশী মুখে উচ্চারণ করবে সেই কথা দেলে বসে যায়।

এজন্যই তো খারাবীর আলোচনা না করে ভালো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা উচিৎ কোননা যে কথা মানুষ বেশী শ্রবন করে সেটাই তার দেলে গেঁথে থাকে।

৩) ফায়দা :- আল্লাহ-তায়ালা তার সকল প্রকার অভাব-অনটন দূর করে দেন। সকল প্রকার সমস্যার সমাধান করে দেন। দুনিয়া ও আখেরাতের সকল প্রকার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবেন। এমনকি জেহেন শক্তি ও মেধা- শাক্তিও প্রশস্ত করে দেন। তবে সব প্রকার ভুল হতে বেঁচে থাকতে হয় যা পিছনে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার রহমতে দূনীয়াবী সকল প্রকার প্রয়োজন ও অভাব দূর হয়ে যায়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা বিবাহ-শাদী, যানবহন ইত্যাদি সকল প্রকার প্রয়োজন আল্লাহ তাআলা পূরা করেন।

যে কিতাবী মুজাকারা ও তাকরার বেশী বেশী করে তার উপর আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে আখেরাতের সকল বিপদ দূর করে দিয়ে জান্নাতুল ফেরদৌস দান

করেন। আল -ইমরান আয়াত নং ৬৮/ তাফসীরে মাজহারী, তাফসিরে কুরতুবী-

আমার শায়েখ (রহঃ) বলতেন, ইলেম পেতে হলে, সততা, সচ্চতা, সরলতা ও আন্তরিকতার সাথে চলতে হয়। এবং আড়ম্বরতা ছেড়ে দিয়ে

১) কুরবানী তথা ত্যাগ স্বীকার করা। ২) মুজাহাদা তথা মনের চাহিদার বিপরীত চলা। ৩) রোনাজারী তথা ক্রন্দন করা। ৪) রাত্রে উঠে বাদ তাহাজ্জুদ দোয়া, দূরুদ ইস্তেগফার বেশী-বেশী করতে থাকা।

হযরত আরো বলতেনঃ-

این تن آسانی و این تن پروری ؛, عاقبت سازد ترا از دین بری

অর্থঃ ভালো খাওয়া এবং ভালো পরার অভ্যস্থ হওয়া শেষ পর্যন্ত তোমাকে দ্বীন থেকে দূরে সরাবে।

سادگی و کہنگی کن اختیار ؛, تا کہ باشی در دو عالم بختیار

অর্থঃ সততা, সচ্চতা, সরলতা, আন্তরিকতা, পবিত্রতা, পরহেজগারী, ও সংযমী হওয়া এবং উদারতা অকৃত্রিম স্বভাব আর অনাড়ম্বরতা পূরাতন দের জীবন ব্যবস্থা যা সাহাবায়ে কেরামগন বা আসলাফ দের নমূনা তা গ্রহন করো। তাহলে তুমি দুনীয়া ও আখেরাতে ভাগ্যবান হবে।

আমার এক উস্তাদ মুহতারাম হযরতুল আল্লাম হাফেজ আজিজ আহমেদ সাহেব মেখলী (রঃ) বলতেন

علم را ہرگز نیاوی تا نداری شش خصال ؛, حرص کوتہ جذب کامل جمع خاطر کل حال

خدمت استاد باید ہم سبق خوانی مدام ؛, لفظ را تحقیق خوانی تا شوی مرد کمال

অর্থঃ- ছয়টি গুন ব্যাতীত ইলেম পাবেনা কখনও তুমি"" লোভ কমাবে, আগ্রহ বাড়াবে একাগ্রহতা সর্বদা""

করবে খেদমত উস্তাদের সবক পড়বে হামেশা★ শব্দের তাহকীক করলে পরে হবে কামেল আলেম তুমি।

আমার শয়েখ (রহঃ) বলতেন ইলেম পেতে হলে দরিদ্রতাকে নিয়ামত মনে করতে হবে অর্থ হাতে আসলে পারিশানী বৃদ্ধিপায় হযরত মাঝে মাঝে বলতেন, তিন কারণে তিন জিনিষ বেড়ে যায়।

১) শক্তি সামর্থ হলে পরিশ্রম বৃদ্ধি পায়। ২) বিবেক বুদ্ধি বৃদ্ধি পেলে পেরেশানী বেড়ে যায়। ৩) অর্থ হাতে এলে ফেৎনা সৃষ্টি হয়। পরীক্ষা এসে যায়।

কখনও কখনও এই কবিতা পাঠ করতেন।

جب تھی غربت سارے عالم کا راج تھا ؛,مال آیا تو راج ہاتھ سے چل گیا

অর্থঃ যখন মুসলমানের অভাব ছিলো,, তখন তাদের হাতে পুরা দুনিয়ার রাজত্ব ছিলো।

আর যখন মাল দৌলত হাতে আসল, রাজত্ব হাত ছাড়া হয়ে গেল।

আদর্শ বান ত্বলিবে ইলেম তো সেই যে গরীব অবস্থাকে নিয়ামত মনে করে।এবং মাল দৌলত ওয়ালা ব্যক্তিদের থেকে নিজেকে দূরে রাখে। আর সর্বদায় উস্তাদের পরামর্শ ক্রমে চলে ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্যেই নিজের জীবন কে ওয়াকফ করে দেয়। এবং জোর দার, জান তোড় মেহনত করে ইলমে দ্বীন অর্জন করতে চেষ্টা -কোশেষ করে। ও উস্তাদের পরামর্শক্রমে দ্বীন জিন্দা রাখার পথে, দ্বীন প্রচারের কাজে সময় ব্যায় করে। নিজের মন মত চলে না, পরামর্শের বিপরীত কোন কাজ করে না। ইলেম পাওয়ার পথে লেগে থাকার জন্যে উস্তাদের পরামর্শের বিকল্প আর কিছুই নেয়। উস্তাদের পরামর্শ বিহীন চললে শয়তানের অগ্রাসনে তার কালো হাতের আঘাতে ধ্বংস হওয়া ছাড়া আর কোনই পথ থাকবেনা।পরামর্শ করে চলার সুন্নত তরীকা, মুজাদ্দিদে আলফে ছানী শায়েখ আহমদ সার হিন্দী (রঃ) তার মাকতুবাতে লিখেছেন।

اتباع سنت البتہ منجی ست و مشیر خیرات و برکات ست۔ ودر تقلید غیر سنت خطر در خطر ست

مکتوبات ربانی - مکتوب اول صفہ ۳۹

অর্থ সুন্নতের অনুসরন নিঃসন্দেহে নাজাতের পথ। আর বরকত ও কল্যান এর সুপথগামী। এবং সুন্নতের বিপরীত চলার মধ্যে ক্ষতিই ক্ষতি। তাই সকল ত্বলিবে ইলেমের জন্য একান্ত জরুরী বিষয় বেদআত ছেড়ে দিয়ে সুন্নতের উপর নিজের জীবন গড়ে তোলা।তাহলেই আল্লাহ তায়ালা ইলেম ও মালুমাতের মাধ্যমে তাঁকে হেদায়েতের পথে রাস্তা দেখাবেন এবং আল্লাহ তাআলা তাকে মাকবুল বান্দা হিসাবে গ্রহন করে নেবেন।

ত্বলেবে ইলেমের জন্য ইত্তেবায়ে সুন্নত ও ইখলাসের সাথে ইলেম অর্জনের পিছে সময় ব্যায় করাই জিকির তুল্য।ইলেম অর্জনই ত্বলেবে ইলেমের জন্য জিকির। সর্বদায় ইলেম অর্জনে লেগে থাকবে। মাসনুন দোয়া পাঠ করবে।রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ পড়বে।সুন্নত মোতাবিক জীবন গড়বে ইহায় ত্বলিবে ইলেমের জন্য উত্তম জিকির হ্যাঁ প্রত্যহ কুরআন মাজীদ অবশ্যই তেলাওয়াত করবে। মুজাদ্দিদে আলফে সানী(রঃ) বলেন

ہر عملیکہ بروفق شریعت غرہ کردہ آید داخل ذکرست گرچہ خرید و فروخت باشد مکتوبات اول ص۱٤۲

অর্থঃ যে আমলই শরীয়ত ও সুন্নত অনুযায়ী করা হয় তাই জিকির। যদিও ক্রয়- বিক্রয় হোক না কেন?

الهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا ـ الهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا

আয় আল্লাহ-তায়ালা আমাদের হক্ককে হক হিসাবে বোঝার তৌফিক দান করুন। এবং তা অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করুন।এবং বাতেল কে বাতেল বুঝে বাঁচার তৌফিক দিন।

সংক্ষিপ্ত কথা

মেজে হুজুর আল্লামাহ মুজাফ্ফার আহমাদ সাহেব রহঃ এর মাকুলা,মুহতামিম মেখল মাদ্রাসার। সহীহ দ্বীনের উপর চলতে হলে।

আদব-ত্বলব সহকারে পরামর্শ ক্রমে সুন্নত মেনে চললেই সহিহ রূপে দ্বীন ধরে রাখা সম্ভব হবে বলে আশা রাখি। ইনশা আল্লাহু তাআলা।

পরামর্শের নিয়ম

(১) মাশওয়ারা এর মধ্যে ৬টি শব্দ

১.মুজাকারা ২.মুফাকারাহ ৩.ইস্তেখারাহ ৪.মাশওয়ারাহ ৫.তাকলীদ ৬.ইত্বেবা

একজনকে মুরব্বি মেনে নিয়ে তার নিকট তাকাজা পেশ করবো এটাই হবে সর্ব প্রথম কাজ এটাকেই বলে মুজাকারাহ

(২) মুফাকারাহ :- গভীর চিন্তা ফিকির করা অর্থাৎ মুরুব্বি ও নিজে উভয়জন অত্র বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকা।

(৩) ইস্তেখারা :- আল্লাহ-তাআলার নিকট হতে অত্র বিষয়ের সুফল চেয়ে নেয়া। মুরব্বি এবং নিজে উভয়েই ইস্তেখারাহ করবে।

(৪) মশওয়ারাহঃ- পরামর্শ করা মাথা ঘামানো,যুক্তি করা, শলা করা, ফিকির করা, উভয়ই মাথা ঘামাবে।মাশওয়ারায় বসেই তিন আমলঃ-১)আমিরে ফয়সাল নিযুক্ত করা।২)তাকাজার উমুর গুলো লেখে নেয়া।৩) প্রত্যেকের নিকট থেকে রায় শ্রবন করা।এর পর আল্লাহ- তাআলার দিকে মুতায়াজ্জিহ হয়ে মুরব্বী একটা ফয়সালা দেবেন।

(৫) তাকলীদঃ- মুরব্বির উপর আস্থা রেখে, মুরব্বীর ফয়সালা মেনে নেয়া।

৬) ইত্বেবাঃ- মুরব্বীর ফায়সালা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। এটাকেই বলে কুরআন-সুন্নাহ মুতাবিক জীবন গড়া বা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ও আনুগত্য করা। আর নিজের নফসের লাগাম উস্তাদের হাতেই তুলে দেয়া নিজস্বমত اظہار বা প্রকাশ না করা। তবেই সরল ও সঠিক পথের আশা করা যায় ,ইনশা- আল্লাহু- তাআলা।

তাই এক শায়ের বলেনঃ-

بے مربی کے تواند طفل دانش ورشدن ★ قطرہ را امکان نباشد بے صدف گوہر شدن

অর্থ:-মুরব্বি ছাড়া বাচ্চা কখনও হয়না জানো জ্ঞানী

পানির ফোঁটা ঝিনুক ছাড়া হয়না কখনো মুতি ;'.

আমার এক উস্তাদে মুহতারাম হযরতুল আল্লাম শাইখুল হাদিস আঃ খালেক সাহেব নোয়াখালী দাঃ বাঃ। চৌমহনী , নোয়াখালী ইসলামীয়া মাদ্রাসা ও রামগতী কলাকোপা মাদ্রাসা। তিনি বলতেন

উলামা হযরতদের জন্য আরো তিন নছিহত

(১) দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে যথা সাধ্য-সাধ্যমত মদদ, নছরত, ও সহযোগিতা করবেন।

(২) উলামাদের মাজলিসে উপস্থিত থাকার চেষ্টা কোশেষ করবেন। সম্ভব হলে সু-পরামর্শ দেবেন।

(৩) সদা সর্বদায় মাদ্রাসায় জমে বসে লেগে থেকে ত্বলাবা দিগকে, ঈমান - ইক্বীন, ইলেম-আমল আদব- আখলাক, সবর-ইস্তেগানা, ইস্তেকামত, তাকওয়া তাওয়াফুল, ইখলাছ, সুন্নতের গুনে গুনান্বিত করে মানুষ রুপে গড়ে তুলতে চেষ্টা কোশেষ করতে থাকা। অর্থের লিপ্সায় না পড়া।

অর্থের ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলাই করবেন, একথার ইয়াকীন অন্তরে রেখে মেহনত করতে থাকা।

দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে, ধরে রাখতে হলে

১)নিজে জমে বসতে হবে।২)অপরের নিকট থেকে সহযোগিতার আশা ছাড়তে হবে। আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা ও আস্থা রাখতে হবে।৩)এলাকাবাসির নিকট ঠকে থাকতে হবে। কোন বিষয়ে নিজে কেচ কামারী করবোনা।কেউ আমার নামে কেচ করলেও আমি কেচ করতে যাবো না।কারো নিকটে নালিশ দিতে যাবো না।

সংক্ষিপ্ত নসিহত

হযরতুল আল্লাম শায়খুল হাদীস আল্লামাহ আব্দুল কাইয়ুম সাহেব রহঃ এর মাকুলা হাটহাজারী মাদ্রাসা

১) মুরব্বি মানতে হবে। ২) মুরব্বীর মাশওয়ারায় চলতে হবে। ৩) দাওয়াত, তালীম, তাজকীয়া বা আত্মশুদ্ধির মেহনত করে ঈমান, এক্বীন, ইলেম আমল, আদব, আখলাক, তাকওয়া, তাওয়াককুল, সবর ইস্তেগনা, ইস্তেকামত, ইখলাস, সুন্নত, এসকল গুনে গুণান্বিত হওয়ার চেষ্টা কোশেষ করতে হবে। ৪) লোভ লালসা, আকাংখা, রাগ, মিথ্যা, পরনিন্দা,"লজ্জাদেয়া,কৃপণতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার ও রিয়া,"বা লোক দেখানো কর্ম কান্ড থেকে দূরে থাকা। ৫) আরবী নেড়া মুন্ডু ইবারত ইরাব দিয়ে পড়তে শেখা। ৬) প্রত্যেকটি ইবারতের আমেল-মামুল চিনতে পারা। ৭) আরবী ইবারতের সহীহ তারকীব করতে পারা। ৮) ইবারতের হুবহু তরজমা করতে পারা যাকে বলে ইবারাতুন্নছ বুঝতে পারা। ৯) আরবী ইবারতের মুহাবারাহ বা প্রচলিত তরজমা মাতৃ ভাষায় বলতে পারা। ইবারতের সঠিক মাফহুম, মাকছাদ বুঝতে পারা যাকে বলে ইশারাতুন্নছ, দলালাতুন্নছ এবং ইবারত থেকে মাসআলার ইস্তেম্বাত ও ইস্তেখরাজ করতে পারা। যাকে বলে ইকতেজায়ুন্নছ বা ইবারতে কি চাচ্ছে তা বলতে পারা। ১০) কোন হাদিস সহীহ,কোনটি জয়িফ,কোন হাদিস গ্রহণ যোগ্য, কোন হাদিস আমলের যোগ্য, আবার কোনটি আমলের উপযুক্ত নয় ।এটিও আল্লাহ তায়ালার রহমতে বলতে পারা ও বুঝার তাওফিক হাসিল করা। এটাই এ মাসলাকুস সুনানের মেহনত ।যাকে এভাবেও বলা হয়ে থাকে কমপক্ষে দশ প্রকার মালুমাত ও আল্লাহ তাআলা প্রদত্ব্য ইলেম অর্জন করায় এই মাসলাকুস সুনানের কাম। ১.ইলমে ক্বিরাত। ২.ইলমুল লুগাত। ৩.ইলমুস সরফ। ৪.ইলমু ন্নাহু। ৫.ইলমে মানতিক। ৬.ইলমুল বালাগাত, অলংকার সাস্ত্র। ৭.ইলমে হিকমত। ৮.ইলমে হিসাব। ৯.ইলমুল উসুল। ১০.ইমুল আকাঈদ।

এই দশ প্রকার মালুমাত অর্জন করে কুরআন, তাফসির, হাদীস, ফেকাহ পড়লে আল্লাহ-তায়ালা প্রদত্ত ইলেম হাসিল হবেই ইনশা-আল্লাহু তায়ালা। যেটাকে এক কথায় বলা হয় আমরা ত্বলাবা দিগকে মুসতাঈদ مستعيد

বানাতে চেষ্টা করি ।যাতে মানুষ রুপে গড়ে উঠে ।যেটাকে মুফতীয়ে আযম সাহেব রহঃ বলেছেন

فہمیدہ خوانید وضبط کنید

বুঝে বুঝে পড়বে এবং ইয়াদ ও মুখস্থ করে নেবে।

و ما توفيقي الا بالله و عليه توكلت واليه انيب

ولا حول ولا قوة الا بالله

سبحا نك اللهم وبحمد ك اشهد أن لا اله انت استغفرك واتوب إليك

শেষ কালাম আহকারুল আনাম বান্দাহ আঃ রাজ্জাক এর জমাকৃত হযরতুল আল্লাম মুফতি সাইফুল ইসলাম সাহেব রহঃ তথা হাতিয়ার হযরতের মুখনিঃসৃত বানী

দারুল উলুম দেওবন্দের মূলনীতি রেসালাটিও

মুতালাআহ করা একান্ত জরুরী।

দোয়ার প্রার্থী

যদি ভাষাগত কোন ত্রুটি ধরা পড়ে সেটা বুঝেনেব আমরা লিখতে ভুল করেছি। হাতিয়ার হযরত (রহঃ) ঠিকই বলেছিলেন। কিন্তু আমাদের লিখতে ভুল হয়েগেছে। তাই সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী আগামী সংস্করণে যেন আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় শুধরিয়ে নিতে পারি। আর সকলের নিকট আশাবাদী কারো নিকট হযরতের লিখিত কোন মুসাওয়াদাহ হেফাজতে থাকলে হয় নিজেরা দয়া ও মেহেরবানী করে প্রকাশ করলে আল্লাহ তাআলা জাঝায়ে খায়ের দিবেন। ইনশাআল্লাহ তায়ালা ।এবং উম্মতের নাজাতের উসিলা বনবে বলে আশা করছি। আর সম্ভব না হলে অত্র নম্বরে যোগাযোগ করে মুসাওয়াদাটি মেহেরবানী করে পৌঁছে দিলে ভালো হয়। আল্লাহ

তাআলা সকলকে জাঝায়ে খায়ের আতা ফরমান। আল্লাহ তাআলা সকলকে কবুল করুন।আমাদের এই ক্ষুদ্র মেহনতকেও হে আল্লাহ তায়ালা দয়া ও মেহেরবানী করে কবুল করুন। একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই এমেহনত।নামযশ উদ্দেশ্য নয়!হে আল্লাহ তায়ালা এই ক্ষুদ্রতম চেষ্টার মাধ্যমে উম্মতে দাওয়াতি দিগকে হেদায়াত দান করুন।ও উম্মাতে ইজাবতি দিগকে সকল প্রকার ফেতনা থেকে হেফাজতে রাখুন।

اللهم أمين يا رب العالمين

মোবাঃ- ০১৭৩৮৮৭২৪৫৪- ০১৯৮৩০২৭১৭১

দ্বিতীয় অধ্যায়

দারুল উলুম দেওবন্দের মূলনীতি

بسم الله الرحمن الرجيم

যেকোনো ভালো কাজের শুরুতে আট থেকে দশটি জিনিস লিখতে বা পড়তে হয (১) বিসমিল্লাহ শরীফ পড়তে হয় (২) হামদ্ ও ছানা (৩)দুরূদ(৪)সালাম (৫) শাহাদাত(৬) দোয়া (৭)ইস্তেগফার(৮)আম্মাবাদ ৯)তাক্বওয়ার তিন আয়াত ১০)নিয়তের হাদীস

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على خير خلقه محمد و اله و اصحابه اجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم اهدنا الصراط المستقيم و نشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له ونشهد ان سيدنا و سندنا و حبيبنا و مولانا محمدا عبده و رسوله

امابعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم و اوثق العرى كلمة التقوى و خير الملل ملة ابراهيم عليه السلام و خير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم و اشرف الحديث ذكر الله واحسن القصص هذا القرآن و خير الا مور عوازمها و شر الا مور محدثاتها و كل محدثة بدعه و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب انى مغلوب فانتصر رب زدنى علما نافعا و رزقا طيبا و عملا متقبلا

رب يسر و لا تعسر وتمم علينا بالخير رب اشرح لى صدرى ويسرلى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقه قولى اللهم الطف بناف فى تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسيراللهم اجعل نفسى متمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك اللهم ارزقنى فهم النبيين و حفظ المرسلين والملائكة المقربين اللهم عمر لسانى بذكرك وقلبى بخشيتك و سرى بطاعتك اللهم نجنا من ظلمات الوهم و اكرمنا بنورالفهم و افتح علينا ابواب رحمتك و نشر علينا خزائنا علمك سبحانك لا علم لنا الا ماعلمتنا انك انت علام الغيوب

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم و صلى الله تعالى على النبى و اله و اصحابه و بارك و سلم

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ١يا ايها الذين آمنو التقو الله حق تقته ولا تموتن الا وانتم مسلمون آل عمران ١٩٢
٢ يا ايها الناس اتقو ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا ونسآء واتقوا الله الذي تسائلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا انساء ١ ٣ يا ايها الذين آمنو تقو الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا حزاب ٨٠ ٨١

قال رسول الله انما الأعمال بالنيات

সকল আমলের গ্রহনযোগ্যতা ও ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল ।কথা কাজ এক হবে ,কথা যাই বলি না কেন আমল করতেই হবে , শুধু আমল করলেই আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন হয় না এখলাস থাকতে হয়। শুধু এখলাসের মধ্যেমেই আমল মাকবূল ও গ্রহনযোগ্য হবেনা, সুন্নাত মানতে হবে ।তাই বলা হয় এখলাসের সাথে সুন্নাত মুতাবিক নেক আমল হলে নাজাত, জান্নাত ও সফলতার আশা করা যায়। আল্লাহ তায়ালা তৌফিক না দিলে সম্ভব নয়।

দারুল উলুম দেও বন্দের নামকরনঃ দারুল উলুম দেও বন্দ প্রথম দিকে মাদ্রাসায়ে ইসলামিয়া আরাবিয়া দেওবন্দ নামে পরিচিত ছিলো। পরবর্তীতে হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতভী (রহ) ১২৯৬হিজরী সনে নামকরণ করেন, "দারুল উলুম" যার অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়। দারুল উলুম দেও বন্দ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ ইসায়ী সনের ৩০শে মে মোতাবেক ১২৮৩ হিজরী সনে ১৫ মুহাররাম। দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল ২টি। এক. আল্লাহ তায়ালার সন্তষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার লক্ষ্যে ইলমে দ্বীনের বিলুপ্ত ধারার পুনর্জীবন দান। দুই. ১৮৫৭সালের ব্যর্থতার প্রতিকার সাধন।

মুলনীতি

ভারতের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দের মূলনীতি সারা বিশ্বের কওমী ও দেওবন্দী মাদ্রাসা সমুহ অনুসরণ করে থাকে। সে মূলনীতিকে সাধারনতঃ মূলনীতি অষ্টক বা উসূলে হাশতে গানা اصول ہشتگانہ বলা হয়

মূলনীতির রচয়িতা

হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতুভী (রা)পরাধীন ভারতে ধ্বসে পড়া ইসলামী শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে গন-চাদার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। সময় ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে সে ধারাকে সুশৃঙ্খল ভাবে টিকিয়ে রাখা এবং তার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ করে দারুল উলুম দেওবন্দের জন্য তিনি কতিপয় মূলনীতি প্রবর্তন করেছিলেন। ইতিহাসে এই মূলনীতি গুলোই উসূলে হাশতগানা' বা 'মূলনীতি অষ্টক' নামে পরিচিত। সেই নীতিমালায় তিনি এ কথাও উল্লেখ করেছেন, যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য মৌলিকভাবে এ সকল নীতিমালাকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করতে হবে।

প্রথম নীতি

যথাসম্ভব মাদরাসার কর্মচারী ও কর্মকর্তাদেরকে অধিকহারে চাঁদা আদায়ের বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজেও এর জন্য চেষ্টা করতে হবে, অন্যের মাধ্যমেও চেষ্টা করাতে হবে। মাদরাসার হিতাকাঙ্খীদেরও এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এর পরবর্তীতে হাকীমুল উম্মত হযরতুল আল্লাম

আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) উক্ত মূলনীতির সাথে বার্ধিত করে বলে),মাদ্রাসার মুয়াল্লিম,মুতাআল্লিম ও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং মুহিব্বিনগণ ভুল হতে বেঁচে থেকে অধিক হারে কুরআন তেলাওয়াত,তাহাজ্জুদ,পাচঁ ওয়াক্ত নামাজ জামতের সাথে তাকবীরে উলা সহকারে আদায় করার ইহতেমাম করবে সকল নেক আমল ইখলাসের সাথে করবে। এবং

প্রত্যেকেই সুন্নাত মুতাবিক জীবন পরিচালনা করাবে। তহলে ইনশাআল্লাহু তায়ালা লোকসমাজের নিকট হত পেতে কিছু চাওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা তাদের দিলের ভিতর তোমাদের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং আল্লাহ তায়ালার কুদরতি খাজানা থেকে জরুরত পুরা করার তাওফিক দেবেন! ইনশাআল্লাহ তা'য়ালা! দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সর্বপ্রথম চেষ্টা হবে নিজে যা পারি তা নিয়ে শুরু করা! প্রথমতঃ রাত্রে আল্লহ তায়া’লার থেকে নেবে দিনের বেলায় বান্দাদের মধ্যে বন্টন করবে! দ্বিতীয়তঃ ত্বলাবাদের মাধ্যমে সামান্য খেদমত নেয়া! ত্বলাবাদের খেদমতের মাধ্যমে জরুরত পুরা করার চেষ্টা কোশেষ করা বা ত্বলাবা ও অভিভাবকদের নিকট হতে কিছু আর্থিক নুছরত কবুল করা! তৃতীয়তঃ এটাও সম্ভব না হলে অর্থ সম্পদশালী আল্লাহ ওয়ালা এমন এক জন বা দুই জনের হাতে মাদ্রাসার সকল জরুরতের ভার দিয়ে নিজে ইনহিমাকের সাথে তালীমাতে লেগে থাকবে! আর আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা ও তাওয়াক্কুল করে ইসতেগনা আনিন্ নাস হয়ে চলতে থাকবে! তাহলে জরুরত আল্লাহ তাআ’লাই নিজ কুদরতের মাধ্যমে পূরণ করতে তাওফিক দিবেন! ইনশাআল্লাহু তায়ালা!

দ্বিতীয় নীতি

যেভাবেই হোক মাদ্রাসার ছাত্রদের খানা চালু রাখতে হবে বরং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে!

তৃতীয় নীতি

মাদরাসার শুরার সদস্য বা উপদেষ্টাগণকে মাদরাসার উন্নতি, অগ্রগতি এবং সুষ্ঠু সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের মত প্রতিষ্ঠার একগুঁয়েমী যাতে কারো মাঝে না হয় এ দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। উপদেষ্টাগণ নিজ নিজ মতের বিরোধিতা কিংবা অন্যের মতামতের সমর্থন করার বিষয়টি সহনশীলভাবে গ্রহণ করতে না পারেন তাহলে এ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিমূল দুর্বল হয়ে পড়বে। আর যথাসম্ভব মুক্ত মনে পরামর্শ দিতে হবে

এবং মাদরাসার শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টি লক্ষণীয় হতে হবে। নিজেরমত প্রতিষ্ঠার মনোবৃত্তি না থাকতে হবে। এ জন্য পরামর্শদাতাকে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে তার মতামত গ্রহণীয় হওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই আশাবাদী না হতে হবে। পক্ষান্তরে শ্রোতাদেরকে মুক্তমন ও সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তা শুনতে হবে। অর্থাৎ এরূপ মনোবৃত্তি রাখতে হবে যে, যদি অন্যের মত যুক্তিযুক্ত ও বোধগম্য হয়, তাহলে নিজের মতের বিপরীত হলেও তা গ্রহণ করে নেওয়া হবে। আর পরিচালকের জন্য পরামর্শ সাপেক্ষে সম্পাদনীয় বিষয়ে শুরার সদস্য বা উপদেষ্টাগণের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া অবশ্যই জরুরি। তবে মুহতামিম নিয়মিত শুরার সদস্য বা উপদেষ্টাদের থেকেও পরামর্শ করতে পারবেন। তবে যদি ঘটনাক্রমে শুরার সদস্য বা উপদেষ্টা পরিষদের সকল সদস্যের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ না হয় এবং প্রোয়োজন মাফিক শুরার সদস্য বা উপদেষ্টা পরিষদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যের সাথে পরামর্শক্রমে কাজ করে ফেলা হয় ।তাহলে কেবল এ জন্য অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত হবে না যে,আমার সাথে পরামর্শ করা হল না কেন?' কিন্তু যদি মুহতামিম কারো সঙ্গেই পরামর্শ না করেন, তাহলে অবশ্যই উপদেষ্টা পরিষদ আপত্তি করতে পারবেন।

চতুর্থ নীতি

মাদরাসার সকল শিক্ষক/উস্তাদগণকে অবশ্যই সমমনা ও একই চিন্তা চেতনার অনুসারী হতে হবে।

বর্ধিত অংশঃ- আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অনুসারী হয়ে সুন্নত মুতাবিক জীবন পরিচালনায় অবশ্যই ঐক্যমত পোষণ করতে হবে।

পঞ্চম নীতি

পূর্ব থেকে যে পাঠ্যসূচী নির্ধারিত রয়েছে কিংবা পরবর্তীতে পরামর্শের ভিত্তিতে যে পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করা হবে, তা যাতে সমাপ্ত হয়; এই ভিত্তিতেই পাঠদান করতে হবে। অন্যথায় এ প্রতিষ্ঠান সুপ্রতিষ্ঠিতই হবে না, আর যদি হয়ও তবু তা উপকারী হবে না।

বর্ধিত অংশঃ- ত্বলাবাদের যোগ্য, পারদর্শী, দূরদর্শীরূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট ও যত্নবান হতে হবে। তাই লেখাপড়ার বিষয়ে

(১) প্রত্যহ সবক নিতে হবে,দিতে হবে

(২) ত্বলাবাদের দ্বারা সামনের ইবারত পড়াতে হবে (৩) সবকের পিছনের আমুখতার খবরদারী করতে হবে

(৪) সবকের মাধ্যমে জাহিন-ফাহিম ত্বলাবাদের দিল তুষ্টি রাখতে হবে

(৫) দূর্বল ও জঈফ ত্বলাবাদের যোগ্য বানাতে চেষ্টা কোশেষ করতে হবে (৬) ইবারতের তরজমা,তারকীব, মাফহূম বুঝে নিয়ে নিজ ভাষায় ত্বলাবাগণ প্রকাশ করতে সক্ষম হচ্ছে কি না তার নজরদারী করতে হবে, শুধুমাত্র তুলাবাদের পড়িয়ে ছেড়ে দিলে চলবে না। প্রত্যেকটি ত্বলবে ইলেম (ক) ঈমান ইয়াকীন(খ) ইলেম (গ) আমল (ঘ) আদব-আখলাক (ঙ) ইখলাস ও (চ)সুন্নাত মোতাবেক জীবন গড়ে ও মানুষের মত মানুষরূপে গড়ে উঠছে কি না তার নজরদারী আমাকে ও আপনাকে করতে হবে। কেননা,আত্বফালুল মুসলিমীন এবং আমওয়ালুল মুসলিমীন প্রত্যেকের নিকট আমানত। সেই আমানতের যথাযথ হেফাজত করাই হলো আমার-আপনার জিম্মাদারী। হে আল্লাহ আপনি তাওফীক দান করূন।

امين يا رب العالمين وما توفيقي الا بالله وعليه توكلت واليه انيب

ষষ্ঠ নীতি

এ প্রতিষ্ঠানের জন্য যতদিন পর্যন্ত কোন স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হবে; ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআ'লার প্রতি নির্ভরশীলতার শর্তে তা এমনিভাবেই চলতে থাকবে। কিন্তু যদি স্থায়ী আয়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যেমন কোন জায়গীর লাভ, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, মিল ফ্যাক্টরী গড়ে তোলা কিংবা বিশ্বস্ত কোন আল্লাহ ওয়ালা ধনাঢ্য ব্যক্তির অনুদানের অঙ্গীকার ইত্যাদি ব্যবস্থা হয়ে যায় আর তারই কারণে যদি এরূপ মনে হয় আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভয় ও আশার দিকটা দোদুল্যমান অবস্থা দেখা দিচ্ছে অথচ যা মূলতঃ

আল্লাহমুখী হওয়ার মূল পুঁজি ছিল, তা হাত ছাড়া হয়ে যাবে ও গায়েবী সাহায্যের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও কর্মচারীগণের মাঝে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও কলহ বিবাদ দেখা দিবে। তাহলে তথা থেকে ফিরে থাকবে। বস্তুতঃ আয় আমদানি ও গৃহাদি নির্মাণের বিষয়ে অনেকটাই অনাড়ম্বরতা ও উপায় উপকরণহীন অবস্থা বহাল রাখার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

বর্ধিত অংশঃ- আল্লাহ তাআলার উপর অগাধ বিশ্বাস তায়াল্লুক মাআল্লাহ ও তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ অন্তরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবং ইস্তেগনা আনিন নাস হয়ে চলতে হবে।

সপ্তম নীতি

সরকার ও আমীর উমারাদের সংশ্লিষ্টতাও এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির কারণ।

অষ্টম নীতি

যথা সম্ভব এমন ব্যক্তিদের চাঁদায় প্রতিষ্ঠানের জন্য অধিক কল্যাণময় হবে; যাদের চাঁদা দানের মাধ্যমে সুখ্যাতি লাভের প্রত্যাশা থাকবে না। বস্তুতঃ চাঁদা দাতাগণের সৎ নিয়ত প্রতিষ্ঠানের জন্য অধিক স্থায়ীত্বের কারণ হবে বলে মনে হয়।

বর্ধিত অংশঃ- অর্থাৎ যারা ইখলাসের সাথেই দান করেন, দান করে খোঁটা দেন না প্রকাশ করেন না সৌজন্য মূলক কাছুই আশা করেন না। তাদের দানই প্রতিষ্ঠানের জন্য কল্যাণকর হয়।

আমার শায়েখ হযরতুল আল্লাম মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব রহঃ বলতেন মাসলাকে উলামায়ে দেওবন্দ বলতে পাঁচটি গুণকে বুঝাই।

এক, আল্লাহ তায়ালার মুহাব্বত এবং ইসলামের মুহাব্বত দিলে থাকতে হয়।

দুই, রাসুল (সঃ) এর মুহাব্বত সকল মাখলুকের মুহাব্বত থেকে প্রাধান্য পেতে হয়।

তিন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে আলোকিত করতে হয়।

চার, সর্বদায় দ্বীন প্রচার ও প্রসারের চিন্তায় দিল মগ্ন রাখতে হয়।

পাঁচ, সকল প্রকার কুফর, শিরক, বেদাআত, কুসংস্কার ও কু প্রথা হতে নিজে বেঁচে থেকে তাওহীদে খালেছের উপর গভীর বিশ্বাস রাখতে হয়। এই পাঁচ গুণে গুণান্বিত উলামাগণকে উলামায়ে দেওবন্দ বলে।

আমার শায়েখ বলেছেন হযরত আল্লামা মুফতীয়ে আজম ফয়জুল্লাহ রহঃ বলতেন দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য দশটি।

এক, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

দুই, প্রত্যেকেই আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করা।

তিন, দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা।

চার, ইসলামী ইলমে দ্বীন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ আলেমে দ্বীন ও দায়ীয়ে ইলাল্লাহ তৈরি করা।

পাঁচ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশুদ্ধ আকিদা ও বিশ্বাসের বাস্তবায়ন করা।

ছয়, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) গণ ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদ্বীনের গবেষণালব্ধ কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান-বিজ্ঞান ইলমে দ্বীন চর্চার মাধ্যমে দ্বীন সংরক্ষণ এবং বিশ্ববাসীর নিকট সুন্দর ও সাবলীল পন্থায় তথা হিকমাত, হুসনে তাদবীর, হুসনে আখলাক ও হুসনে কালামের মাধ্যমে তা উপস্থাপনা করা।

সাত, ইসলামী তাহজীব তামাদ্দুন বা কৃষ্টি কালচার ও ঐতিহ্যের হেফাজত করা।

আট, সকল ভ্রান্ত মতবাদ ও সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারের মূলতপাটন করা।

নয়, ইসলামী সহীহ আকিদা ও বিশ্বাস জন সম্মুখে তুলে ধরা।

দশ, সর্বোপরি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা ও বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে ইখলাস ও একনিষ্ঠতা এবং ঈমান ও ইহতেসাব তথা সওয়াব প্রাপ্তির মনোভাবাপন্ন হয়ে ইসলাম হেফাজতের লক্ষ্যে দাওয়াত ইল্লাল্লাহ ও তালিম লি-অজহিল্লাহে নিয়োজিত আলেমে দ্বীনের জামায়াত তৈরি করা যারা হবে রুহবানুল্ লাইল ও ফুরসানুন্ নাহার এর ন্যায় আলেমে দ্বীন। হযরত আল্লামা মুফতীয়ে আজম ফয়জুল্লাহ রহঃ আরো বলতেন তালীম-তায়াল্লুম দরস-তাদরীস ইলেম শিখা এবং শিখানো মাদ্রাসার রূহ বা জান। মাদ্রাসা বড় বড় ইমারত ও দালান কোটার নাম নয়। সহীহ তরীকায় ইলেম শিখা- শিখানো এবং সুন্নতের উপর আমল যদি গাছের নিচেও হয় তাহলে তাকেই বলে মাদ্রাসা। যেমন হয়েছিল ডালিম গাছের নিচেই দেওবন্দ মাদ্রাসা। হযরত আল্লামাহ মুফতীয়ে আজম (রহঃ) আরো বলতেন,কিতাবের তিন চার আঁকের মাঝে যে ইলেম আছে তাই ত্বলাবাদের জেহেনে কবুল করে নিলেই যথেষ্ট।আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায়।লম্বা লম্বা তাকরীর করে ত্বলাবাদের জেহেন বিক্ষিপ্ত না করা।কেননা, এক কিতাবের হাশিয়া ও শরাহ অন্য কিতাবের মতন। আর মতন অর্থ পীঠ বা মেরুদন্ড।যার মেরুদন্ড যত বেশি শক্ত সেতত বেশি বোঝা বহন করতে পারে। তাই উপরের কিতাবের মতনের কথা নিচের কিতাবে মুজাকারা করা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়। মুফতীয়ে আজম (রহঃ) আরো বলতেন,ইলম,আমল,ইখলাস, সুন্নত এই চারটি গুণ একত্রে সমন্বয় করে মেহনত করার উদ্দেশ্যেই দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতির্ষ্ঠিত হয়।

হযরতজ্বী আরো বলতেন,
আমাদের দেওবন্দীদের মেহনতের

মাকসাদঃ- আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হাসিল করা।

বিষয়বস্তুঃ- দ্বীনি-দাওয়াত,দ্বীনি- তা'লীম,তাজকীয়ায়ে নফস আত্মশুদ্ধির মেহনত সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা।

গায়াত-গরজ ফায়দা ও লাভঃ- সফলতা অর্জন করা

দুনিয়াতে শান্তি,আখেরাতে মুক্তি।

আমার শায়েখ হযরাতুল আল্লাম মুফতি সাইফুল ইসলাম সাহেব রহঃ (হাতিয়ার হযরত) এর বাণীঃ

১.সব কাম হয় ছলে বলে কলে কৌশলে, ইলমে দ্বীনের মেহনত হয়না কখনও আল্লাহ তায়ালার রহমত শামেলে হাল না হলে।

২.আল্লাহ তায়ালার রহমত পেতে হলে কুরবানী,মুজাহাদা,রোনাঝারী,দোয়া দুরূদ,ইস্তেগফার করতে হয় সর্বকালে। ৩.কুরবানী,মুজাহাদা, রোনাঝারী,দোয়া দুরূদ ইস্তেগফার এই উম্মতের সফলতার হাতিয়ার।

৪.সফলতা বলতে বোঝায় দুনিয়াতে শান্তি,আখেরাতে মুক্তি এটাই সকল আমলের ফায়দা বা লাভ।

৫.আমাদের সকল মেহনতের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন। ৬.প্রত্যেক আমলের বিষয়বস্তু আমল অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে,তবে সব আমলেরই মাকসাদ বা উদ্দেশ্য একটি,আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের থেকে নিষেধ করা জরুরী।

৭.যেমন দ্বীনের বিষয়বস্তু দাওয়াত,তালীম,তাজকীয়া আর দাওয়াত তাবলীগের বিষয়বস্তু ৬টি ১.গাশত ২.দাওয়াত ৩.তা'লীম ৪.মাশওয়ারা ৫.তাশকীল ৬.খুরূজ। আর মাদ্রাসা ওয়ালাদের তা'লীমের বিষয়বস্তুও ৬টি ১.সবক নিতে হবে দিতে হবে। ২.ত্বলাবাদের দ্বারা সামনের ইবারত পড়াতে হবে। হবে। ৩.পিছনের লেখা পড়ার খবরদারী করতে হবে ৪.সবকের মাধ্যমে জাহীন ফাহীম তুলাবাদের দিল তুষ্টি রাখতে হবে। ৫.দূর্বল ও জয়ীফ ত্বলাবাদের উঠাতে চেষ্টা কোশেষ করতে হবে। ৬.প্রত্যেক ত্বলেবে ইলেম ইবারতের তরজমা, তারকীব, মাফহূম বুঝে নিয়ে ত্বলাবাগণ নিজ ভাষায় বলতে পারছে কিনা তার নজরদারী করতে হবে।যেটাকে এক কথায় বলা হয়, ফাহমীদাহ খানেদ ও জ্ববত কুনেদ অর্থাৎ বুঝে বুঝে পড়ুন এবং ইয়াদ রাখুন। হাতিয়ার হযরত রহঃ আরো বলেছেন, মুফতিয়ে আজম সাহেব রাঃ

বলতেন,লেখাপড়া মাদ্রাসার রূহ বা জান, জান না থাকলে যেমন বেঁচে থাকে না তদ্রুপ লেখা পড়া না থাকলে সেটাকে মাদ্রাসা বলা চলে না।

তাজকীয়ে নফসঃ- বা আত্মশুদ্ধির মেহনতের বিষয়বস্তুও কমপক্ষে ৬টি। ১.ঈমান-ইয়াকীন ২.তাকওয়া ৩.তাওয়াক্কুল ৪.ইখলাস-আখলাক্ব ৫.সবর ও ইসতেক্বামাত ৬.সুন্নত।

দাওয়াত ওয়ালাদের মেহনতের ময়দান-৩ দলের মাঝে-বেদ্বীন/দ্বীন হীন,বদ দ্বীন ও বে-ত্বলব ব্যক্তি বর্গ ৩ মহলে-ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাষ্টীয় জীবন এবং কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সকল উম্মত অর্থাৎ সর্বদায় তাদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে মেহনত করতে থাকা।

তা'লীম ওয়ালাদের ময়দানঃ- বা-ত্বলব ব্যক্তি বর্গ অর্থাৎ ত্বলেবে ইলেম তথা তাদের সঙ্গেই সর্বদায় লেগে থেকে মেহনত করে নিজের এবং ত্বলাবাদের ঈমান-ইয়াকীন এলেম আমল, ইখলাস-আখলাক্ব, তাকওয়া তাওয়াক্কুল, সবর ও ইসতেক্বামাত, ও সুন্নতের উপর অটল ও পারদর্শীরূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া।আর তাযকীয়ে নফস বা আত্মশুদ্ধি তথা পীর-মাশায়েখদের মেহনতের ময়দান সকল উম্মতে মুহাম্মাদী অর্থাৎ বেদ্বীন/দ্বীন হীন,বদ দ্বীন,বে ত্বলব, বা- ত্বলব এবং কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা সকল উম্মত। তাই যিনি যখন যেই ময়দানে মেহনত করবেন তার বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে মেহনত করলে মেহনতের মাধ্যমে পরিপূর্ন ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবো,ইনশা আল্লাহু তায়ালা।

মাসলাকুস্ সুন্নাহঃ- তথা মাসলাকে মুফতীয়ে আজম অর্থাৎ মেখল-হাতিয়া মাদ্রাসার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ও মূলণীতি আছে যা কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী এবং দেওবন্দের মূলণীতির সাথে মিল রেখে যেটা মূলণীতি অষ্টকের তর্ধিত অংশ বলে এখানে লেখা আছে ! এবং আরো কিছু ণীতি মালা যা নিম্নরুপ।

চতুর্থ ণীতির পরঃ- জামা. টুপি. পাগড়ী. লুঙ্গী. দাঁড়ী. মেসওয়াক. ঢিলা কুলুখ. অবশ্যই সুন্নাত মুতাবেক হতে হবে,.!

পঞ্চম নীতির পরঃ- লেখা পড়ার জন্য উর্দূ খানায় কমপক্ষে ২৭ খানা কিতাব ভাল ভাবে পড়ে উর্দূ ভাষার উপর যোগ্যতা অর্জন করে মাস'আলা বুঝে নিয়ে ফার্সি খানায় তারাক্কী নিবে এরপর ফার্সি খানার ফার্সি পহলী.মাসদারে ফুয়ুজ.তাইসির ইত্যাদি কিতাব গুলো পড়ে ফার্সিভাষার উপর যোগ্যতা অর্জন হলে মিজান-মুনশায়িব কিতাব হাতে নিবে, এবং মিজান মুনশায়িবের মতন পড়তে ও তাকরার করার যোগ্য হয়ে যথাসম্ভব ছহীহ ও তালীলের সিগা বুঝতে ও বলতে পারলে এবং তার সাথে গুলিস্তা.বোস্তা.মালাবুদ্দা মিনহু. পড়ে নিবে! এরপর নাহুমীর কিতাব শুরু করবে, নাহুমীর. জুমাল. তাতিম্মা. খুলাছা. ও শরহে মিয়াতে আমেল ইত্যাদি কিতাব পড়ার পর হেদায়াতুন্নাহুসহ অন্যান্য কিতাব পড়ে কাফিয়া জামাতে তারাক্কী নেবে তবে লক্ষনীয় বিষয় প্রত্যেকটি ত্বলেবে ইলেম যেন আরবী ইবারত ইরাব দিয়ে পড়তে সক্ষম হয়। এবং ইবারতের তরজমা তারকীব মাফহুম বুঝে নিয়ে নিজ ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। এভাবেই শরহে জামী ,শরহে বেকায়া,হেদায়ে আওয়ালাইন, হেদায়ে আখেরাইন, জামাত গুলো ভালো ভাবে যোগ্যতা অর্জন করে -করে পড়বে এরপর মেশকাত ও তাকমীলের জামাতে অংশ গ্রহণ করতে আশাবাদি হবে। এটাও স্বরন রাখবে যে কমপক্ষে দশ প্রকার মালুমাতে যোগ্যতা ও পারদর্শীতা অর্জন ব্যতিত তাকমীল বা দাওরায়ে হাদিসে অংশ গ্রহণ করা পাগলামী ছাড়া আর কিছু ই নয়। নাম কেনা ছাড়া আর কি হতে পারে?

দশ প্রকার মালুমাত তথা :-১ ।ইলমুল ক্বিরাত ২ ।ইলমুল লুগাত ৩ ।ইলমুস ছরফ ৪ ।ইলমুন্ নাহু ৫ ।ইলমুল মানতিক ৬ ।ইলমুল বালাগাত ৭ ।ইলমুল হিকমাত ৮ ।ইলমুল হিসাব ৯ ।ইলমুল আকাইদ ১০। ইলমুল উসুল, (উসুলুল ফিক্বহী ও উসুলুল হাদীস) উসুলুল ফিক্বহী অর্থাৎ উসুলে ফেকাহ ,তথা কমপক্ষে উসুলে শাশী,নুরুল আনোয়ার, কিতাব পড়ে বুঝে নিবে। উসুলুল হাদীস তথা কমপক্ষে নুখবাতুল ফিকার কিতাব টি পড়ে এবং বুঝে নিয়ে ,এর পর তাকমীল/দাওরায়ে হাদীসে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা পোষণ করবে। তবেই দ্বীনের হাকিকত বুঝতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহু তায়ালা

এর পরে ত্ববীল সময় খরচ করে,বড়দের সোহবতে লেগে থেকে দারুল মোতালাআয় সময় দিয়ে হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ, ফতুয়া, ফারায়েজে যোগ্যতা পারদর্শীতা দূরদর্শীতা অর্জন করে বিশ্বস্থ বলে গন্য হতে পারলেই দ্বীন -ঈমান রক্ষা করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায়, এই সাথে মুফতীয়ে আযম (রাঃ)এর লিখিত রেসালা গুলো সদা সর্বদায় মোতালাআয় রাখতে চেষ্টা করা। তন্মধ্যে হতে

حق کی رہنمائی 2 اصلاح النفوس 3 پیروی سنت 4 ادعیۂ ماثورہ 5 طریقۂ نیت 6 اظہار المنکرات الشائعہ 1 فی المدارس والجلسات الرائحہ

আরো অন্যান্য রেসালা গুলো মোতালাআয় রাখা। এবং হাকীমুল উম্মাত হযরাতুল আল্লাম আশরাফ আলী থানবী (রা)এর লেখা العلم والعلماء কিতাব টি মোতালায়া করা।সেই সাথে ইমাম আযম(রা)এর হায়রাত আনগীঝ ওয়াকিয়া حیرات انگیز واقعہ-কিতাব টি এবং ইমাম আযমের নসিহাত এক বিশিষ্ট শাগরেদের উদ্দেশ্যে কিতাব টি মুতালায়া করা। দ্বীন ধরে রাখার লক্ষে প্রত্যাহ ফাজায়েলে আমল ,ফাজায়েলে ছাদাকাত, হায়াতুস সাহাবা,থেকে কিছু অংশ মুতালাআয় রাখা।

মুদ্দা কথাঃ- সকল বিষয়ের উপর যোগ্যতা অর্জন করা ব্যতিত দাওরায়ে হাদীসে অংশ গ্রহণ করা বৃথা। এজন্য ই দেওবন্দের দারুল উলুমে বলা হতো ,দাওরায়ে হাদীসের জন্য সুল্লাম ,মাইবুঝি, কিতাব দ্বয় মাওকুফ আলাইহি।

সপ্তম ,অষ্টম নীতির পর :- তিন যায়গা হতে অর্থ গ্রহণ করা থেকে দুরে থাকলে ভালো হয়। ১. সরকারী অনুদান গ্রহণ না করা। ২.বিদেশী সংস্থা থেকে অনুদান গ্রহণ না করা। ৩.শিল্প পতি,কোটি পতি হতে অনুদান গ্রহণ না করা। গরীব মহল থেকে কিছু সহযোগিতা করলে গ্রহন করায় দোষ নেই তথাপিও সতর্কতা অবলম্বন করলে ভালো হয়। তবে আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত কারো নিকট নিজের অভাব ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করবেনা। আল্লাহ তায়ালার উপর ভরষা করে নিজ জিম্মাদারী আদায় করতে থাকা। আল্লাহ

তায়ালার গায়েবী খাজানা থেকে আল্লাহ তায়ালার রহমতে জরুরত পূরা করার তাওফীক দান করবেন। ইনশাআল্লাহু তায়ালা

(৩)সর্ব শেষ আমল

কোন বৈঠক থেকে উঠতে মুখে মুখে এই দুয়া পড়তে হয় ।হাত উত্তোলন ব্যতিত

سبحا نك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

উক্ত দোয়া মাজলিসের কাফফারা:-কোর আন মাজীদে আছে

وسبح بحمد ربك حين تقوم [10]

অর্থ আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষনা করুন,যখন আপনি বৈঠক হতে উঠবেন। এই আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস শরীফের আলোকে বিভিন্ন তাফসীর বিদগন বলেছেন যথা হযরত মুজাহিদ ও আবুল আহওয়াস (রাঃ)বলেন حين تقوم শব্দের অর্থ যখন দন্ডয়মান হবেন এর অর্থ এই যে যখন কেউ যে কোন মজলিস থেকে উঠবেন,তখনই উক্ত দোয়া পাঠ করতে করতে উঠে দাড়াবেন (ইবনে কাসীর) এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি যে কোন মুজলিস ত্যাগ করার পুর্বে উক্ত দোয়া পাঠ করবেন আল্লাহ তায়ালা ঐ মাজলিসের সকল ভুল খমা কোরে দিবেন।[11]

উক্ত আয়াত ও হাদীস শরীফের আলোকে মাজলিস শেষে ওয়াজ মাহফিলের শেষে হাত উত্তলন পূর্বক সম্মিলিত ভাবে শেষ মুনাজাত করা বেদয়াত। এবং৫ ওয়াক্ত নামাজের পর হাত উত্তোলনপূর্বক দোয়া করার কথা যা দুনিয়াতে মানুষের মুখে-মুখে চালু আছে তা সবই ভুল।

প্রমাণস্বরূপ দেখবো :

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

---

[10] سورةالطور ٤٨

[11] 1 তিরমিজী শরীফ হাদিস নম্বর 3433 /2খন্ড /181 প্রিষ্টা 2/আবু দাউদ শরীফ হাদিস নম্বর 4859/2খন্ড /667প্রিষ্টা /

তোমরা তোমাদের রবকে বিনীতভাবে ও গোপনে ডাকো, নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।[12] এর ব্যাখ্যা ইবনে কাসীর, মাজহারীতে দেখুন। **আরো দেখুন (ফুটনোট)**[13]

আ'লা ইবনে হাজরামীর (রাঃ) এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীস মিথ্যা ও জাল। কেননা, তথাকার দুই রাবী ১.সাইফ ইবনে উমর তামিমী ২.সায়াব ইবনে

আতিয়া ইবনে বেলাল উভয়জন ঝিনদীক্ব,মুরতাদ,মিথ্যুক।

প্রমান স্বরুপ দেখবো।

١ تحرير تقريب التهذيب رقم الراوي ٢٧٢٤ جلد ثاني صـ١٠٠

٢ تهذيب التهذيب رقم الراوي ٣١٨١ جلد ثاني صـ٢٧٠

وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العا المين

(৪)নসিহাত

সব থেকে ক্ষতিকর বস্তু, ১।আহমক ,নাদান,অগ্য ব্যক্তির সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া।

২.গুনাহে লিপ্ত থাকা ও তাওবা না করা। ৩.দ্বীনী সংশ্রাবের তুলনায় মেয়েদের সাথে বেশি বেশি সময় ব্যয়করা। ৪.আল্লাহ তায়ালার থেকে গাফেল ব্যক্তি বর্গদের সংস্পর্শে সময় খরচ করা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকল কে এসব ভুল থেকে রক্ষা করুন।

---

[12] (১) সূরা আ'রাফ আয়াত ৫৫

[13] (২) বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ১১৬ পৃঃ الدعاء قبل السلام দুয়া সালামের পূর্বে।

(৩) বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ১১৭পৃঃ الذكر بعد الصلوة যিকির নামাজের শেষে।

(৪) মুসলিম শরীফ ১ম খন্ড ২১৭-২১৮ পৃঃ الذكر بعد الصلوة যিকির সালামের পরে

(৫)তিরমিজী শরীফ আরফুশ শুজী ১ম খন্ড ৮৬/৯০/৯৫ পৃঃ

(৬) মুসতাদরাকে হাকেম ১ম খন্ড ৪৬৯ নং হাদীস

(৭)খায়রুল ফতুয়া ১ম খন্ড ৫৮৮ পৃঃ

(৮)আশরাফুল ফতুয়া ২য় খন্ড ২৪১পৃঃ আরো অন্যান্য কিতাব দ্রষ্টব্য।

.পরিপুরক. নবম মূলনীতি

যা উসুলে হাশতে গানার চতূর্থ মূলনীতির পরিপূরক তথা:- এ মাদ্রাসার মেহনত হবে অর্থাৎ সুন্নাত ধরে রাখা এবং বেদ'য়াত মুছে দেওয়ার মেহনত। সুন্নাত বলতে স্বর্ণ যুগে যে সকল নেক আমল চালু ছিলো সে গুলোকে ধরে রাখা! আর বেদ'আত বলতে স্বর্ণ যুগের পর হতে নেক আমলের নাম দিয়ে সওয়াব হাসিল করার উদ্দেশ্যে যে আমল করা হয় অথচ তা স্বর্ণ যুগে ছিলো না! যেনম পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর জুম্আ ও দুই ঈদের পর ওয়াজ মাহফিলের শেষে মৃত্য ব্যক্তির জানাজা ও দাফনের পর সম্মিলিত মুনাজাত স্বর্ণ যুগে ছিলো না ! তাই ইহা বেদ'আত ও বর্জনীয়! [14]

দশম মূলনীতি

যা প্রথম মূলনীতির পরিপূরক:- এ মাদ্রাসার বিষয় বস্তু হবে দ্বীনের জন্য যে তিনটি বিষয় বস্তু আছে হুবহু তাই অর্থাৎ দাওয়াত তা'লিম ও তাজকীয়ার মেহনত কে সমন্বয় করে নিয়ে চলবে এমন নয় যে এখানে এসেছি ইলেম শিখতে আমল করবো বাড়ী যেয়ে এমন কথা এ মাদ্রাসায় চলবে না বরং পূর্বে বর্ণীত সকল গুন সমূহ মাদ্রাসায় পড়তে কালীন সময়ে হাসিল করতেই হবে ইনশাআল্লাহু তা'য়ালা

و ما توفيقي الا لا لله و علينا توكلت واليه انيب

ولا حول ولا قوة الا با لله

سبحا نك اللهم وبحمد ك اشهد أن لا اله انت استغفرك واتوب إليك

[14] মেশকাত শরীফ ১৯৬ পৃষ্ঠা ২ নং টিকা মুসলিম শরীফ ১নংখন্ড ২১৮পৃঃ ৫৯১+৫৯১ হাদিঃ

তৃতীয় অধ্যায়

دعوت میں فلاحت ہے اور سیاست میں ہلاکت ہے

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلواة والسلام على رسوله والنبي الريم

اما بعد

প্রশ্ন ও উত্তরঃ-

আমার শায়েখ হযরতুল আল্লাম মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব(রহঃ) এর নিকট কয়েকটি প্রশ্ন করে ছিলাম ১৪১৪ হিজরী মুতাবিক ১৯৯৪ ইসায়ী সনে হাতিয়াতে।তার উত্তরে হযরত যে কথা গুলো বলেছিলেন সেটার কিছু অংশ এখানে লিপিবদ্ধ করেছি। ভাষাগত পরিবর্তন হওয়াই স্বাভাবিক।

১।আমার এক নম্বর প্রশ্ন ছিলো,বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভোটের বিষয়ে হযরতের রায় কি?

২।ইসলামী শাসন ব্যবস্থার পদ্ধতি কি হতে পারে?

৩।হযরত প্রায় সময়ই বলেন,

دعوت میں فلاحت ہے اور سیاست میں ہلاکت ہے

এই এবারতের মর্মবাণী জানতে চাই

৪।প্রশ্নঃ-ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা বা সংগ্রাম করা।সেটা দ্বীন প্রতিষ্ঠা নয় কি? এটা কি ইসলামে অনুমতি নাই?থাকলে তার পদ্ধতি কি হতে পরে?

৫।অনশন ধর্মঘট করা শরীয়ত সম্মত কিনা?

৬।ইসলামে বয়কট ও হরতালের বিধান কি নেই?

৭।ইসলাম বিরোধী আইন ও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে করনীয় কি হতে পারে?

৮।সকল প্রকার সরকারের সাথে আমাদের আচরন কেমন হবে?

৯।আসল ও সত্য ঘটনা তুলে ধরা শ্রেষ্ঠ জিহাদ এর অর্থ কি?

১০।হাদীস শরীফে আছে একদল লোক সদা সর্বদায় হকের উপর টিকে থাকবে।তারা কারা জানতে চাই?

এই দশ প্রশ্নের উত্তর হযরত আমাকে সংক্ষিপ্তাকারে তিন কথার মাধ্যমে দিয়েছিলেন। পরে বিস্তারিত আলোচনা করলেন।

১নং কথাঃ- হযরত বলেন:-রাজনীতি ইসলামের লক্ষ্যবস্তু নয় ।ইসলামের লক্ষ্য বস্তু,দাওয়াত,তালীম ও তাঁযকিয়ার মেহনত করে আল্লাহ-তায়ালার সন্তুষ্টি হাসিল করা ।তায়াল্লুক মা'আল্লাহ কায়েম করা ।এবং দ্বীনদারীত্ব অর্জন করা । যেটা আল্লাহ তায়ালা কালামুল্লাহ শরীফের সুরায়ে জুম'আর দ্বিতীয় নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন ।হযরত আয়াত টি পড়ে শুনালেন ।
২নং কথাঃ-তবে এ কথার অর্থ এই নয় যে,ইসলামে রাজনীতির কোনই অংশ নেই ।এটা আমার কাম্য নয় । কিন্তু একথাও জেনে রাখা দরকার যে দায়িত্বের বোঝা নিজে চেষ্টা করে অর্জন করার বিষয় নয় ।কেননা শাসন ক্ষমতা প্রার্থনা করার বিষয়ে হাদীস শরীফে অয়ীদ এসেছে ওয়াদা নয় ।
৩নং কথাঃ-বিচক্ষন,মঙ্গলকামী;কল্যানকামী,দ্বীনদার, হক্কানী উলামাদের মাধ্যমে একটি শুরা গঠন করে রাখা এবং সেই শুরার পরামর্শে সকল কাজের আনজাম দেয়া ।তাহলেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ইনশা-আল্লাহ তাআলা ।
এর পর পরই হযরত বিস্তারিত আলোচনা করলেন যার কিছু অংশ এখানে লেখা আছে ।

بسم الله الرحمن الرحيم
حامدا و مصلياو مسلما
اما بعد

বর্তমান ভোট ব্যবস্থা শরীয়ত সম্মত নয়!

قال الله تعالى وإن تطع اكثر من فى الارض يضلوك عن سبيل الله[15]

অর্থঃ হে রাসুল! আপনি যদি পৃথিবী বাসীর অধিকাংশের মতকে অনুসরণ করেন ।তাহলে তো তারা আপনাকে আল্লাহ-তায়ালার রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে ।

الدين النصيحة لله ولرسوله ولائمة المسلمين و عامتهم ۔ قوله تعالى اذا نصحوا لله ورسو له[16]

অর্থঃ-দ্বীন হলো কল্যান কামনা করা ।আল্লাহ তাআলার রেযামন্দি হাসিল করা ।এবং তার রাসূল(সাঃ),মুসলিম নেতৃবৃন্দের এবং সকল মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করাকে দ্বীন বলে ।
আল্লাহ তাআলার কথা,যখন তারা আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করবে ।
আয়াতের ব্যাখ্যাঃ-অধিকাংশের কথাই যদি সঠিক পথ হয়,তাহলে

---
[15] سورة الانعام ۔ ص ۔ ١٤٣ ۔ پاره ۔ ٨ ۔ آیت ۔ ١١٦
[16] بخارى شريف ۔ ص ۔ ١٢

রাসুল(সঃ)তাওহীদের পয়গাম ও দাওয়াত ছেড়ে দিয়ে তাদের সাথে প্রতিমা পূজায় শরীক হননি কেন?সোজা কথা জনগণের অধিকাংশের মত কখনোও সত্যের মানদন্ড হতেই পারে না ।কেননা জনগণ অধিকাংশই মূর্খ কিংবা অশিক্ষিত ।তাই হযরত মাওলানা হোসাইন ইলাহাবাদী স্যার সৈয়দ আহমদ কে বলেছিলেন, আপনারা যে অধিকাংশের রায়ের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেন ।এর অর্থ হলো আপনারা আহমকদের রায় মতো সিদ্ধান্ত ও ফায়সালা করেন ।কেননা প্রকৃতিগত বিধান এই যে পৃথিবীর মধ্যে বুদ্ধিমানের তুলনায় বেওকুফ আহমকের সংখ্যা বেশি ।অতএব এই বিধান মতে অধিকাংশের মতের আলোকে যে সিদ্ধান্ত ও ফয়সালা গৃহিত হয় সেটা বে-ওকুফ প্রসুত সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই নয় ।তাই

لا طاعةلمخلوق فى معصيةالخالق

অর্থঃ-আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য হয়ে কোন মাখলুকের আনুগত্য জায়েজ নেই। ব্যাখ্যা:-যতক্ষন পর্যন্ত শাসক তাকে এতটা বাধ্য না করবে যে,ইসলাম তাকে অপরগ সাব্যস্ত করে ততক্ষন পর্যন্ত ইসলামী সংবিধানই তাকে মেনে চলতে হবে ।এ পথে যত যতনা আসবে হাসি মুখে তা সয়ে যেতে হবে ।এর বিনিময়ে পাবে সে প্রতিদান স্বরুপ জান্নাত ও রেযায়ে মাওলা,আল্লাহ-তাআলার রেজামন্দী ও সন্তুষ্টি।

পরিবেশের সাথে মিলে যায় যারা,তারাই বড় অসহায়
তারাই মহামানব যারা পরিবেশ বদলায়।

জেনে রাখাদরকার। জিম্মাদারী আদায় করা এটি একটি দায়িত্ব ।অধিকার নয় ।আর জিম্মাদারী এটা ভোগ-বিলাসিতা অর্জনের মাধ্যম নয় ।এটি একটি আমানত বা দায়িত্ব। তাই শাসনভার অর্থ দুনিয়া ও আখেরাতের একটি বিরাট বোঝা নিজের কাঁধে বহন করা ।সুতরাং এটা নিজে চেষ্টা করে অর্জন করার বিষয় নয় ।বরং যথা সম্ভব এ থেকে দূরে থাকা শ্রেয় ।কেননা যে ব্যক্তি শাসন ক্ষমতা প্রার্থনা করে, ইসলাম তাকে শাসন পরিচালনার অযোগ্য বলে ঘোষনা করেছে ।তাই ইসলামে রাজনীতির নামে প্রার্থী হওয়া এর কোন সুযোগ ও স্থান ইসলামে নেই।

জিম্বাদারের কর্তব্যঃ-আশা আকাংখা ছাড়াই দায়িত্ব ভার এসে গেলে তিনি এই দৃষ্টি ভঙ্গিতেই এ দায়িত্ব আদায় করবেন যে, প্রকৃত পক্ষে হুকুমত আসল লক্ষ্য বস্তু নয়। তাই সর্বাবস্থায় তাকে আকড়ে ধরে থাকতে হবে এমন নয় ।বরং মূল লক্ষ্যবস্তু মনে রাখতে হবে।

আল্লাহ তাআলার রেজামন্দী ও সন্তুষ্টি অর্জন করা, দ্বীনদারিত্ব হাসিল করা। নিজে দ্বীনদার ও মানুষ রূপে গড়ে উঠা, পরিবার পরিজন দ্বীনদার ও মানুষ হওয়া,সু-সমাজ গঠন করা এলাকাবাসিওদেশবাসী দ্বীনদার হওয়া,এজন্যই যখন দ্বীন এবং হুকুমতের মাঝে টক্কর দেখা দিবে।তখনই সাথে সাথে বিচক্ষণ,মঙ্গলকামী, কল্যানকামী দ্বীনদার হক্কানী উলামাদের শুরার সাথে পরামর্শ ক্রমে নির্দেশ জারী করবে।তাহলেই আল্লাহ-তাআলার সন্তুষ্টি হাসিল হবে,ইনশাআল্লাহু তাআলা।এজন্যই বলা হয়, রাজনীতি ও দ্বীনদারী উভয়টার মধ্য হতে দ্বীনদারীই মানব জীবনের মূল লক্ষ্য বস্তু ও কাম্য। তবে এর অর্থ আদৌ একথা নয় যে ইসলামে রাজনীতির কোনই সুযোগ নেই।কেননা কুরআন মাজিদে ঈমান এবং আমলে সালেহার বিনিময়ে ক্ষমতা শক্তি ওহুকুমতের ওয়াদা করা হয়েছে।

অতএব হুকুমত ও রাজনীতির মূল্য ইসলামে আছে। কিন্তু সেটা ঈমান ও নেক আমলের ফল বলা যেতে পারে।তবে সেটা মানব জীবনের মূল লক্ষ্য বস্তু নয় বরং মানব জীবনের মূল লক্ষ্য বস্তু দ্বীন দারীত্ব হাসিল করা। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে সর্বসম্মতিক্রমে এটাই প্রতিয়মান হতে চলেছে যে, **দাওয়াত,তালীম,তাজকিয়া,সফলতার সামান।আর হুকুমত,রাজত্ব ও রাজনীতি ঈমান ধ্বংসের কামান।** এজন্যই বলা হয়।

دعوت میں فلاحت ہے اور سیاست میں ہلاکت ہے

কেননা ইকামতে দ্বীন তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা রাজনীতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার উপর নির্ভর শীল নয়। বরং দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা দাওয়াত,তালিম,তাযকিয়ার মেহনতের উপর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় নির্ভরশীল।

এজন্যইতো রাসুলুল্লাহ(সাঃ),সাহাবায়ে কেরামগনের মাঝে এবং তাদের মাধ্যমে দাওয়াত,তালিম,ও তাযকীয়ার মেহনত একাধারে সাড়ে তের বছর ধরে করে সকলকে সোনার মানুষ রূপে গড়ে তুলেছেন।তারই ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তায়ালা ঈমান ও নেক আমলের যত্সামান্য বিনিময় স্বরূপ দুনিয়াতে কুরআন-সুন্নাহ মুতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনার ভার দান করে সারা বিশ্বকে এক সোনারদেশ ও দেশবাসি উপহার দিয়ে দেখিয়েছিলেন।এতে আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে রাজনীতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা কখনোও লক্ষ্যবস্তু ও কাম্য নয়! বরং দ্বীন দারীত্বই আসল লক্ষ্যবস্তু ও কাম্য

الله تعالى اعلم بالصواب وحقيقة الحال و

হযরত আরো বললেনঃ-এ কথাও ঠিক নয় যে, মানব জীবনের মূল লক্ষ্য বস্তু হলো,রাজনীতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।
মূলতঃদ্বীন ও ইসলামের আসল লক্ষ্য বস্তু হলো, তাআল্লুক মায়া-আল্লাহ তথা আল্লাহ তায়ালার সাথে বান্দার সম্পর্ক কায়েম
করা ।ঈমান-ইক্বীন,ইলেম,আমল,ইখলাছ আখলাক-তাকওয়া ও সুন্নতের মাধ্যমে।
হযরত আরো বলেনঃ-মুসলমান শাসকদেরকে প্রকাশ্যে হেয় প্রতিপন্ন করা ক্ষতিকর ।কেননা এতে ফেতনা ফাসাদ বৃদ্ধি পায়।
১নং হাদীসঃ রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যদি কোন ব্যক্তি, কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে চান ।তাহলে সে যেন তাকে প্রকাশ্যে নসিহাত না করেন ।বরং তার হাত ধরে নির্জনে নিয়ে যাবে ।এখন যদি সে তার উপদেশ মেনে নেয় তো ভালো কথা ।অন্যথায় সে তার দায়িত্ব আদায় করে দিলো ।[17]
২নংহাদিসঃ-রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন,আল্লাহ-তায়ালা বলেছেন،তোমরা বাদশাহদের কে মন্দ বলো না,কেননা তাদের অন্তর তো আমার কবজায় তোমরা আমাকে মেনে চলো, আমি তোমাদের প্রতি তাদের দিলগুলো নরম করে দেব ।[18]
৩নং হাদীস ।-হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা(রা)বলেন,রাসুল (সঃ) বলেছেন,নিজেদের হৃদয় গুলো বাদশাদের গাল-মন্দ জপনে মশগুল রেখো না ।বরং তাদের জন্য দোয়া করে আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য লাভ করো ।আল্লাহ-তাআলা তাদের হৃদয়গুলো তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দেবেন ।[19]
৪নং হাদীস:-আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,আমি আল্লাহ তায়ালা আমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই। আমিই সকল রাজ্যের বাদশাহ,সকল বাদশাহর অধিপতি আমিই,
বাদশাহদের হৃদয় কুঞ্জ আমারই করতলে ।বান্দারা যখন আমাকে মেনে চলবে,আমি তখন তাদের শাসকদের হৃদয় গুলো রহমত ও নম্রতার সাথে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দেব ।আর বান্দারা যখন আমার অবাধ্য হবে,নাফরমানী করতে থাকবে ।তখন বাদশাহদের অন্তরগুলো অসন্তুষ্টি ও অশান্তিমূলক তৈরি করে বান্দাদের প্রতি ফিরিয়ে দেব। তখন শাসকরা তাদের কঠোরতম শাস্তি দেবে ।তোমরা শাসকদের কে বদদোয়া দিও না বরং

---

17 مجمع الزوائد ـ ٢٢٩ ـ ج ـ ٥
18 اصلاح المؤمنين ـ ص ـ ٥٦٦
19 كنزالعمال ـ ص ـ ٢ ـ ٩ ـ ج ـ ٦

নিজেদের কে জিকির ও ভালো দোয়া,এবং কান্না কাটিতে মজিয়ে রেখো।আমিই তোমাদের কে শাসকদের ব্যাপারে সাহায্য করবো।[20]

৫নং হাদীসঃ-হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)বলেন, রাসুল(সঃ) বলেছেন শাসকগনকে গাল-মন্দ দিও না বরং তাদের জন্য ভালোর দোয়া করো।কারন তাদের মঙ্গলই তোমাদের মঙ্গল নিহিত হয়।[21]

আমার শায়েখ (রঃ) আরো বললেনঃ-দেখো হাজ্জাজ যদিও জালিম,ফাসিক,ছিলো।কিন্তু তার সাথে আল্লাহ তাআলার কোন ই শত্রুতা নেই।কেননা আল্লাহ তাআলা যেভাবে হাজ্জাজ থেকে অন্যান্য মজলুমের প্রতিশোধ নিবেন।তদ্রুপই যদি কেউ হাজ্জাজের উপর জুলুম করে থাকে,তাহলে আল্লাহ তাআলা তারও প্রতিশোধ আদায় করে দেবেন।অতএব বেহুদা দোষ চর্চায় লাভ নেই বরং নিজের ক্ষতি,পরের লাথি,সাবধান! সাবধান!

আমার শায়েখ (রঃ) আরো বললেনঃ সরকার থেকে দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বর্তমানে যে হরতাল,বয়কট, মিছিল-মিটিং এর আশ্রয় নেয়া হচ্ছে **এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত নয়!এবং অনশন ধর্মঘট ও শরীয়ত সম্মত নয়!**দাবী আদায়ের লক্ষ্যে অনশন ধর্মঘটে কেউ মারা গেলে আত্মহত্যায় শামিল বুঝবে।এতে রাস্তায় বাঁধা সৃষ্টি করে মানুষের চলার পথে কষ্ট দেয়া ছাড়া আর কোনই ফায়দা নাই। কেননা এমন হয় যে,কোন নিষ্পাপ শিশু কে প্রান দিতে হয়। অসংখ্য রিক্ত হস্ত গরীব দুঃখীকে অনাহারে থাকতে হয়। কমপক্ষে মানুষ জান-মালের ভয়ে শংকিত থাকতে হয়।

আমার শায়েখ (রঃ) বলতেনঃ-ইত্তেবায়ে সুন্নতের মধ্যেই রয়েছে শান্তি সফলতা ও কামিয়াবীর সকল পথ।একথার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে সকল মুসলিম সর্ব প্রথম ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবনে ইসলাম বাস্তবায়িত করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে চেষ্টা কোশেষ করতে থাকা। তাহলেই একদিন আবার ও সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রিও জীবনে ইসলাম জারী করা সম্ভব হবে বলে আশা রাখি। ইনশা আল্লাহু তাআলা।

তাই ব্যাক্তি জীবনে ইসলাম জারী করার সহজ পদ্ধতি হলো ইখলাছের সাথে দাওয়াত ইলাল্লাহের মেহনত,ও তালিম তাজকিয়ার মেহনত করতে থাকা।

ইখলাছ বলা হয়ঃ-নিজের ভুল দেখা।আর পারিবারিক জীবনে ইসলাম জারী করার সহজ পদ্ধতি হলো ঘরে-ঘরে ফাযায়েলের তালীম চালু রাখা।সমাজ ও

---

[20] مجمع الزوائد - ص - ٤٩ - ج - ٥

[21] سراج المنير - ص - ٤١١ - ج - ٤

রাষ্ট্রিয় জীবনে ইসলাম জারী করতে হলে সকলের মাঝে আখলাক জিন্দা করা একান্ত জরুরী ।এবং পরামর্শ করে চলা ।

আখলাক বলেঃ-অপরের গুন দেখা ।তবেই সর্বত্রে ইসলাম জারি হবেই ইনশা-আল্লাহু তাআলা ।

আমার শায়েখ(রঃ)একদিন বলতেছিলেনঃ-কুরবানী, মুজাহাদা,রোনাজারী,দোয়া,দূরূদ,এস্তেগফার,জেনে রেখো এই উম্মাতের সফলতার হাতিয়ার ।কুরবানী বলা হয় ত্যাগ স্বীকার করা,আরাম ভোগে অপর কে প্রাধান্য দেয়া,নিজে কষ্ট স্বীকার করা ।

ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة

অর্থ:-সাহাবায়ে কেরাম গণের এক বিশেষ গুন ছিলো তাঁরা আরাম ভোগে নিজের থেকে অপরকে প্রাধান্য দিতেন ।

মুজাহাদা:কঠোর পরিশ্রম,যে বিষয়ে যতটুকু চেষ্টা কোশেষ প্রয়োজন তার থেকে কোন অংশে কম না করা ।

রোনাজারীঃ-ক্রন্দনরত অবস্থায় দোয়া করা ।দোয়া ও কান্না কাটি করা ।

আমার শায়েখ(রঃ)বলতেনঃ-কমপক্ষে তিনটি গুণ ব্যতীত সফলতার কোনই সুযোগ নেই ।

১ ।নিজে কোরবানি করা ।নিজে আরাম ভোগ ছেড়ে দেয়া ।

২ ।অপরের কল্যাণ কামনা করা ।অপরের কল্যাণ কামনায় ন্যাস্ত ও ব্যস্ত থাকা । তথা আরাম ভোগে নিজের তুলনায় অপরকে প্রাধান্য দেয়া ।

৩ ।সকলকে ক্ষমা করে দেয়া যে যতই জুলুম করুক না কেন তাকে ক্ষমা ও সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা ।প্রতিশোধের চিন্তাভাবনা একেবারেই অন্তরে না আসা ।প্রতিশোধের আগুন অন্তরে না জ্বালানো প্রতিশোধ নেয়াতো দূরের কথা । ইহা ব্যতিত খিলাফতের আশা করা বৃথা ।

আমার শায়েখ(রঃ)বললেন:-বর্তমানের প্রচলিত প্রতিবাদ নীতিমালা সর্ব সাধারনের কাছে এজন্য সহজ মনে হয় যে এতে নিজ জীবনে ইসলাম বাস্তবায়ন করার কোনই শর্ত নেই । তাই রাস্তায় রাস্তায় শ্লোগান দিলেই যতেষ্ট হয়ে যায় । বরং যার ব্যক্তি জীবনে ইসলামের নাম গন্ধ ও নেই ।সেই আবেগ প্রকাশের জন্য নিজেকে এসকল মিছিল মিটিং ও হরতালে এগিয়ে রাখে ।

আদেশ ও নিষেধের পদ্ধতিগত শর্ত সমূহঃ-

ইসলাম বিরোধী অপচেষ্টার বিরুদ্ধাচারন করার সুন্নত তরীকাঃ-

১ ।সর্বপ্রথম শুরার নিকট তাকাজা পেশ করে মাশওয়ারা করা ।

২ ।প্রতিপক্ষের প্রতিনিধির নিকট নিজেদের প্রতিনিধি পাঠানো ।

৩ ।প্রয়োজনে পত্র সহ প্রতিনিধি পাঠাবে।
৪ ।এতেও কানে পানি না ঢুকলে সরাসরি সরকার প্রধানের নিকট প্রতিনিধি পাঠাবে।
৫ ।প্রয়োজনে পত্র সহ প্রতিনিধি পাঠাবে।
৬ ।প্রয়োজন হলে এদিকের প্রধান স্ব-শরীরে উপস্থিত হবে। যেমন হয়েছিলেন হযরত উমরে ফারুক(রা)ফিলিস্তিনে।
এর পরেও মূল্যায়ন না করলে শক্তি,সামর্থ অর্জন করে, গণ জাগরণ তৈরির মাধ্যমে সময় সীমা বেঁধে দিয়ে চুক্তি নামা করে কর আদায়ের ব্যাবস্থা করা ।এতে চুক্তি ভঙ্গ করলে মক্কা বিজয় ও তাবুকের যুদ্ধের রূপ নেয়া। ফাতহে মক্কা ।মক্কা বিজয় হয় ৮ম হিজরী রমাজান মাসে আর তাবুকের যুদ্ধ ৯ম হিজরী রজব মাসে বৃহস্পতিবার হেরাক্লিয়াস বা হেরাক্লার সাথে।হেরাকলা ৪০হাজার সৈন্য নিয়ে তাবুকে উপস্থিত হয় ।আর রাসুল(সঃ)৩০হাজার সৈনিক নিয়ে তাবুকে উপস্থিত হয়ে দ্বিতীয় বার ইসলামের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে দিহইয়া কালবীর হাতে পত্র পাঠিয়ে দ্বিতীয় বার দাওয়াত দেন ।দুর্ভাগ্য বশতঃতখনও সে ইসলাম কবুল করে নাই।হেরাকলা তানুখী নামে এক ব্যক্তির মাধ্যমে রাসুল(সঃ)কে যাঁচাই করেও ইসলাম ভাগ্যে জুটেনি,মুখ খোলার কারণে।
আমার শায়েখ(রঃ)বলতেনঃ-আহলে হক ধৈর্য ধরলে তারাক্কী হয়,মুখ খুললে তানাঝঝুলী নেমে আসে ।আর বাতেল দল ধৈর্য ধারণ করলে হেদায়াত পায়,আর মুখ খুললে হেদায়াত থেকে মাহরুম হয় যেমন হয়েছিলো হেরাকলা আর হেদায়াত পেয়েছিলো হাবশার বাদশাহ নাজাশী ।মুখবন্ধ রাখার মাধ্যমেই ।এই ছয় পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যাবে।
বুখারী শরীফে হেরাকলার উদ্দেশ্যে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তা মনযোগ সহকারে পড়ে অনুধাবন করলে এই ৬টি সুরত স্পষ্ট হয়ে যায় ।এবং মক্কা বিজয় ও তাবুক বিজয়ের ঘটনাবলী মনযোগ সহকারে অনুধাবন করা।
আমার শায়েখ হাতিয়ার হযরত(রঃ)হেরাকলার হাদীস থেকে ৪১টি ফায়দাও মাসআলা ইস্তেম্বাত করে আমাকে শুনিয়েছিলেন ।আমি প্রত্যেকটি মাসয়ালাহ লিখে রেখে ছিলাম তন্মধ্য হতে **একটি মাসআলাঃ-**আঘাত হানার পূর্বে করনীয় কি হবে ।আঘাত হানার পূর্বে এই ৬টি কাম করে আসলে ধাক্কা খেতে হবেনা ।ইনশাআল্লাহু তাআলা। নয়লে ধাক্কা খাওয়ার ভয় থেকে যায় ।আল্লাহ তাআলা রহমত করলে ধাক্কা নাও খেতে পারে।

এ বিষয়ে **আমার শায়েখ হাতিয়ার হযরত(রঃ)**একটি ঘটনা শুনালেন,হযরত মুয়াবিয়া(রাঃ)এর জামানায় একবার রোমান খৃষ্টানদের সাথে হযরত মুয়াবিয়া(রাঃ)যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি করেন।অনুরুপ চুক্তি ও সন্ধি হযরত ইমাম মাহদী(রাঃ)এর সাথে "আবারও হবে।রোমান বা রোম বলতে বর্তমানে ইতালিকেই বোঝায়।আর রুম বলতে রাশিয়াকে বুঝায়।হযরত ওমর(রাঃ)জামানায় সাদ ইবনে আবি ওক্কাস(রাঃ)এর হাতে রোম বিজয় হয়।এরপর হযরত মুয়াবিয়া(রাঃ)এর জামানায় বিশ্বাসঘাতকতা করে, মুয়াবিয়া(রাঃ)সাথে পুনরায় সন্ধি হয়।এতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে হযরত মুয়াবিয়া(রাঃ)তাদেরকে খবর না দিয়ে ই যুদ্ধে নেমে যান।এবং বিজয়ী বেসে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন।সেই সময় আমর ইবনে আবাসাহ(রাঃ)সংবাদ পেয়ে পিছন থেকে ঘোড়া হাঁকিয়ে যেয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)এর পথ আগলে দাঁড়িয়ে
বলেন,এ আক্রমন অবৈধ অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)ব্যাখ্যা বিশ্লেষন না খুজেই স্ব-সৈন্য প্রত্যাবর্তন করেন।এবং যুদ্ধ বন্ধ করেদেন।এখান থেকে আমাদের শিক্ষা অর্জন করা উচিৎ যে কোন বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই শুরার সাথীদের সাথে পরামর্শ করে নেয়া।এবং পরামর্শ সাপেক্ষে পূর্ব বর্নিত ৬আমলের পর বাকী চিন্তা ভাবনা করা উচিৎ।হঠাৎ করে কোন কাজ করা উচিৎ নয়।দেখা নাই শুনা নাই চিৎকার দিয়ে উঠলেই সেদিকে আন্ধা ধুন্দা দৌড় দেয়া উচিৎ নয়।গ্রাম বাংলার কথা হুজুকে মাতাল বাঙ্গালি হওয়া উচিত নয়!সর্বদাই বাড়ীমুখী বাঙালি আর যুদ্ধ-রুখী সৈনিকের মত হয়ে চললে ধাক্কা খেতে হয়।এজন্যই বলা হয় দাওয়াতের মেজাজ এবং নিজামের মধ্যেই রয়েছে বর্তমান সফলতা ও কামিয়াবী।

دعوت میں فلاحت ہے اور سیاست میں ہلاکت ہے

বড়দের মাকুলা
দাওয়াতের নেজাম

১)তাকাজা আজায়েম পুরা করা।২)কারগুজারী মুজাকারা।
৩)হেঁটে হেঁটে কদম মেরে দারে দারে,জনে জনে,বারে-বারে যেয়ে যেয়ে দাওয়াত দেওয়া।যে করবে হ্যালো তার সব গেলে।মুবাইলের মাধ্যমে আসলে দাওয়াত হয় না,খবর দেয়া হয়।
৪)জামাত আসলে নূসরত করা।

৫)তারগীবি বয়ান যতসামান্য করেই তাশকীল করা।
৬)হিজরতের নিয়তে খুরুজ হওয়া।এই ছয়টি কাম দাওয়াতের নেজাম আর প্রত্যহ দাওয়াত তালীম মাশওয়ারা যার ফায়দা ও লাভ পূর্বেই বর্নিত হয়েছে।
হযরত বলতেন হিজরত চার প্রকারঃ-
১।ঈমান হেফাজতের উদ্দেশ্যে অমুসলিমদেশ ত্যাগকরা।
২।ঈমান-ইলেম মজবুতির জন্য দেশ ত্যাগ করা।যেমনঃ-আলী(রাঃ)মদীনা ছেড়ে কুফায় গিয়েছিলেন।
৩।ইলেম শিখার উদ্দেশ্যে ১২-১৪ বছরের জন্য হিজরত করা।
৪।ঈমান,ইয়াকীন,ইলেম,আমল,ইখলাছ,আদব,আখলাক, সুন্নত তাজা করার লক্ষ্যে(যাকে এক কথায় বলে তাকওয়া তাওয়াক্কুল বা খশীয়াতে খোদাবন্দী)অল্প দিনের জন্য হলেও বাড়ি ঘর ছেড়ে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হওয়া।যেমন চিল্লা,তিন চিল্লা,তিন দিন,ইত্যাদি
দেয়া।সবর-ইস্তেগনা,ইস্তেকামতের সাথে।
আমার শায়েখ(রঃ)আরো বলেনঃ-
কুরআন সুন্নাহের আলোকে বোঝায় যে,কমপক্ষে পুর্বোল্লেখিত গুণ গুলো ব্যতিত কিয়ামতের ময়দানে কেউ নাজাতের আশা করা বৃথা।বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই গুন গুলো হাসিল করার মারকাজ দাওয়াত ও তাবলীগ।সহীহ তালিমের ময়দান,বা হক্কানী রব্বানী আল্লাহ-ওয়ালা আলেমের সহবত। ইহা ব্যতিত বর্তমান রাজনীতির ময়দানে এ গুন গুলো হাসিল করার কোন সুযোগ আছে বলে আমার জানা নেই।স্বর্ন যুগে অবশ্যই ছিলো।তাই বলা হচ্ছে
দাওয়াত,তালিম,তাজকিয়া,সফলতার সামান""আর বর্তমান হুকুমত,রাজত্ব,রাজনীতি ঈমান ধ্বংসের কামান!
এই জন্য হযরত বলেছেনঃ-

دعوت میں فلاحت ہے اور سیاست میں ہلاکت ہے

اعدوالهم مااستطعتم من قوة

১৪১৬ হিজরী মুতাবিক ১৯৯৬ ইসায়ী সনে"বান্দাহ" সালের সফর থেকে ফিরে আসার পর **আমার শায়েখ (রঃ)** আড়ারদাহ মাদ্রাসায় আসলেন,আমি হযরতের সামনে একাকী বসে জানতে চাইছিলাম।

اعدوالهم مااستطعتم من قوة

এই আয়াতের বিষয়।তখন হযরত আমাকে বললেন পূর্বপ্রস্তুতি তো চলছেই।

১।দাওয়াতের নেজামে মেহনত করতে থাকো।
২।আর তোমাকে তো বলেছিলাম ভোড়ো গ্রামে মাদ্রাসা করতে এটাও একটা পূর্ব প্রস্তুতি।
৩।কুরআন সুন্নাহ মুতাবেক জীবন গড়ো।
৪।ফরজ ওয়াজিব সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং মুস্তাহাব আমলগুলো,লাভের উপর এক্কীন রেখে আমল করো।
৫।সহীহ রূপে কুরআন তেলাওয়াত নিজে করো।এবং অপরকে শিখাতে থাকো।এবং কিছু সুরা কেরাত নিজেও মুখস্থা রাখো।এবং অন্যদেরকে ও মুখস্থা করাও।
৬।লেন-দেন সাফ রাখো।আচার আচরণ আদব আখলাক সুন্দর করো।
৭।ঝগড়া বিবাদ মনমালিন্য থেকে দূরে থাকা।যদি ঘটে থাকে মাফ চেয়ে নেওয়া।
৮।প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত ও কুতুববীনি করতে থাকা।কমপক্ষে ফাতহুল কাদীর সহ হেদায়া চার জিল্দ অবশ্যই মুতালাআ করা।
৯।সকল প্রকার ভুল থেকে বেঁচে থাকা।
১০।আপন জনদেরকেও এসব আমলে লাগিয়ে রাখা।
১১।সবধরনের প্যাকেটজাত খাদ্য পরিহার করা।
১২।এলোপ্যাথিক ঔষধ বাদ দিলে ভালো হয়।
১৩।গাছ পালার ঔষধ ব্যবহার করতে থাকা।
১৪।কমপক্ষে প্রত্যহ দুইঘন্টা হাটা এবং খাটা।
১৫।বসবাসের জন্য শহর বন্দর ত্যাগ করে ভোড়ো গ্রামে বাসকরা।
১৬।হেরাসা মজবুত করা।
১৭।ক্ষুধা,পিপাসা সহ্য করার যোগ্যতা অর্জন করা। একাধারে কয়েকদিন না খেয়ে থাকলেও যেন অসুবিধা না ঘটে তার জন্য প্রস্তুত থাকা।
১৮।কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস করা।
১৯।তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে বিদ্যুৎ যোগাযোগ থাকবে না।তাই তার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলা।
২০।হিম্মত আদব বুদ্ধি বিবেক এবং সকলের সাথে মুহাব্বত ঠিক রাখা।হযরত বললেন হিম্মতে মরদ মদো'দে খোদা।
২১।নিজে চাষাবাদ করে খাদ্য সামগ্রী তৈরী রাখা।
২২।সর্বদায় আল্লাহ তালার হুকুম রাসুল (সাঃ) এর তরীকায় পালন করতে চেষ্টা করা।

২৩ ।পারলে নিকটতম আত্মীয় স্বজন একত্রিতে বসবাস করা ।বা নিজস্ব এলাকার সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা ।ছাড় দিয়ে হলেও সম্পর্ক ঠিক রাখা।
২৪ ।প্রত্যহ গোসলের অভ্যাস ছেড়ে দেয়া।
২৫ ।ওজু ধরে রাখার অভ্যাস করা।
২৬ ।বেশি বেশি কাচা মরিচ খাওয়ার অভ্যাস করা। যাতে মশা থেকে নিরাপদ থাকা যায়।
২৭ ।ঘুমের অভ্যাস কম করা ।ও সুস্থ থাকার চেষ্টা করা।
২৮ ।বাড়ীতে গরু ছাগল ইত্যাদি পালতে চেষ্টা করা।
২৯ ।ভাত রুটির তুলনায় শুকনা খাবার চিড়া-মুড়ি,সিমের বিচি,কুমড়ার বিচি,বাদাম,ছোলা ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করার অভ্যাস করা।
হযরত বললেন বেশী কথা স্মরণ রাখতে না পারলে তিনটি কথা অবশ্যই স্বরন রাখা।

তিনটি কথা

১ ।পরামর্শক্রমে সকলকে নিজ জিম্মাদারী আদায় করতে বলা ।এবং নিজেও আদায় করা।
২ ।তায়াল্লুক মা'আল্লাহ এর অবনতি হয় এমন কাম থেকে দূরে থাকা।
৩ ।কুরবানী,মুজাহাদা,রোনাজারী,দোয়া,দূরুদ,এস্তেগফার,এই উম্মতের হাতিয়ার ।একথাটি গভীর ভাবে স্মরণ রাখা।

হযরত বলেনঃ-দাওয়াত,তালীম,জিকির,ইবাদত,খেদমত সকলের জিম্মাদারী এর পর হযরতের নিকট থেকে মুজাহাদার পদ্ধতির কথাটি বুঝেনিয়েছিলাম।

পরিবেশের সাথে মিলে যায় যারা তারাই বড় অসহায়""তারাই মহামানব যারা পরিবেশকে বদলায়।

অহংকার,হিংসা,বৈশম্যতা ও ঘৃণা থেকে দূরে থাকা।
ঘৃণার বিষয়ে ফয়সালা এটাই যে,গুনাহ কে ঘৃণা করবে গুনাহগার কে নয়!বরং ভুল করনেওয়ালাকে বাঁচাতে চেষ্টা করা ।ভালোবাসা ও ভালো ভাষা,এবং আন্তরিকতার সাথে।

পুর্ব প্রস্তুতি বলতে,সংক্ষিপ্তাকারে

١۔ امتثال الاوامر ۔ ٢ ۔ اجتناب عن النواہی ۔ ٣ ۔ تقویٰ ۔ ٤ ۔ توکل ۔ ٥ ۔ صبر و استقامت ۔ ٦ ۔ سنت

আমার শায়েখ(রঃ)এর বানীঃ-স্মরন রাখতে হবে তিন কথাঃ-

১।ঈমান,ইক্বীন,ইলেম,আমল,আদব,আখলাক,তাকওয়া,তাওয়াক্কুল,সবর,ইস্তেগনা-ইস্তেকামত,ইখলাছ,সুন্নতের মধ্যে যেন কোন প্রকার ত্রুটি না ঘটে যায়।
২।প্রশাসনিক কাঠামো যেনো দুর্বল না হয়।
৩।ত্বলাবাগন যেন পরের উপর নির্ভরশীল না হয়।বরং আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল করে খেদমত শিখে নিয়ে যেন নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়।এবং সৎ সাহস তৈরি হয়।

আমার উস্তাজে মুহতারাম কুয়াকাটা হুজুর আড়ারদাহ মাদ্রাসায়,উলামাদের সম্মুখে যে,মুজাকারাহ করেছিলেন তার এক অংশ বিশেষঃ-

حضرت مولانا قاری ابوالبشر صاحب مدظلہ العالی علماء

حضرات کے سامنےبیان فرمائے تھے دعوت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے تعلق مع اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اول نمبر سنت تھی دعوت الی اللہ قدرت باری تعالی پر یقین پیدا کرنا ایمان کی علامت ہے جس کے دل میں قدرت باری تعالی پر یقین نہ ہو وہ خالص مومن ہی ہو نہیں سکتا ہجرت کےبیدون قدرت پر یقین پیدا ہو نہیں سکتا سنت ہی میں کامیابی ہے اور دعوت ہی اول نمبر سنت ہے عمارت میں زیادتی ہونا کامیابی کی علامت نہیں ہے بلکہ سنت زندہ کرنےہی میں کامیابی ہے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو عداوت نہیں ہے بدیں وجہ جو شخص دعوت الی اللہ کو لے کر کھڑا ہو اس کو اللہ تعالی اگے بڑھائے گا اور اس کو اللہ تعالی اگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا بلکہ اس زمانہ میں پہلے والے صحابہ کو جیسے مدد کی تھی اس سے دس گناہ زیادہ مدد اور نصرت کرینگےایک تاجر بخش کرنے کو دیا اپنے لڑکے کو چند روپیہ وہ لڑکا دینا نہیں سکا بعد میں آکر فرمایا کس کو کتنا دوگا تو باپ اسے فرمایا جو جتنا زیادہ محتاج اسے اتنا ہی زیادہ دے دو

যে যতো বেশি দুর্বল সে ততো বেশি পাওয়ার যোগ্য। আমরা উম্মতে মোহাম্মদী বর্তমান রসূল(সাঃ)না থাকায়, আমরা বেশি দুর্বল,ও মুহতাজ।তাই আল্লাহ তাআলা আমাদিগকে সাহাবাদের তুলনায় দশগুণ বেশি মদদ করবেন।ইনশাআল্লাহ তাআলা।

প্রশ্নঃ-একদা আমি **আমার শায়েখ হাতিয়ার হযরত (রঃ)**কে জিজ্ঞেস করেছিলাম,বর্তমান পরিস্থিতিতে

এর জন্য আমাদের করনীয় কি হতে পারে?
উত্তরঃ-হযরত بالبداهت،في الفور সাথে সাথে ই উত্তর দিলেন,একটু চিন্তা ভাবনা করারও প্রয়োজন মনে করলেন না ।হযরত বললেন,বর্তমান করনীয় ছয়টি কাম।

ছয়টি কাম

১। কুতুববীনি ।অর্থাৎ কিতাব অধ্যায়ন করা।
২ ।খুরুজ হওয়া। অর্থাৎ ইলেম অর্জনের জন্য সফর করা।
৩ ।সাথিদের মনতুষ্টি রাখা ।এলাকাবাসী হোক বা ভিনদেশী হোক।
৪ ।ঈমানের ৭৭শাখার মশক করা ।প্রয়োজনে কিছুনা কিছু তালীম হওয়া।
৫ ।প্রত্যহ কোরআনি তালীম অবশ্যই দিবে ।অর্থাৎ এলাকাবাসী কে কোরআন শিক্ষা দিবে ।ঘরে ও বাহিরে ফাজায়েল ও মাসায়েলের তালীম প্রত্যহ অবশ্যই করতে হবে।
৬ ।কোন না কোন তালীমের ময়দানে লেগে থেকে, দাওয়াতের নেজামের সাথে জুড়ে মিলে লেগে থাকতে চেষ্টা কোশেষ করবে। তাহলে ই বর্তমান প্রতিকুল পরিবেশ অবশ্যই অনুকূলে আসবেই ।ইনশাআল্লাহ তাআলা ।এটাকেই বলে সুন্নাত মুতাবেক জীবন গড়া।
পূর্বে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে চলতে পারলেই,দাওয়াত, তালিম,জিকির,ইবাদাত,খেদমতের পরিপূর্ণ হক আদায় হবে বলে আশা রাখি ।ইনশাআল্লাহ তাআলা।

বড়দের মাকুলা

এরই জন্য প্রয়োজন প্রত্যহ দাওয়াত,তালীম, মাশওয়ারা ।আমি বান্দাহ আঃ রাজ্জাক পুনরায় হযরত কে জিজ্ঞাসা করলাম,বর্তমান কি কিতাব মুতালাআ করবো?
উত্তরঃ-হযরত বললেন কমপক্ষে তিনটি কিতাব,
১ ।হেদায়া চার জিল্দ,ফতহুল কদ্বীরসহ।
২ ।আল ইলমু ওয়াল উলামা ।থানবী(রহঃ)এর লিখা
৩ ।মুফতিয়ে আযম(রহঃ)এর সমগ্র রেসালাহ।
তাহলেই মুফতিয়ে আযম সাহেবের মাসলাক সহীহ ও সঠিক ভাবে ধরে রাখা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়,ইনশাআল্লাহ তাআলা।

ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه[22]

অর্থ:-সাহাবায়ে কেরামগণের এক বিশেষ গুন ছিলো তাঁরা আরাম ভোগে নিজের থেকে অপরকে প্রাধান্য দিতেন।

ما انا عليه واصحابي

یہ ہی سلف ہے اور اس کے ماوراء خلف

اسلاف کا کام تھا چار اعمال ۱ اتباع سنت ۲ نماز بجماعت ۳ حلال کھورا کی کھانا ٤ مشاورہ کے ساتھ ہر کام کرنا

اور اسلاف کے اوصاف تھے ۱ ایمان ۲ یقین ۳ علم اعمال ٤ آداب ٥ اخلاق ٦ ۔ تقوی ۷ توکل ۸ صبر و استقامت ۹ اخلاص ۱۰ سنت

হাতিয়ার হযরত(রহঃ)এবং মুফতি আযম(রহঃ)এই দুই হযরতের মধ্যে সাহাবাদের নমুনাঃ-সাহাবায়ে কেরাম(রাঃ) যেমন সর্বদাই রসূল(সাঃ)এর ইত্তেবাকে প্রাধান্য দিতেন।নিজের জীবন ও জানের থেকে ও রাসুল (সাঃ)কে বেশি ভালোবাসতেন।তদ্রুপ এই দুই হযরত ও রাসূলের মহব্বতে নিজ জীবনে ও সর্বস্তরের সুন্নত জিন্দা করা ও রাখার চেষ্টা কোশেষ করতেন।তার যতসামান্য প্রমাণ সাহাবাদের মধ্যে যেমন,হিংসা-বিদ্বেষ,অহংকার, গীবত,শেকায়েত,মিথ্যা অপবাদ দেয়ার অভ্যাস ছিল না। তেমনি এই দুই হযরত এর মধ্যেও এগুনগুলো علے وجہ الاتم মওজুদ ছিল।এরই জন্য সাহাবায়ে কেরাম যেমন ঈমান-একীন,ইলেম,আমল,আদব, আখলাক,তাকওয়া,তাওয়াক্কুল,সবর,ইস্তেকমাত,ইখলাছ,ও সুন্নতের পিপাসু ছিলেন।এই দুই হযরত ও অত্র গুণ গুলোর পিপাসা মিটাতে সারাটি জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।সাহাবায়ে কেরাম(রাঃ)সাথীদেরকে জুড়িয়ে রাখার জন্য কোরবানি,মুজাহাদা,রোনাজারি,দোয়া,দরুদ, ইস্তেগফারকে হাতিয়ার বানিয়েছিলেন।এই দুই হযরত ও এই গুণগুলোকে হাতিয়ার স্বরূপ বানিয়েছিলেন।সাহাবাদের সকল গুণ হাসিল করার জন্যে এবং সাহাবাদের নমুনায় জীবন পরিচালনা করার মানসেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।

[22] الحشر ۔ ایت ۔ ۹ ۔ ص ۔ ٥٤٧

খোলাছা কালামঃ-আমার শায়েখ(রঃ)বলতেন,প্রয়োজনের অতিরিক্ত করাটাই কুপ্রবিত্তি এমন কি সাধারণ ভাবে প্রয়োজন মিটাতে পারলে, এমতাবস্থায় অতিরিক্ত যাই করবে তাই কুপ্রবিত্তির অন্তর্ভুক্ত ও খলফ।এই জন্যই হযরত আলী(রাঃ)বলেছেন,বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ করা,পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী জানবহনে আরহন করা,এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বতন্ত্রমূলক পোষাক পরিধান করা।এসবই কুপ্রবিত্তির অন্তর্ভুক্ত।কুরতুবী আমার শায়েখ(রঃ)বলেন এরাই হলো খলফ।তাই আমার শায়েখ(রঃ)বলতেন,বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলায়

جمکے بیٹھو بنکے اٹھو اگر بنوگے بنا سکوگے اگر نہ بنوگے نہ بنا سکوگے

۲ اور بھی فرمایا ایک فنی ہر فنی ہیچ نیست

میرے اور ایک استاذ محترم مفتی صدیق الرحمن صاحب بوفولی مد اللہ ظلاھم نے فرمایا فی الحال

ہمارے لیے ضروری ہے کہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ کو بھی مطالعہ

کرنا تاکہ سب اشکال دفع ہو جائےگا اور

جانلو علاقہ میں دعوت کی محنت کرنے سے جیسے

علاقہ روشن ہوتاہے اسی طرح روشن مسئلہ بیان کرنے سے نہیں ہوتاہے دعوت کی وجہ سے آدمی

جوڑتے ہیں اور مسئلہ بیان کرنے سے آدمی توڑتے ہیں اسی وجہ سے ہاتیہ کی حضرت فرماتے تھے

دعوت میں فلاحت ہے اور سیاست میں ہلاکت ہے

فقط والسلام لیس لنا الکلام الان وما علینا الا البلاغ

উপস্থিত কিতাব

১। হামিউস্ সুন্নাহ কামিউল বিদআহ মুফতিয়ে আযম আল্লামাহ ফয়জুল্লাহ সাহেব চাটগামী রহঃ -এর সুযোগ্য খলীফা হযরতুল আল্লাম মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব হাতিয়ার হযরত রহঃ -এর নসিহত সমগ্র ১

হেকমতের বানী

আসন্ন কিতাব সমূহ

১। হামিউস্ সুন্নাহ কামিউল বিদআহ মুফতিয়ে আযম আল্লামাহ ফয়জুল্লাহ সাহেব চাটগামী রহঃ -এর সুযোগ্য খলীফা হযরতুল আল্লাম মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব হাতিয়ার হযরত রহঃ -এর

জীবন ও কর্ম/সংক্ষিপ্ত জীবনী

হামিউস্ সুন্নাহ কামিউল বিদআহ মুফতিয়ে আযম আল্লামাহ ফয়জুল্লাহ সাহেব চাটগামী রহঃ -এর সুযোগ্য খলীফা হযরতুল আল্লাম মুফতী সাইফুল ইসলাম সাহেব হাতিয়ার হযরত রহঃ -এর ২৫

২। নসিহত সমগ্র ২ হেকমতের বানী

ভূগল শাস্ত্র

৩। নসিহত সমগ্র ৩ হেকমতের বানী

মাবাদীউল উসুল

৪। নসিহত সমগ্র ১০ হেকমতের বানী

পাঁচ আমল

৫। নসিহত সমগ্র ২৫ হেকমতের বানী

দোয়া ও মোনাজাত